পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
(শিক্ষা ও সামাজিক)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

"অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের

প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

মে ২০১৯

“অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন প্রতিবেদন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

পরামর্শকবৃন্দ

ড. মোঃ শাহাজত আলী
টিম লিডার

ড. মোঃ মুজাফফর আহমেদ
আর্থ সামাজিক বিশেষজ্ঞ

রাহুল কান্তি বড়ুয়া
পরিসংখ্যানবিদ

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রহিম
মিডলেভেল ইঞ্জিনিয়ার

সবুজ দোবে
সমন্বয়কারী

আইএমইডি-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ জেহসান ইসলাম
মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
পরিচালক (উপ সচিব)

আফরোজা আকতার চৌধুরী
উপপরিচালক (উপ সচিব)

Dobey International

দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড
ফ্লাটনং # এফ -৫,বাড়ীনং # ২৫/১
শাহ-আলীবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা -১২১৬
ইমেইলঃadmin@dobeyinternational.com
ওয়েবঃ www. dobeyinternational.com
মোবাইলঃ০১৯১১৮২৭৩০৩, ০১৭৬৮- ৬৬৭৭৬৬

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	i-ii
	প্রথম অধ্যায় **প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ**	
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৩	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন	২
১.৪	প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ও অর্থায়নের অবস্থা	৪
১.৫	প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৫
১.৬	প্রকল্প মূল্যায়নের যৌক্তিকতা	৫
১.৭	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তথ্য	৬
১.৮	সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা	৬
	দ্বিতীয় অধ্যায় **প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology)**	
২.১	পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR);	৭
২.২	প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি	৮
২.২.১	মুল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য ধারনাগত মডেল	৮
২.২.২	সমীক্ষা পদ্ধতি	৯
	ক) পরিমাণগত পদ্ধতি	৯
	খ) সুফলভোগী নমুনায়ন পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ	৯
২.২.৩	গুণগত পদ্ধতি	১২
	ক) প্রকল্প ‘লগ ফ্রেম’ (Log Frame) ও প্রকল্প ডকুমেন্ট পর্যালোচনা	১২
	খ) মূখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)	১২
	গ) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)	১৩
	ঘ) পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী টেন্ডার পর্যালোচনা	১৪
	ঙ) সরেজমিন পর্যবেক্ষণ	১৫
	চ) সফলগাথা (Success Story) উপস্থাপন	১৬
	ছ) স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	১৬
	জ) জাতীয় কর্মশালা	১৬
২.২.৪	প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের সংখ্যাগত ও গুণগত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১৭
২.২.৫	তথ্য সংগ্রহকারীগণের প্রশিক্ষণ	১৭
২.২.৬	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৮
২.২.৭	এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	১৮
২.২.৮	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পরামর্শকগণের দায়িত্ব	১৯

	তৃতীয় অধ্যায় **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা**	
৩.১	প্রকল্পের সার্বিক এবং অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা	২০
৩.১.১	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়	২০
৩.১.২	প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক ব্যয় এবং অগ্রগতি	২১
	চতুর্থ অধ্যায় **প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	
৪.১	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য ও কার্যক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা	২৩
৪.২	প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামালের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ	২৫
৪.৩	কার্যক্রয় ও পণ্য সংগ্রহ বিষয়ে সার্বিক মতামত	২৬
৪.৪	নিরীক্ষা আপত্তি	২৬
	পঞ্চম অধ্যায় **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	
৫.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	২৭
৫.২	প্রকল্পের Log Frame এ উল্লেখিত নির্দেশকসমূহের বিশ্লেষণ ও ফলাফল/ অর্জন (Output) পর্যালোচনা	২৯
৫.৩	প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৩২
	ষষ্ঠ অধ্যায় **SWOT বিশ্লেষণ**	
৬.১	SWOT বিশ্লেষণ	৩৯
	সপ্তম অধ্যায় **সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	
৭.১	পরিমাণগত বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত	৪১
৭.২	গুণগত বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত (KII, FGD & Workshop)	৫৩
	অষ্টম অধ্যায় **সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ**	
৮.১	সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ	৬৫
৮.২	উপসংহার	৬৬

রেফারেন্স (Reference) ---------- ৬৭

পরিশিষ্ট সমূহ		
পরিশিষ্ট-১	সুফলভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা	৬৮
পরিশিষ্ট-২	পরোক্ষ সুফলভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা	৭৫
পরিশিষ্ট-৩	প্রকল্পপরিচালকের জন্য প্রশ্নমালা (KII)	৭৯
পরিশিষ্ট-৪	জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশ্নমালা (KII)	৮৩
পরিশিষ্ট-৫	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশ্নমালা (KII)	৮৬
পরিশিষ্ট-৬	প্রকল্প প্রকৌশলী জন্য প্রশ্নমালা (KII)	৮৮
পরিশিষ্ট-৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের জন্য প্রশ্নমালা (KII)	৯০
পরিশিষ্ট-৮	ইউপি চেয়ারম্যান এবং সদস্যের জন্য প্রশ্নমালা (KII)	৯১
পরিশিষ্ট-৯	সিবিও গ্রুপের সঙ্গে আলোচনার চেকলিস্ট (FGD)	৯২
পরিশিষ্ট-১০	মৎস্য অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের সঙ্গে আলোচনার চেকলিস্ট (FGD)	৯৩
পরিশিষ্ট-১১	স্পিলওয়ে সুফলভোগীদের সঙ্গে আলোচনার চেকলিস্ট (FGD)	৯৪
পরিশিষ্ট-১২	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশ্নমালা	৯৫
পরিশিষ্ট-১৩	পুকুর /জলাশয় খনন/ পুনঃখননও মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা	৯৮
পরিশিষ্ট-১৪	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার চেকলিস্ট	১০১
পরিশিষ্ট-১৫	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল ও কার্যক্রয়ের চেকলিস্ট	১০২
পরিশিষ্ট-১৬	তথ্য সংগ্রহকারীগণের তথ্যাবলী	১০৪
পরিশিষ্ট-১৭	১ম টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১০৬
পরিশিষ্ট-১৮	১ম স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১০৭
পরিশিষ্ট-১৯	২য় টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১০৮
পরিশিষ্ট-২০	২য় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১০৯
পরিশিষ্ট-২১	জাতীয় কর্মশালার কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১১০
পরিশিষ্ট-২২	৩য় টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১১১
পরিশিষ্ট-২৩	৩য় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেকলিস্ট	১১২
পরিশিষ্ট-২৪	স্থাপিত অভয়াশ্রমের তালিকা	১১৩
পরিশিষ্ট-২৫	আনুসাঙ্গিক দলিলাদি এবং FGD তে উপস্থিতির তালিকা	১১৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
চিত্র-১	উপকারভোগীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ	১০
চিত্র-২	প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প প্রকৌশলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার	১২
চিত্র-৩	স্থানীয় জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার	১৩
চিত্র-৪	প্রকল্পের সুফলভোগীগণের সাথে FGD অনুষ্ঠান	১৪
চিত্র-৫	জলাশয় খনন /পুনঃ খনন কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ	১৫
চিত্র-৬	মৎস্য অভয়াশ্রম	১৫
চিত্র-৭	তথ্য সংগ্রহকারীর প্রশিক্ষণ	১৭-১৮
চিত্র-৮	পরামর্শকগনের টিম ওয়ার্ক	১৯
চিত্র-৯	প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত এআইজিএ সহায়তা	৩৭
চিত্র-১০	প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বিনিময়কৃত জাল	৩৭
চিত্র-১১	সুফলভোগীদের বয়স	৪১
চিত্র-১২	পরোক্ষ সুফলভোগীদের বয়স	৪১
চিত্র-১৩	সুফলভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪২
চিত্র-১৪	পরোক্ষ সুফলভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪২
চিত্র-১৫	সুফলভোগীবৃন্দের প্রকল্প শুরুর পূর্বে ও বর্তমানে পানীয় জলের উৎস	৪৩
চিত্র-১৬	সুফলভোগীগণের ল্যাট্রিনের ধরন	৪৪
চিত্র-১৭	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি বিবরণ	৪৪
চিত্র-১৮	বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিবরণ	৪৫
চিত্র-১৯	বিকল্প কর্মসংস্থান এর বর্তমান অবস্থার বিবরণ	৪৫
চিত্র-২০	বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হতে বাৎসরিক লাভের পরিমাণ	৪৬
চিত্র-২১	সুফলভোগীদের পারিবারিক মাছ খাওয়ার উপর প্রভাব	৪৭
চিত্র-২২	পরোক্ষ সুফলভোগীদের পারিবারিক মাছ খাওয়ার উপর প্রভাব	৪৭
চিত্র-২৩	সুফলভোগীগণের পারিবারিক মাসিক গড় আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়	৪৮
চিত্র-২৪	প্রকল্প শুরুর পর ব্যক্তিগত পরিবর্তন	৫০
চিত্র-২৫	তিন বেলা খাওয়ার অবস্থা	৫০
চিত্র-২৬	মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের বিবরণ	৫২
চিত্র-২৭	প্রশ্নমালার মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ	৫২
চিত্র-২৮	জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৫৩
চিত্র-২৯	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৫৪
চিত্র-৩০	বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধি সঙ্গে সাক্ষাৎকার	৫৬
চিত্র-৩১	দিয়ার বিল মৎস্য অভয়াশ্রম মনিরামপুর মানিকগঞ্জ	৫৭
চিত্র-৩২	ঠেলা জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য	৫৭
চিত্র-৩৩	পরামর্শকবৃন্দ কর্তৃক অভয়াশ্রম পরিদর্শন ও এফজিডি পরিচালনা	৫৭
চিত্র-৩৪	উপ-পরিচালক (উপসচিব) জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী ও প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতিতে নিলফামারী জেলার সদর উপজেলায় স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন	৬০
চিত্র-৩৫	আইএমইডির মাননীয় সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি এর সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, মাননীয় সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালা	৬১
চিত্র-৩৬	জনাব মোঃ ওবায়দুল হক ও তার পরিবার	৬২
চিত্র-৩৭	জনাব সঞ্জীবন দাস ও তার পরিবার	৬৩
চিত্র-৩৮	পরান চন্দ্র রাজবংশী ও তার পরিবার	৬৪

সারণীর তালিকা

সারণী নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
সারণী-১	সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়	২০
সারণী-২	অঙ্গভিত্তিক ব্যয় সমূহ এবং অগ্রগতি	২১
সারণী-৩	কার্য ক্রয়ের বিবরণ	২৫
সারণী-৪	মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	২৬
সারণী-৫(ক)	মৎস্য অভয়াশ্রমের তথ্য	৩৪
সারণী-৫(খ)	: ৮টি জেলার মৎস্য অভয়াশ্রমের তথ্যের বিবরণ	৩৫
সারণী-৬	মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি	৩৮
সারণী-৭	সুফলভোগী ও পরোক্ষ সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর পেশা	৪২
সারণী-৮	ভিটেমাটির মালিকানা	৪৩
সারণী-৯	খাবার পানির উৎস এবং বাসস্থান মোতাবেক খানা বিভাজনের শতকরা হার HIES 2016 এবং HIES 2010 (BBS, 2017)	৪৪

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	:	Annual Development Program
AIGA	:	Alternative Income Generating Activities
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
CBO	:	Community Based Organization
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DFO	:	District Fisheries Officer
DoF	:	Department of Fisheries
DPP	:	Development Project Proposal/Proforma
FGD	:	Focused Group Discussion
FRSS	:	Fisheries Resource Service System
GOB	:	Government of Bangladesh
ILO	:	International Labour Organization
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
LCS	:	Landless Contracting Society
OVI	:	Objectively Verifiable Indicator
OTM	:	Open Tender Method
PCP	:	Project Concept Paper
PCR	:	Project Completion Report
PEC	:	Project Evaluation Committee
PESP	:	Primary Education Stipend Program
PIU	:	Project Implementation Unit
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
PSC	:	Project Steering Committee
QHS	:	Quantitative Household Survey
RDPP	:	Revised Development Proposal/Proforma
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
SUFO	:	Senior Upazila Fisheries Officer
SWOT	:	Strengths,Weaknesses, Opportunities& Threats
TOR	:	Terms of Reference
UFO	:	Upazila Fisheries Officer
UNO	:	Upazila Nirbahi Officer

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর উদ্যোগে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দোবে ইন্টারন্যাশনাল (প্রা:) লিমিটেডকে নিয়োগের মাধ্যমে চার মাসে সমীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। নানাবিধ কারনে বিশেষ করে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনগ্রসর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অশিক্ষা, জলবায়ুর প্রভাব এবং পর্যাপ্ত শিল্পায়নের অভাবের জন্য দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বছরের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর এবং মার্চ-এপ্রিল এই দুই সময়ে খাদ্যাভাব ও কর্মের অভাব মারাত্মক ভাবে পরিলক্ষিত হতো, যাকে তখন মঙ্গা বলে অভিহিত করা হতো। অভীষ্ট জনগণের কাজ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৬ বৎসর মেয়াদে ৮৩৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল। প্রকল্পটি ৫টি উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে যথাঃ জলাশয় খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য খাতে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি; প্রকল্প এলাকার জলাভূমির উন্নয়ন এবং তা নির্বাচিত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বরাদ্দের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ও সচ্ছল জীবন-যাপনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র বেকার জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের মৎস্য চাষ ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা; ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র পীড়িত এলাকার অপুষ্টিজনিত সমস্যা হ্রাস করা। প্রকল্প প্রণয়নে দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতার ফলে প্রকল্পটি দুই বার সংশোধন করা হয়েছে।

এই মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প মূল্যায়ন কাজে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য সুফলভোগীদের মধ্যে প্রশ্নমালা জরিপ, দলীয় আলোচনা,স্থানীয় কর্মশালা, জাতীয় কর্মশালা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, সরাসরি মাঠ পর্যবেক্ষণ, ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন- ডিপিপি/আরডিপিপি, প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা, আন্তঃমন্ত্রণালয় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন,অগ্রগতি প্রতিবেদন ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/ বেইজলাইন না থাকায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট হতে স্মৃতিনির্ভর পদ্ধতিতে (Recall Method) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে।

অত্র প্রকল্পের আওতায় ১,২১১টি জলাশয় ভূমিহীন চুক্তিবদ্ধ সমিতির (LCS) মাধ্যমে খনন/ পুনঃখনন, ৩৭০টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ৫টি স্পিলওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগীদের নিকট ৪,১৮৭টি জাল বিনিময় ও ১৪,৩৭৫টি পরিবারকে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২২০টি জলমহালে ২৪৭.২৪ মে.টন পোনা মাছ মজুদ করা হয়েছে। ৫৫৫০ জন ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীকে উন্নত মৎস্য চাষ বিষয়ে এবং ২৬,৬৭৫ জনকে বিকল্প কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমাজভিত্তিক সংগঠনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাহী সদস্যগণ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর সম্পন্ন করে উন্নত প্রযুক্তির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাছাড়া, মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প হতে ১২.৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রকল্পের অধীনে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে ৯১% কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে; সুফলভোগীদের পারিবারিক মাসিক গড় আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৩০.১২%, ১৫.৯৬% এবং ৫০.৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে; স্বাস্থ্য সম্পন্ন পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জল সরবরাহে সুফলভোগী পরিবারসমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে; সুফলভোগীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ফলে মাসিক সঞ্চয় বেড়েছে; জেলেদের বসতবাড়ী বর্তমানে ৮৯% টিনের ঘরে উন্নীত হয়েছে; সুফলভোগী পরিবারের মধ্যে ৫০% ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, ৩৪% ঘরবাড়ী, ৯০% খাদ্য নিরাপত্তা, ১২% পারিবারিক স্বচ্ছলতা, ৫৩% সঞ্চয় বৃদ্ধি ও ২১% মোবাইল /সেল ফোন ক্রয় করেছেন। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্ন বা স্থানীয় ভাবে হারিয়ে যাওয়া ছোট মাছের প্রাচুর্যতা বেড়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগী ছাড়াও প্রকল্প এলাকার অনেক গরীব ও ভূমিহীন চাষী প্রায় সারা বছর জলাশয়গুলো থেকে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে নিজেদের পরিবারের আমিষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গরীব ও প্রান্তিক মৎস্যজীবী, বিশেষভাবে মহিলাদের সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবা প্রদানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

সরকারি লক্ষ্যভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে অ-খামার ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম বিস্তৃতির ফলে মৌসুমী কর্মহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া গেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে প্রকল্প কার্যক্রমের স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের সার্বিক সফলতার পিছনে অত্র প্রকল্পের অর্জন ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী অন্যান্য কর্মসূচীর অবদান প্রণিধানযোগ্য।

প্রকল্পের সবলদিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ১,২১১টি পতিত জলাশয় খনন/ পুনঃ খননের মাধ্যমে মৎস্য চাষোপযোগী হিসেবে উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের মৎস্য চষের মাধ্যমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে; প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক মৎস্যচাষী ও মৎসজীবী জনগোষ্ঠির সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইতিবাচক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে;ও উপকারভোগীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং উন্নয়নমুলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। প্রকল্পের দুর্বলদিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প শুরুর সময় Baseline Data সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা করা হয়নি; মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন সম্বলিত নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা প্রস্তুত করা হয়নি; ও পোনা মজুদ সংশ্লিষ্ট সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (CBO) কার্যকরভাবে সক্রিয় না থাকায় পোনা মজুদ কার্যক্রমে ঈপ্সিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের সুযোগদিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পতিত সরকারী পুকুর / জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে উন্নয়নের আরো সুযোগ ছিল; ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের দৌরাত্মে প্রকৃত গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে মৎস্যজীবীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রকল্পের ঝুঁকি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অনেক নদী-নালা-খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে, প্রকল্পভুক্ত কিছু মৎস্য অভয়াশ্রম হুমকির মুখে পড়েছে এবং অভয়াশ্রম এর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে; ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের দৌরাত্মে প্রকৃত গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে মৎস্যজীবীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

প্রকল্পটির সর্বমোট ৮৩৮০.০০ লক্ষ টাকা বাজেট/ বরাদ্দ ছিল এর মধ্যে ৮৩৭১.২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি (৯৯.৮৯%) সন্তোষজনক। প্রকল্পটির কোন অডিট আপত্তি নেই। সার্বিকভাবে প্রকল্পের অধিকাংশ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সমীক্ষার ফলাফল বিস্তারিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রধান প্রধান সুপারিশ গুলো নিম্নে প্রদান করা হলো:

জলজ পরিবেশ উন্নয়ন, মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর- জলাশয় খনন /পুনঃখননের দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন; মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভবিষ্যতে রাজস্ব বাজেট হতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ ও দেশীয় বিপন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ করা প্রয়োজন; মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন নুন্যতম ১ হেক্টর করা সমীচীন হবে। সেই সাথে মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহ প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে; মৎস্য অভয়াশ্রম বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট চেকলিস্ট এর ভিত্তিতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হওয়া উচিত; প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (CBO) সমূহকে মৎস্য সম্প্রসারণসহ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতায় এনে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যেতে পারে; এ ধরনের প্রকল্পে এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan) অবশ্যই থাকা প্রয়োজন; প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ এবং সুফলভোগীদের ডাটাবেজ তৈরী করা আবশ্যক; মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রয়োগের নিমিত্তে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে; মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রয়োগের নিমিত্তে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করতে হবে; অবৈধ জাল ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল ও আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো দরকার; ও প্রান্তিক মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ ধরনের প্রকল্প পুনরায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানসহ নানাবিধ কারণে এই দেশটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ ইং সনের তথ্য অনুযায়ী দেশের ১৫৮.৯০ মিলিয়ন জনসংখ্যা মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বসবাস করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭। নানাবিধ কারনে বিশেষ করে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, নদী ভাঙ্গান, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনগ্রসর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অশিক্ষা, জলবায়ুর প্রভাব এবং পর্যাপ্ত শিল্পায়নের অভাবের জন্য দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বছরের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর এবং মার্চ-এপ্রিল এই দুই সময়ে খাদ্যাভাব ও কর্মের মারাত্মক অভাব পরিলক্ষিত হতো, যাকে তখন মঙ্গা বলে অভিহিত করা হতো। এই মঙ্গার পিছনে মূল কারণগুলো ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি, অতি দারিদ্রতা, ভূমিহীনের উচ্চহার, পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের অপ্রতুলতা, বেকারদের কর্মসংস্থানের অভাব এবং সর্বোপরি কৃষি শ্রমিকের সংখ্যার আধিক্যতা । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী এলাকা এই মঙ্গা বা খন্ডকালীন অভাবে নিপতিত হতো । তাছাড়াও ভৌগোলিকভাবে এই জেলাগুলোর অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হয়ে পড়ত। এসব কারণে সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের খুবই সীমিত সুযোগ থাকত। এছাড়াও ভূমিহীন ও অতিদরিদ্র শ্রেণীর মানুষ কৃষিতে অগ্রিম শ্রম বিক্রির উপর টিকে থাকার চেষ্টা করতো কিন্তু তারা দরিদ্রতার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকায় তা পরাভূত হতো। এই চরম অবস্থা থেকে উত্তরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার এর *ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর'কর্তৃক মঙ্গা এলাকায় আর্থসামাজিক অবস্থার উপর এক জরিপ চালানো হয়। এই সমীক্ষা প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে , দারিদ্র সীমার নীচে প্রায় ৫৮% জনগণ বসবাস করে তন্মধ্যে প্রায় ৩০% মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করে। প্রায় ৪৬% মানুষ কর্মহীন ও অবশিষ্ট ৫৪% মানুষের কাজ মেলে ও তাদের ৬০% বছরের অধিকাংশ সময় কর্মহীন থাকে। প্রায় ৫৭% মানুষ নিরক্ষর, প্রায় ৬২% খানার অতিরিক্ত কোন আয়ের উৎস নেই এবং প্রায় ৭৮% মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল। উক্ত প্রতিবেদন হতে আরও জানা যায় যে, প্রায় ৮০% মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল; তন্মধ্যে ৫০% দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। প্রায় ৪০% মানুষের ৫০ শতক বা তার অধিক জমি রয়েছে; প্রায় ৭২% মানুষের কোন স্যানেটারী ল্যাট্রিন নেই; প্রায় ৬৫% মানুষ চিকিৎসার জন্য হাতুড়ে ডাক্তার অথবা ওঝার উপর নির্ভরশীল। জীবন বাঁচানোর তাগিদে মানুষ তখন অপ্রচলিত খাদ্য গ্রহনে বাধ্য হত এবং অগ্রিম শ্রম বিক্রয় করে অথবা শহরমুখী হয়ে পড়ত। মানুষ উচ্চ সুদে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে সুদ গ্রহন এবং তাদের সম্পদ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হত। এ ধরণের পরিস্থিতি সামাজিক ভাবে মোটেই কাঙ্খিত নয়। ফলে সমাজে নানা ধরণের সামাজিক ও পারিবারিক অস্থিরতা দেখা দেয়। অভীষ্ট জনগণের কাজ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। অত্র এলাকার দারিদ্র, খাদ্যাভাব ও কর্মসংস্থানের সংকট মেটাতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও জেলা কর্মকর্তাগণের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য, মতামত ও সরকারী দারিদ্র ম্যাপের উপর ভিত্তি করে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

* উৎসঃ "অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প" এর ডিপিপি।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১। জলাশয় খনন/ পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য খাতে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

২। প্রকল্প এলাকার জলাভূমির উন্নয়ন এবং তা নির্বাচিত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বরাদ্দের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ও সচ্ছল জীবন-যাপনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র বেকার জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের মৎস্য চাষ ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা; এবং

৪। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র পীড়িত এলাকার অপুষ্টিজনিত সমস্যা হ্রাস করা।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপির উপর ১২/১১/২০০৯ ইং তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশক্রমে পুণর্গঠিত ডিপিপি ৮,৩১৯.৪০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক ১৩/০৪/২০১০ ইং তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল।

যৌক্তিকতাসহ ১ম ডিপিপি সংশোধনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে নিম্নেবর্ণিত প্রধান উল্লেখযোগ্য কারণে প্রকল্পটি প্রথম সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল০ঃ

১) পুকুর, দীঘি, বরোপিট ইত্যাদি জলাশয় পুনঃখননের দরহার এলজিইডি কর্তৃক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনজনিত কারণে পূর্বের দরহার এর তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এলজিইডি এর ২০০৯ সনের রেট সিডিউল অনুযায়ী মাটি পুনঃখনন কাজের রেট সিডিউল প্রতি ঘনমিটার ৬০.৭৭ টাকা হতে বৃদ্ধি পূর্বক ৯১.১১ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে এবং মাটি খনন বাবদ মোট অর্থের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

২) প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রত্যক উপজেলার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি খনন/ পুনঃখননের উল্লেখ থাকলেও উপযুক্ত জলাশয় না পাওয়ায় অথবা মামলা মোকদ্দমা জনিত কারণে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু অন্য জেলা / উপজেলায় পুনঃখনন যোগ্য জলাশয় পাওয়া যায় এবং পূণঃখননের মাধ্যমে উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পি আই ইউ (PIU) কে জলাশয় পূণঃবরাদ্দের ক্ষমতা প্রদানের জন্য ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৩) মুল ডিপিপিতে ২৫,০০০ দরিদ্র লোকের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ এর জন্য খানা প্রতি ৬,০০০ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু বাজার মূল্য বেড়ে যাওয়ায় উক্ত পরিমাণ টাকা দ্বারা বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সন হতে ২৭,২৫০ পরিবারের জন্য খানা প্রতি ৮,০০০ টাকা বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ডিপিপি সংশোধিত হয়েছিল।

৪) ডিপিপি ৯,১৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল ২০১০ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি ২৯/৫/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল।

প্রকল্পের আরডিপিপি দ্বিতীয় সংশোধনের উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ

১) প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। ডিপিপি প্রথম সংশোধন করে প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত এবং প্রকল্প ব্যয় ৯,১৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সাড়ে তিন বছর প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৫,১৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল। প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছিল।

২) পি এস সি সভার সুপারিশ মোতাবেক ঝিনাইদহ ও নেত্রকোনা জেলা এবং পিইসি সভার সুপারিশ মোতাবেক ৪টি জেলা যথাক্রমে যশোর, খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা জেলাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় (২৩+৬) ২৯ টি। এক্ষণে আরো ৫টি জেলা এবং ১৬টি উপজেলা প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলার সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪টি এবং ১৮৫টি হয়েছে।

৩) জালের বাজার দর বৃদ্ধির কারণে প্রতিটি জালের মূল্য ২৫,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৩৫.২৫ লক্ষ টাকা। এ প্রেক্ষিতে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছিল।

৪) ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ১৬টি নতুন উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নতুন অন্তর্ভুক্ত উপজেলাসমূহের প্রশিক্ষনার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মোট ৪৮.৩৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

৫) ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভায় ১৪,৩৭৫ টি পরিবারকে ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ বাবদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে একক বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ক্রয় বাবদ ৮,০০০ টাকা হিসেবে ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের সংস্থান আরডিপিপিতে রাখা হয়েছে।

৬) ইতোমধ্যে, প্রতিটি ১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ২৪০টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩০টি প্রতিটির একক স্থাপন ব্যয় ১.৭৫ লক্ষ টাকা হিসেবে ২২৬.২৭ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সর্বমোট ৩৭০টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন বাবদ ৫৮৬.২৭ লক্ষ টাকা প্রয়োজন যা আরডিপিপিতে সংস্থান রাখা হয়েছে।

৭) পিইসি সভায় নতুন অন্তর্ভুক্ত ১৬ টি জেলায় জলাশয় খনন /পুনঃখননের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এমতাবস্থায়, ৪,২২৪.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন/ পুনঃখননের সংস্থান আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার ছিল।

প্রকল্পের আরডিপিপি তৃতীয় সংশোধনের তথ্য

প্রকল্পটি তৃতীয়বার সংশোধন করা হয়নি বিদায় সম্পর্কিত কোন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা সম্ভব হলো না।

পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ৩৪টি জেলার ১৮৫টি উপজেলায় দরিদ্র মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জলাশয় খনন/ পুনঃখননে শ্রমিক মজুরি বেড়ে যাওয়ায় এলজিইডি এর রেট সিডিউল ২০০৯ মোতাবেক প্রতি ঘনমিটার মাটি পুনঃখনন দরহার ৬০.৭৭ হতে ৯১.১১ টাকায় বৃদ্ধি করে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ধিত শ্রমিক মজুরী পুনঃনির্ধারণ যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ এর বাজার মূল্য বেড়ে যাওয়ায় একক খানা বরাদ্দ ৬,০০০ হতে ৮০০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের ১ম ও ২য় সংশোধনীতে আলোচিত আইটেমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদিত হওয়ায় প্রকল্পের আরডিপিপি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১.৪ প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ও অর্থায়নের অবস্থা

❖ **প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়**

		শুরু	সমাপ্তি
ক)	মূল	১৩ এপ্রিল ২০১০	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩
খ)	১ম সংশোধিত	১৩ এপ্রিল ২০১০	৩০ জুন ২০১৪
গ)	২য় সংশোধিত	১৩ এপ্রিল ২০১০	৩০ জুন ২০১৬

❖ **প্রকল্প বাজেট**

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প পর্যায়	প্রকল্প এলাকা		বাজেট বরাদ্দ
	জেলা	উপজেলা	
মুল	২৩	১৩৫	৮৩১৯.৪০
১ম সংশোধিত	২৯	১৬৯	৯১৪৯.৫৬
২য় সংশোধিত	৩৪	১৮৫	৮৩৮০.০০

❖ **অর্থায়নের অবস্থা**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অর্থ ছাড়	ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব %		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১০-২০১১	১১০০.০০	১১০০.০০	-	১১.৯০ %	১১০০.০০	১০৮২.২৫	১০৮২.২৫	-	১১.৯০ %
২০১১ -২০১২	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	৩৬.০০ %	৩০০০.০০	২৯৬২.৯৪	২৯৬২.৯৪	-	৩৬.০০ %
২০১২ -২০১৩	১০৯০.০০	১০৯০.০০	-	১৩.৯০ %	১০৯০.০০	১০৮৫.৬৪	১০৮৫.৬৪	-	১৩.৯০ %
২০১৩ -২০১৪	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১১.৩৫ %	১০০০.০০	৯৯৯.৪৬	৯৯৯.৪৬	-	১১.৩৫ %
২০১৪ -২০১৫	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২৩.৮৭ %	২০০০.০০	১৯৯৯.৬৪	১৯৯৯.৬৪	-	২৩.৮৬ %
২০১৫ -২০১৬	২৪২.০০	২৪২.০০	-	২.৮৯ %	২৪২.০০	২৪১.২৮	২৪১.২৮	-	২.৮৮ %
মোট	৮৪৩২.০০	৮৪৩২.০০	-	৯৯.৯১ %	৮৪৩২.০০	৮৩৭১.২১	৮৩৭১.২১	-	৯৯.৮৯ %

প্রকল্পের অর্থ ছাড় এবং ও বাস্তব অগ্রগতি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ব্যয় অগ্রগতি ৯৯.৮৯% অর্জিত হয়েছে।

১.৫ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

		(লক্ষ টাকায়)
ক্র. নং	বিবরণ	আরডিপিপিতে অর্থসংস্থান
১)	পুকুর ও বরোপিট সমূহের খনন ও পুনঃখনন;	৪,২২৪.৪৬
২)	মাছ ধরা জাল বিনিময়;	১,৩০০.০০
৩)	বিকল্প আয় বর্ধক কার্যক্রমে (এআইজিএ)সহায়তা প্রদান;	৯৭০.০০
৪)	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন;	৫৮৬.২৭
৫)	মাছের পোনা মজুদ করণ;	৪৪৫.৮৯
৬)	বিকল্প আয় বর্ধক কার্যক্রমে (এআইজিএ) প্রশিক্ষণ;	২৩০.৯০
৭)	স্পিলওয়ে স্থাপন ও নির্মান;	৯৫.০০
৮)	ক্ষুদ্র মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণ;	৪৮.৩৯
৯)	অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর;	৪০.০০
১০)	সচেতনতা সেমিনার / কর্মশালা ও	২৪.০০
১১)	মৎস্য আইন প্রয়োগের জন্য সহায়তা প্রদান।	১২.৪৭
	মোট	৭,৯৭৭.৩৮

১.৬ প্রকল্প মূল্যায়নের যৌক্তিকতা

এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রকল্পের বিভিন্ন খাতসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা উৎঘাটিত হবে। এছাড়াও প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে উপস্থাপিত হবে। প্রকল্পের প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা জরিপ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও সরেজমিনে মাঠ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন করা হবে। প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিভিন্ন উৎস যেমন, ডিপিপি/ আরডিপিপি, প্রকল্পের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ করা হবে। যা প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন, ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা এবং পণ্য কার্য ও সেবা সংগ্রহে পিপিআর ২০০৮ অনুসৃত হয়েছে কিনা; জনবল সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা; প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন উদ্ভুত সমস্যা, প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা ও SWOT বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন, দুঃস্থ, গরীব, বেকার যুবক-যুবতীদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান ও জীবনমানের কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব হবে । প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতা ও সফলতা জানার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ সহায়ক হবে। প্রকল্পভূক্ত এলাকার পুকুর, জলাশয় খনন/পুনঃখনন, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, জাল বিনিময়, মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা মজুদ, স্পিলওয়ে নির্মাণ, বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা এবং প্রকল্পের আওতাধীন জনসাধারণের উপর প্রভাব জানা সম্ভব হবে যা ভবিষ্যত পরিকল্পনায় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে ।

১.৭ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তথ্য

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	যোগদান	বদলি/ অবসর গ্রহণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	_	না	১৩/০৪/২০১০	১০/০৪/২০১২	বদলি জনিত
জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	না	১১/০৪/২০১২	৩০/০৬/২০১৬	-

১.৮ সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

১) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ছিলেন চাকুরী বদলীজনিত কারণে তাদের নিকট হতে তথ্য-উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি;

২) অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট হতে স্মৃতিনির্ভর পদ্ধতিতে (Recall Method) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে;

৩) প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/ বেজলাইন না থাকায় জৈবিক ও সামাজিক অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হয়নি; ও

৪) বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অত্র প্রকল্প ছাড়াও একই সময়ে দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ জাতীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার একাধিক প্রকল্প ও কার্যক্রম চালু থাকায় অত্র প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে অন্য প্রকল্পের সৃষ্ট প্রভাব পরিহার করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি (Methodology)

২.১ পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR);

১।	প্রকল্প সর্ম্পকিত তথ্য পর্যালোচনা ও উপস্থাপন (পটভূমি, উদ্দেশ্য, প্রকল্প অনুমোদন/ সংশোধন অবস্থা, অর্থায়ন ও অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় ইত্যাদি);
২।	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং সংগৃহীত তথ্যচিত্র / টেবিল আকারে উপস্থাপন;
৩।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায় / মান নিরুপণ;
৪।	প্রকল্পের অধীনে পণ্য / কার্য/ সেবা ক্রয়ের ক্ষেএে (দরপত্র আহবান, দরপত্র মুল্যায়ন, অনুমোদিত পদ্ধতি, কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি) পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং এ ধরনের ক্রয়ের ক্ষেএে কিছু পুর্বনির্ধারিত নির্ণায়ক এর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা;
৫।	প্রকল্পের অধীন পণ্য / কার্য / সেবা ক্রয়ের অবস্থা এবং ক্রয়কৃত মালামাল প্রয়োজনীয় / উপযুক্ত জনবল দ্বারা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষন হয়েছে কি না তা পরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা;
৬।	প্রকল্পের অধীনে পণ্য / কার্য/ সেবা ক্রয়ের ক্ষেএে দরপত্র ডকুমেন্ট পরীক্ষাকালে দরপত্রে বর্ণিত স্পেশিফিকেশন / বি ও কিউ / টিওআর, গুণগতমান এবং সংখ্যাপরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা হবে এবং বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনার বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সামঞ্জস্যপুর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা হবে;
৭।	প্রকল্প বা প্রকল্পের কোন অংগ বাস্তবায়নে, অর্থায়ন, ক্রয়কৃত পণ্য, ব্যবস্থাপনাজনিত অদক্ষতার কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি বাস্তবায়নকাল বিলম্ব হয়ে থাকলে তা সনাক্তকরণ / বিশ্লেষণ করে কারণ ও বিলম্বের জন্য দায় নির্ধারণ;
৮।	প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদে এলাকার (প্রকল্প অবস্থান ও সমগ্র দেশ) আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রভাব মূল্যায়ন করা;
৯।	দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য জলাশয় খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন;
১০।	প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ও জীবিকা নিরাপত্তার জন্য জলাশয় বরাদ্দ ও এর উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন;
১১।	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার গরীব মানুষের দক্ষতা এবং জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো এবং মৎস্য সম্পদ ও অন্যান্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন;
১২।	ক্রমবর্ধমান মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র পিড়িত অঞ্চলের মানুষের অপুষ্টি সমস্যা কমানো কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন;
১৩।	প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে প্রকল্পের লগফ্রেমের বিস্তারিত বিশ্লেষন;
১৪।	প্রকল্পের সুফলভোগী বা স্টেকহোল্ডারগণের উপর জরীপ ও বিশ্লেষণ করে মতামত অন্তর্ভুক্তকরণ;
১৫।	প্রকল্পের ডিজাইন ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবলতা ওদুর্বলতা সনাক্ত করা;
১৬।	প্রভাব নিরুপণ সর্ম্পকিত সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন; ও
১৭।	চুক্তি সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি

২.২.১ মুল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য ধারনাগত মডেল

প্রভাব মুল্যায়ন কার্যক্রম সফল ভাবে সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্ণিত ধারনা গত মডেল **(Conceptual Model)** অনুসরন করা হয়েছেঃ

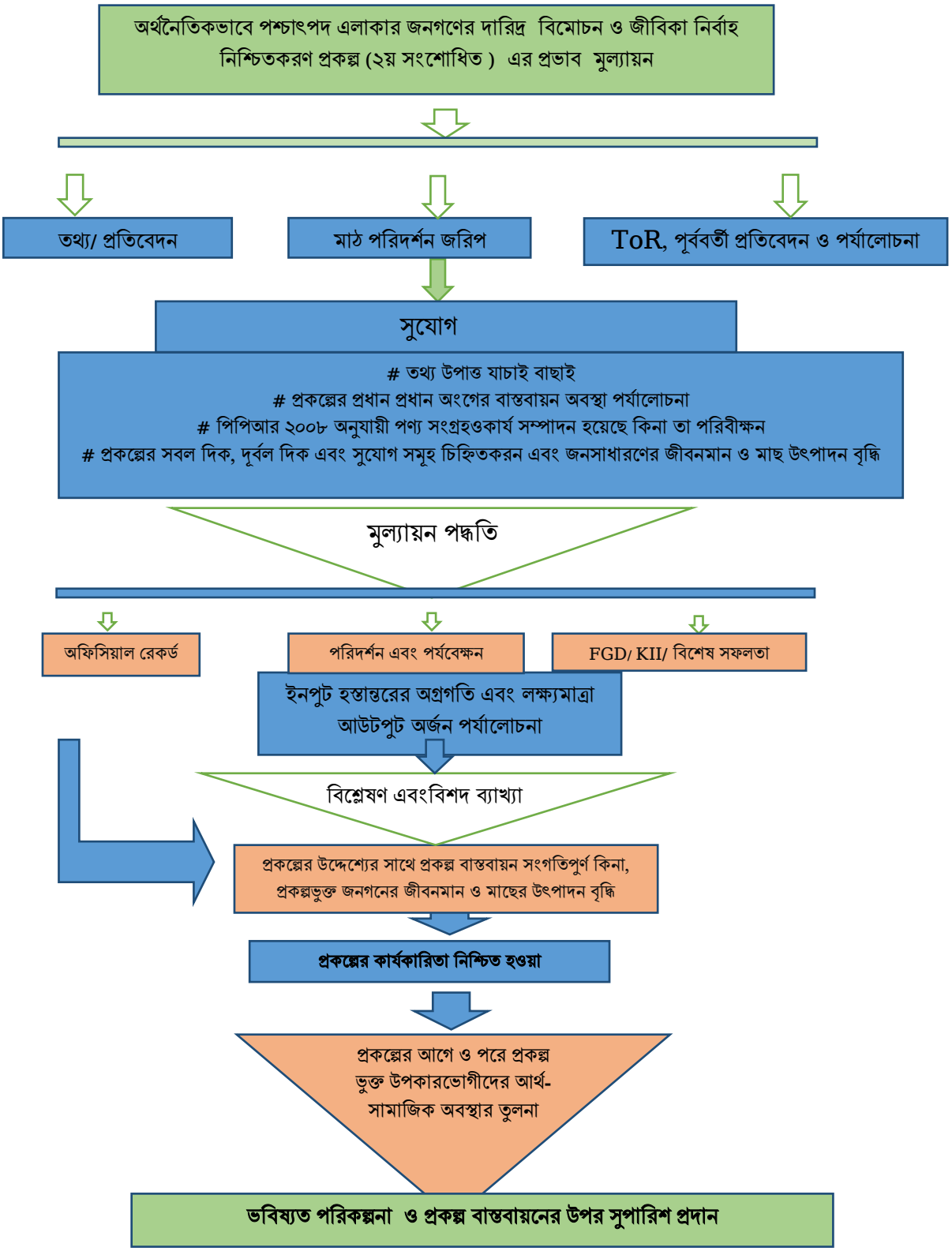

২.২.২ সমীক্ষা পদ্ধতি

যে কোন সমীক্ষায় গবেষণা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কৌশলের উপর গবেষণার প্রকৃত ফলাফল নির্ভর করে। আলোচ্য প্রকল্প মূল্যায়ন কাজে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি দুই ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্নমালা জরিপ, দলীয় আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাক্ষাতকার, সরাসরি মাঠ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন যেমন অগ্রগতি প্রতিবেদন, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে। এই মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/ বেইজলাইন জরিপ না থাকায় অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর নিকট হতে প্রকল্প শুরুর পূর্বের তথ্য-উপাত্ত স্মৃতিনির্ভর পদ্ধতিতে (Recall Method) সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) পরিমানগত পদ্ধতি

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৫টি বিভাগের ৩৪টি জেলার ১৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। পরামর্শক ফার্ম তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা হিসেবে নির্ধারিত ৫টি বিভাগ থেকে মোট ৯টি জেলা এবং ৪৮টি উপজেলা হতে Multi-stage নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী, সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিগণের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বহির্ভূত সাধারণ মৎস্যজীবী ও জনসাধারণের নিকট হতে তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

খ) সুফলভোগী নমুনায়ন পদ্ধতি ও সুফলভোগী নমুনার আকার নির্ধারণ

প্রকল্প এলাকায় ৩৩,৭৫০ জন উপকারভোগী রয়েছেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে নমুনা গ্রহনের আগে Standard Deviation of Population জানা প্রয়োজন যাতে নমুনার আকার সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায়। এটা জানা না থাকলে, ধরা হয় p=q=0.50 যাতে সর্বোচ্চ Standard error এবং Maximum size of sample নিশ্চিত করা যায়। সংখ্যাগত নমুনা নির্ধারণের জন্য ৫% ভুল (Error) ও ৯৫% আস্থার পর্যায়ের (Confidence level) উপর ভিত্তি করে নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যান ফর্মুলা ব্যবহৃত হয়েছেঃ

$$n = \frac{Z^2 P(1-P)N}{\{(N-1)ME^2\} + \chi^2 P(1-p)} \times d$$

n = sample size
N=Population size (here-33750 Beneficiaries & other trainee)
P = Population proportion (here 0.5)
Z = Chi – square for specified confidence interval at 1 degrees of freedom = 1.96
Q = 1 - P
ME = Desired margin of error (here 5.0%)
d = Design effect here (d = 2)

Now therefore, using this formula the sample size *(n)*for beneficiary respondents has been calculated as follows:

$$n = \frac{\{(1.96^2) \times (0.5 \times 0.5) \times 33,750\}}{\{(33,750 - 1) \times (.05)^2\} + \{(1.96^2) \times (0.5 \times 0.5)\}} \times 2$$

$$= 767 \approx 768$$

(Ref. Krejcie & Morgan 1970 "Determining Sample Size for Research Activities)

প্রকল্পে উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৩,৭৫০ জন। প্রকল্পভুক্ত ১৮৫টি উপজেলা হতে ৪৮টি উপজেলাকে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে । নির্বাচিত প্রত্যেক উপজেলা হতে নিম্নবর্নিত ফর্মুলার মাধ্যমে আনুপাতিক হারে মৎস্যজীবির সংখ্যা নির্নয় করা হয়েছেঃ

নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা (প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগী) = $\frac{\text{উপজেলায় উপকারভোগীর সংখ্যা}}{\text{৩৩,৭৫০}}$ X ৭৬৮

এভাবে ৪৮টি উপজেলা হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক উপকারভোগী (পুরুষ ও মহিলা প্রণোদনা প্রাপ্ত) নির্বাচিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উপজেলার মূল উপকারভোগীদের (প্রণোদনা প্রাপ্ত) তালিকা হতে ৭৬৮ জন উপকারভোগী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নির্বাচিত উপকারভোগীর নিকট হতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। উপজেলার প্রণোদনা বঞ্চিত উপকারভোগীদের নমুনা নির্ধারণের জন্য প্রথমে উপজেলা মৎস্য অফিস হতে পরোক্ষ উপকারভোগীদের তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত তালিকা হতে প্রত্যেক উপজেলায় প্রণোদনাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের ৩০% প্রণোদনা বঞ্চিত উপকারভোগী অর্থ্যাৎ ২৩২ জন জেলে, ভূমিহীন, শ্রমিক নির্বাচন করা হয়েছে। এভাবে প্রণোদনা প্রাপ্ত উপকারভোগী ৭৬৮ জন এবং প্রণোদনা বঞ্চিত পরোক্ষ উপকারভোগী ২৩২ জন সর্বমোট ১০০০ জন উপকারভোগী নির্বাচিত করা হয়েছে এবং প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে।

চিত্র-১ : উপকারভোগীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ

প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন

বিভাগের নাম	প্রকল্পের আওতাধীন জেলাসমূহ	নমুনার আওতায় জেলা	নমুনার আওতায় উপজেলা	মোট উপজেলা	সুফলভোগী সংখ্যা	প্রণোদনা বঞ্চিত পরোক্ষ সুফলভোগীর সংখ্যা
রাজশাহী	চাপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ (৭)	পাবনা	বেড়া, সুজানগর, সাঁথিয়া, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর, পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, চাটমোহর	৮	১২৮	৩৮
		সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর, বেলকুচি, কামারখন্দ, উল্লাপাড়া , রায়গঞ্জ, তাড়াশ, কাজীপুর	৭	১১২	৩৪
রংপুর	দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, রংপুর, (৮)	রংপুর	রংপুর সদর, কাউনিয়া, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগাছা	৭	১১২	৩৪
		কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, রাজারহাট	৫	৮০	২৫
ঢাকা	ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ,মাদারীপুর,মানিকগঞ্জ,রাজবাড়ী, শরিয়তপুর,শেরপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা (১১)	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর, গোয়ালন্দ, পাংশা, বালিয়াকান্দি,	৪	৬৪	১৮
		মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া, সিংগাইর, ঘিওর, দৌলতপুর, শিবালয়, মানিকগঞ্জ সদর, হরিরামপুর	৭	১১২	৩৪
খুলনা	কুষ্টিয়া, মাগুরা, ঝিনাইদহ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা। (৬)	কুষ্টিয়া,	ভোড়ামারা, মিরপুর, কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, দৌলতপুর	৫	৮০	২৪
		মাগুরা	মাগুরা সদর, শ্রীপুর, শালিখা, মুহম্মদপুর	৪	৬৪	২০
সিলেট	সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ (২)	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	১	১৬	৫
মোট ৫	৩৪	৯	৪৮	৪৮	৭৬৮	২৩২

সুফলভোগীগণের নিকট হতে প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী প্রশ্নমালা **(পরিশিষ্ট-১)** ও প্রণোদনা বঞ্চিত সুফলভোগীগণের নিকট হতে প্রশ্নমালা **(পরিশিষ্ট-২)** এর মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

২.২.৩ গুণগত পদ্ধতি

ক) প্রকল্পের 'লগ ফ্রেম' (Log Frame) ও ডকুমেন্ট পর্যালোচনা

প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উৎপাদন, প্রভাব ও প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত মূল নির্দেশক (Key Indicators) সমূহ জানার জন্য প্রকল্পের 'লগ ফ্রেম' (Log Frame) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ডকুমেন্ট যেমন মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, পিসিআর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে কাংখিত প্রভাব জানা সম্ভবপর হয়েছে। যা প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করেছে। প্রকল্পে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে প্রাপ্ত ফলাফল তুলনার জন্য প্রকল্প পূর্ব অর্থ্যাৎ ২০০৯ সন ও পরের অবস্থা অর্থ্যাৎ ২০১৯ সন বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকানির্বাহ নিশ্চিতকরন সম্পর্কে কি কি পরিবর্তন অর্জিত হয়েছে তা জানা গেছে। মৎস্য আইন বাস্তবায়নে প্রকল্প হতে সহায়তা প্রদান এবং জাল বিনিময় কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত সহ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ) মূখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)

- **প্রকল্প কর্মকর্তা / বাস্তবায়নে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার**

চিত্র ২ : প্রকল্প পরিচালক ও প্রকৌশলীর এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

সার্বিক ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং প্রকল্প প্রকৌশলীবৃন্দ সরাসরি জড়িত ছিলেন। প্রভাব মূল্যায়নের নিমিত্তে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলি Semi-Structured প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৫টি বিভাগে ৯টি জেলা এবং ৪৮টি উপজেলায় জলাশয় খনন / পুনঃখনন কাজে নিয়োজিত উপকারভোগীদের বিকল্প কর্মসংস্থান, উপকরন বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য অভয়াশ্রম ও স্পিলওয়ে স্থাপন, জলাশয়ে পোনা মজুদ, জাল বিনিময়, সমাজ ভিত্তিক সংগঠন তৈরি, মৎস্য আহরণ, সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনমান বিবেচনা করে নমুনা হিসেবে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের নিকট হতে তথ্যাবলী সংগ্রহীত হয়েছে:-

কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা	কর্মকর্তাগণের পদবী	প্রকল্পভুক্ত মোট (জন)	নমুনা (জন)	মন্তব্য	প্রশ্নমালাঃ
ক) প্রকল্প পর্যায়ে	প্রকল্প পরিচালক	২	১	মৎস্য অধিদপ্তর	পরিশিষ্ট-৩
খ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	৩৪	৫	মাঠ পর্যায়ে	পরিশিষ্ট-৪
	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	১৮৫	৯	স্থানীয় প্রশাসন	পরিশিষ্ট-৭
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	১৮৫	১৮	মাঠ পর্যায়ে	পরিশিষ্ট-৫
	সহকারী প্রকৌশলী	১	১	মৎস্য অধিদপ্তর	পরিশিষ্ট-৬
			মোট ৩৪ জন		

তাছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে প্রভাব মূল্যায়নের বিষয়ে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (ইউপি চেয়ারম্যান / সদস্য) সাক্ষাৎকার (KII)**

এলাকার উপকারভোগীদের জীবন জীবিকা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের (ইউপি চেয়ারম্যান / সদস্য) ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের মধ্যে প্রণোদনা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগন গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিগণের নিকট হতে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মোট ৫ জনের নিকট হতে প্রশ্নমালার (পরিশিষ্ট-৮) মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং পর্যালোচনা পূর্বক মতামত সহ চুড়ান্ত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ৩ : স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

গ) ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)

- Semi structured প্রশ্নমালা দ্বারা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কিছু তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়না। FGD পদ্ধতি এ ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের সুফলভোগীগণের সাথে এধরনের ১০ (দশ)টি FGD করা হয়েছে। প্রতিটি FGDতে ১০-১২ জন উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন।
- FGD অনুষ্ঠানের আগে অংশগ্রহনকারীগণকে FGD অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। অংশগ্রহনকারীদের সাথে আলোচনা করে নিম্নবর্ণিত ৫টি এলাকায় FGD-র আয়োজন করা হয়েছে। পরামর্শক / তথ্য সংগ্রহকারী FGD অনুষ্ঠানে সহায়তাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মতবিনিময় ও মুক্তভাবে মত প্রকাশের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারী মুক্তভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।
- **"অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ (২য় সংশোধিত)"**প্রকল্পের এর প্রভাব মুল্যায়ণ বিষয়ে FGD তে আলোচনা করা হয়েছে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে ৩টি চেকলিস্ট **(পরিশিষ্ট)** অনুসরন করা হয়েছে। অংশগ্রহনকারীগণের মতামত যথাযথভাবে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করে পর্যালোচনাপুর্বক তাদের মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

FGD অনুষ্ঠানের স্থান

ক্রমিক নং	উপজেলা ও জেলার নাম	এফজিডির সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী
১)	সুজানগর (পাবনা), শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) , কাউনিয়া (রংপুর) ও ঘিওর (মানিকগঞ্জ)	৪ টি	সিবিও সদস্য (মৎস্যজীবী) মৎস্য চাষী, বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ গ্রহীতা, জাল বিনিময়, পোনা মজুদ ইত্যাদি
২)	পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, মাগুরা ও মানিকগঞ্জ	৫ টি	ঐ
৩)	গঙ্গাচড়া (রংপুর)	১ টি	ঐ এবং স্পিলওয়ে সুফলভোগী
	মোট	১০ টি	

এ ধরণের FGD আয়োজনের জন্য স্থানীয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

চিত্র ৪ : প্রকল্পের সুফলভোগীগণের সাথে FGD

ঘ) পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী পণ্য ও কার্যক্রয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের অধীনে মালামাল সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজে পিপিআর ২০০৮ যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মালামাল সংগ্রহ/ ক্রয় কাজের ২ টি এবং নির্মাণ কাজের ৩টি (২টি মৎস্য অভয়াশ্রম ও ১টি স্পিলওয়ে নির্মান) দরপত্র দলিল (Tender Document) পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক দরপত্রের বর্ণনা (Specification) অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ এবং নির্মাণ কাজ সম্পাদন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে মালামাল সংগ্রহ কাজের জন্য প্রস্তুতকৃত দরপত্র, মালামাল সংগ্রহের কাজ ও অবকাঠামো নির্মাণ, দরপত্রের শর্তাবলী, বিজ্ঞপ্তি প্রচার, দরপত্র মূল্যায়ন, সংগৃহীত মালামাল,অবকাঠামো নির্মাণ কাজের মান ও ব্যবহার, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ মতামতসহ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। দরপত্রের মূল্যায়ন CPTU এর প্রদত্ত চেকলিস্ট **(পরিশিষ্ট-১৩)** অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে।

ঙ) সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরামর্শকবৃন্দ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

- **জলাশয় খনন /পুনঃ খনন কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ**

চিত্র ৫ : জলাশয় খনন /পুনঃ খনন কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

এই প্রকল্পের আওতায় খনন/পুনঃখননকৃত জলাশয়সমূহ ভূমিহীন চুক্তিবদ্ধ সমিতি (Landless Contracting Society -LCS) এর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২১১টি জলাশয়ের ৫০ লাখ ঘনমিটার মাটি খনন/পুনঃখনন করা হয়েছে। প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে প্রস্তুতকৃত স্কীম সমূহের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শ্রমিক মজুরি প্রদান LGED নীতিমালা মোতাবেক সম্পাদিত হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে মতামতসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- **মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা**

মৎস্য অভয়াশ্রম একটি জৈবিক স্থাপনা। এর নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে এর সুফল সুদূর প্রসারী হতে পারে। মৎস্য অভয়াশ্রমভুক্ত জলাশয়ের পরিমাণ, মৎস্য অভয়াশ্রম নির্মাণ সম্পর্কিত দরপত্র দলিল প্রকল্প হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম সরেজমিনে পরিদর্শন এবং মৎস্য অভয়াশ্রমে স্থাপিত বাঁশ /গাছের ডালপালা, আরসিসি ব্লক ইত্যাদি পরিদর্শন এবং মাপবহি চেক করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ৩৭০টির মধ্যে ৪টি অভয়াশ্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যাবলী পর্যালোচনা পূর্বক মতামতসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ৬ : দিয়ার বিল মৎস্য অভয়াশ্রম

- **স্পিলওয়ে নির্মাণ**

গ্রীষ্মকালে বিলের পানি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং প্রজনন উপযোগী মাছও অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিলের সহিত সংযুক্ত খাল সমূহে স্পিলওয়ে নির্মাণ করে বিলে গ্রীষ্মকালে পানি আটকে রাখা এবং বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি বের করার সুবিধা প্রদানের জন্য স্পিলওয়ে প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা হয়েছে। স্পিলওয়ে নির্মাণের ডিজাইন, নির্মাণ কাজ, মাপ বহি, স্ট্রাকচার এর বর্তমান অবস্থা, স্থানীয় ব্যবস্থাপনা, সাইট বহি (যদি থাকে) ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্পিলওয়ে নির্মাণের ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীগণ উপকৃত হয়েছেন কিনা তা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জানা গেছে। প্রকল্পভুক্ত ৫টি স্পিলওয়ের মধ্যে ১টি স্পিলওয়ের তথ্য চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মতামত সহ তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

চ) সফলগাথা উপস্থাপন

প্রকল্পের সহায়তায় উপকারভোগীদের মধ্যে লাভবান হয়েছেন এবং নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন এমন ৫জন উপকারভোগীর তথ্যাবলী সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহপুর্বক সফলগাথা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুফলভোগীদের তালিকা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহ করে পরিদর্শন পূর্বক তাদের সফলতা তুলে ধরা হয়েছে।

ছ) স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

প্রকল্পভুক্ত জেলায় স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মশালায় ঐ এলাকার মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, নিবন্ধিত উপকারভোগী, গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধিকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। প্রকল্প সম্পর্কে কর্মশালায় চেকলিস্ট **(পরিশিষ্ট-১২)** অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে। কর্মশালায় এ প্রকল্পের বরোপিট খনন/ পুনঃখনন, মৎস্য অভয়াশ্রম, মাছ সংরক্ষণ, উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি, অপুষ্টি হ্রাস, কার্যক্রমের গুণগতমান, প্রকল্পের সবল ও দূর্বল বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় কর্মশালা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (সামাজিক ও শিক্ষা) এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে নীলফামারী জেলায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় IMED এর প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অংশগ্রহনকারীগণের মতামত যথাযথভাবে রেকর্ড ও সংরক্ষন করে পর্যালোচনাপূর্বক তাদের মতামত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জ) জাতীয় কর্মশালা

জাতীয় কর্মশালা বিগত ১৭/০৪/২০১৯ ইং তারিখে আইএমইডির সম্মেলনকক্ষে আইএমইডির মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের উপর অংশগ্রহণকারীগণের মতামত পর্যালোচনা পূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.২.৪ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের সংখ্যাগত ও গুণগত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শুধু সংখ্যাগত তথ্য দ্বারা প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবে না। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গুণগত তথ্য সংগ্রহকরা জরুরী। তাই এ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংখ্যাগত এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ	গুণগত তথ্য সংগ্রহ
ডিপিপি, পিসিআর, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন পর্যালোচনা	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা
প্রকল্প সুফলভোগী ৭৬৮ জন	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদন
পরোক্ষ সুফলভোগী ২৩২ জন	প্রকল্প পরিচালক ১ জন
	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ৫ জন
	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৯ জন
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ১৯ জন
	সহকারী প্রকৌশলী ১ জন
	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য ৫ জন
	সফলগাঁথা- ৫ জন
	স্থানীয় কর্মশালা- ১টি (অংশ গ্রহনকারী-২৫ জন)
	জাতীয় কর্মশালা – ১টি (অংশ গ্রহনকারী-৫০ জন)

তথ্য প্রদানকারীকে সাক্ষাতের তারিখ ও সময় সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহনের পূর্বে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারীকে জানানো হয়েছে যাতে তথ্য প্রবাহ সহজতর হয়।

২.২.৫ তথ্য সংগ্রহকারীগণের প্রশিক্ষণ

চিত্র ৭ (ক): মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে পরামর্শক ফার্মের প্রতিনিধিদের আলোচনা সভা

অত্র সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ কাজে মোট ১৬ জন তথ্য সংগ্রহকারীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের মধ্যে ০৮ জন পুরুষ ও ০৮ জন মহিলা **(পরিশিষ্ট-১৪)**। তথ্য সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত করার পূর্বে তথ্য সংগ্রহকারীদের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল এবং মাঠ পর্যায় কাজের ধরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাতে সংগৃহীত তথ্যের সংখ্যাগত ও গুণগতমান বজায় থাকে। পরামর্শক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রশিক্ষণে "অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা-উত্তর সংগ্রহ ও রেকর্ডের কৌশল সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণে প্রশ্নমালার প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যখ্যা প্রদানকরতঃ সাক্ষাৎকার এর উদ্দেশ্য তথা প্রভাব মুল্যায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে যাতে তারা সাবলীল ভাবে মাঠপর্যায়ে কাজ সম্পাদন করতে পারে। মাঠপর্যায়ে প্রশ্নমালা টেষ্টিং এর জন্য প্রকৃত সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রশ্নমালার ত্রুটি-বিচ্যুতি, সংযোজন বা বিয়োজন পুর্বক তা সংশোধন করা হয়েছে। এভাবে সংশোধিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে সুফলভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চিত্র ৭ (খ) : তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ

২.২.৬ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। নমুনায়িত সব এলাকার তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিদর্শন করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। তাই ফার্মের পরামর্শকদের পক্ষে সীমিত সময়ে যত বেশী সংখ্যক এলাকায় তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিদর্শন করা সম্ভব তা করেছেন। পরামর্শকগণ প্রকল্প পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সুফলভোগীদের সাথে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ে মত বিনিময় ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

২.২.৭ এডিটিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত গুলোকে প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে Tabulation Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছেঃ

ক) প্রশ্নাবলী সম্পাদনা ও কোডিং: কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রতিটি প্রশ্নপত্রকে সম্পাদনা ও কোডিং করা হয়েছে।

খ) তথ্য প্রক্রিয়াকণ ও বিশ্লেষণঃ সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারে ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে।

নিম্নে বর্ণিত Flow chart মোতাবেক তথ্য বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পাদনা করা হয়েছেঃ

২.২.৮ পরামর্শকগণের দায়িত্ব সমূহ

নং	নাম	পদবী	দায়িত্ব
১	ড. মোঃ শাহাজত আলী	টিম লিডার	• প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ আরডিপিপি অনুযায়ী অর্জিত হয়েছে কি না এবং উদ্দেশ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা; • উল্লেখিত লক্ষ্যে সংগৃহীত ডাটার মান নির্ণয় ও বিশ্লেষন করা; • প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার কারণ অনুসন্ধান ও সমস্যা উত্তরনের উপায় সমূহ সুপারিশ করা; • এছাড়াও প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা; • ক্রয় সংক্রান্ত আর্থিক দিক বিশ্লেষণ ও যাচাই ও • খসড়া ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।
২	ড. মোঃ মুজাফফর আহমেদ	আর্থ সামাজিক উপদেষ্টা	• প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক দিক পর্যালোচনা; • প্রশ্নমালার জন্য আর্থ সামাজিক সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রস্তুত; • মাঠপর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা; • আর্থ সামাজিক দিক সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ; • প্রতিবেদনের আর্থ সামাজিক অংশ প্রস্তুতকরণ ও • টিম লিডারকে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়নে সহযোগিতা প্রদান।
৩	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রহিম	মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	• পণ্য/সেবা ক্রয়, খাল খনন ও স্পিলওয়ে নির্মাণ পর্যালোচনা; • প্রশ্নমালার জন্য আর্থ সামাজিক সম্পর্কিত প্রশ্ন প্রস্তুত করা; • মাঠপর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা; • আর্থ সামাজিক দিক সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ; • ক্রয় সংক্রান্ত আর্থিক দিক বিশ্লেষণ ও যাচাই ও • টিম লিডারকে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান।
৪	রাহুল কান্তি বড়ুয়া	পরিসংখ্যানবিদ	• প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা পরীক্ষা এবং মাঠ পর্যবেক্ষণ; • সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সূত্র প্রস্তুতকরণ; • তথ্যগত ত্রুটি পরীক্ষা ও সংশোধন; • ডাটা বিশ্লেষণ এবং পরিসংখ্যান রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ ও • টিম লিডারকে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়নে সহযোগিতা প্রদান।

চিত্র ৮(ক): পরামর্শকগনের টিম ওয়ার্ক

চিত্র ৮ (খ): পরামর্শকবৃন্দ কর্তৃক মৎস্য অভয়াশ্রম এলাকা পরিদর্শন

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের সার্বিক এবং অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক এবং অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন পর্যালোচনা

৩.১.১ সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়

সারণী ১ : সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়

									(লক্ষ টাকায়)
অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড়	ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য	বাস্তব %		মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য	বাস্তব %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১০-২০১১	১১০০.০০	১১০০.০০	-	১১.৯০ %	১১০০.০০	১০৮২.২৫	১০৮২.২৫	-	১১.৯০ %
২০১১ -২০১২	৩০০০.০০	৩০০০.০০	-	৩৬.০০ %	৩০০০.০০	২৯৬২.৯৪	২৯৬২.৯৪	-	৩৬.০০ %
২০১২ -২০১৩	১০৯০.০০	১০৯০.০০	-	১৩.৯০ %	১০৯০.০০	১০৮৫.৬৪	১০৮৫.৬৪	-	১৩.৯০ %
২০১৩ -২০১৪	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১১.৩৫ %	১০০০.০০	৯৯৯.৪৬	৯৯৯.৪৬	-	১১.৩৫ %
২০১৪ -২০১৫	২০০০.০০	২০০০.০০	-	২৩.৮৭ %	২০০০.০০	১৯৯৯.৬৪	১৯৯৯.৬৪	-	২৩.৮৬ %
২০১৫ -২০১৬	২৪২.০০	২৪২.০০	-	২.৮৯ %	২৪২.০০	২৪১.২৮	২৪১.২৮	-	২.৮৮ %
মোট	৮৪৩২.০০	৮৪৩২.০০	-	৯৯.৯১ %	৮৪৩২.০০	৮৩৭১.২১	৮৩৭১.২১	-	৯৯.৮৯ %

প্রকল্পের অর্থ ছাড় এবং বাস্তব অগ্রগতি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক ব্যয় অগ্রগতি ৯৯.৮৯% অর্জিত হয়েছে যা সন্তোষজনক। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা ছিল না।

৩.১.২ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গভিত্তিক ব্যয় সমূহ এবং অগ্রগতি

সারণী ২ : অঙ্গভিত্তিক ব্যয় সমূহ এবং অগ্রগতি

							(লক্ষ টাকায়)
	কার্যক্রম (পিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		বাস্তব অগ্রগতি		পার্থক্য (±)
			ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	ক) রাজস্ব ব্যয়						
১	অফিসারদের বেতন	জন	৩	৫১.১০	৩	৫৪.৩৮	৩.২৮
২	কর্মচারীদের বেতন	জন	৪	১৩.৮১	৪	১৩.০২	-০.৭৯
৩	ভাতাদি	জন	৭	৬৮.৪৪	৭	৬২.৭৩	-৫.৭১
৪	ভ্রমণ ভাতা	থোক	-	৫০.০০	-	৫০.০০	০.০০
৫	গাড়ী চালকের ওভার টাইম	থোক	-	১.০০	-	১.০০	০.০০
৬	ডাক টিকেট	থোক	-	০.৩৬	-	০.৩৬	০.০০
৭	টেলিফোন/ ফ্যাক্স বিল	থোক	-	৩.০০	-	৩.০০	০.০০
৮	বিদ্যুৎ বিল	থোক	-	৩.০০	-	৩.০০	০.০০
৯	জ্বালানী	থোক	-	৭৫.০০	-	৭৫.০০	০.০০
১০	মূদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	-	১২.০০	-	১২.০০	০.০০
১১	ভিডিও ফিল্ম তৈরি	সংখ্যা	৬	১২.০০	৬	১২.০০	০.০০
১২	রেডিও টিভি বিজ্ঞাপন	থোক	-	৮.০০	-	৮.০০	০.০০
১৩	ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২২২	৪৮.৩৯	২২২	৪৮.৩৭	-০.০২
১৪	এআইজিএ প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১০৬৭	২৩০.৯০	১০৬৭	২৩০.৯০	০.০০
১৫	সার্ভিস প্রোভাইডার্স প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৬	৫.৭৪	২৬	৫.৭৪	০.০০
১৬	সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	৮০	২৪.০০	৮০	২৪.০০	০.০০
১৭	কেন্দ্রীয় কর্মশালা	সংখ্যা	৩	৮.৪০	৩	৮.৪০	০.০০
১৮	শ্রমিক মজুরী	থোক	-	৩০.০০	-	৩০.০০	০.০০
১৯	পোনা মজুদ	মে .টন	২৪৭.২ ৪	৪৪৫.৮৯	২৪৭.২ ৪	৪৪৫.৮৯	০.০০
২০	মৎস্য আইন বাস্তবায়নে সহায়তা	সংখ্য	১৮৯	১২.৪৭	১৮৯	১২.৪৭	০.০০
২১	প্রকল্পের মূল্যায়ন	থোক	-	৩.০০	-	৩.০০	০.০০
২২	বিভিন্ন সভার সম্মানী ভাতা	থোক	-	৫.০০	-	৫.০০	০.০০
২৩	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৩.০০	-	৩.০০	০.০০
২৪	অফিস সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	-	৪.০০	-	৪.০০	০.০০
২৫	অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	থোক	-	৪০.০০	-	৪০.০০	০.০০
২৬	এআইজিএ সহায়তা	পরিবার	১৪৩৭৫	৯৭০.০০	১৪৩৭৫	৯৭০.০০	০.০০
২৭	অন্যান্য ব্যয়	থোক	-	৩০.২৪	-	৩০.২৪	০.০০
	উপ-মোট(রাজস্ব)			***২১৫৮.৭৪***		***২১৫৫.৪৯***	***-৩.২৫***

	খ)মুলধন ব্যয়						
২৮	জাল বিনিময়	সংখ্যা	৪১৮৭	১৩০০.০০	৪১৮৭	১২৯৯.**৯৫**	-০.০৫
২৯	কম্পিউটার ল্যাপটপ ও প্রিন্টার ক্রয়	সেট	৪	৪.০০	৪	৪.**০০**	০.০০
৩০	ফটোকপি ক্রয়	সংখ্যা	২	২.৯৯	২	২.**৯৯**	০.০০
৩১	টেলিফোন সংযোগ স্থাপন	সংখ্যা	৩	০.১৫	৩	০.**১৫**	০.০০
৩২	ফ্যাক্স	সংখ্যা	১	০.৩৯	১	**০.৩৯**	০.০০
৩৩	অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	থোক	-	৩.০০	-	৩.**০০**	০.০০
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	-	৫.০০	-	৫.**০০**	০.০০
৩৫	মৎস্য অভায়াশ্রম স্থাপন	সংখ্যা	৩৭০	৫৮৬.২৭	৩৭০	৫৮৬.**০০**	-০.২৭
৩৬	পুকুর খনন/পুনঃখনন	ঘ.মি.	৫০ লক্ষ ঘ.মি .	৪২২৪.৪৬	৫০লক্ষঘ.মি.	৪২২৪.**৪২**	-০.০৪
৩৭	স্পিলওয়ে নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৯৫.০০	৫	৮৯.**৭২**	-৫.২৮
৩৮	***উপ-মোট (মুলধন)***			৬২২১.২৬		**৬**২১৫.৭২	-৫.৫৪
৩৯	**সর্বমোটঃ (ক+খ) (রাজস্ব ও মুলধন)**			***৮৩৮০.০০***		***৮৩৭১.২১***	**-৮.৭৯**

প্রকল্পে রাজস্ব ব্যয় বাবদ ২১৫৮.৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় ২১৫৫.৪৯ লক্ষ টাকা অর্জিত হয়েছে। অপরদিকে মূলধন ব্যয় বাবদ ৬২২১.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় ৬২১৫.৭২ লক্ষ টাকা অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৮৩৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৮৩৭১.২১ লক্ষ টাকা এবংউদ্ধৃত ৮.৭৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মোট ব্যয় ও অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৩৭১.২১ লক্ষ টাকা এবং ৯৯.৮৯% অর্জিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৪.১ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য ও কার্য ক্রয় পদ্ধতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র পণ্য ও কার্যক্রয়ের সংস্থান ছিল। সেবা ক্রয়ের কোন সংস্থান ছিল না। সর্বমোট ৩ টি প্যাকেজে কার্যক্রয়ের সংস্থান ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে রাখা হয়েছে। প্যাকেজ নং WD1 এ জলাশয় খনন/ পুনঃখনন কাজ Landless Contracting Society (LCS) মোতাবেক স্থানীয় গরীব মৎস্যজীবী - শ্রমজীবীর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণে সম্পাদিত হয়েছে। প্যাকেজ নং WD2- মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এবং প্যাকেজ নং WD3 স্পিলওয়ে নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের মোট ৫টি স্পিলওয়ে নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলাধীন দাড়িকুশি খালে (পূর্ব মাথা) স্পিলওয়ে নির্মাণ কাজের বিভিন্ন তথ্য CPTU ফরম্যাট অনুসরণে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক স্পিলওয়ে নির্মাণ কাজের জন্য ডিজাইন ও পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সিডিউল প্রস্তুত পূর্বক খোলা দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করেন। স্পিলওয়ে নির্মাণের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল টাকা ২২,৬৭,২৫৪.৫০ মাত্র। স্পিলওয়ে নির্মাণের জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি যথাক্রমে দৈনিক কালের কন্ঠ ও দি নিউ নেশন পত্রিকায় ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সর্বমোট ১২টি Responsive দরপত্র পাওয়া গেছে এবং প্রত্যেকটি দরপত্র ৫%নিম্নদরে দরপত্র দাখিল করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় পিপিআর - ২০০৮ অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মেসার্স মোনালিসা ৩৭/১, ডি/১ উলন রোড, পশ্চিম রামপুরা ঢাকা কে নির্বাচিত ও কার্যাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কার্যাদেশ মোতাবেক প্রাক্কলিত মূল্য ৫% কমদরে সর্বমোট মূল্য টাকা ২১.৫৩,৮৯১.৭৭। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ মোতাবেক ১২০ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। ঠিকাদারকে যথারীতি বিল বাবদ টাকা টাকা ২১,৫৩,৭০২ পরিশোধ করা হয়েছে এবং বিল হতে যথারীতি ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, দাড়িকুশি খালে নির্মিত স্পিলওয়ে যথারীতি স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পানি নির্দিষ্ট লেভেলে ধরে রাখার ফলে জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্যজীবীগণ পূর্বের তুলনায় বেশি মাছ আহরণ করতে পারছেন। দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৩৭০ টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপিত হয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম এর সিডিউল ও কারিগরি নির্দেশ **(পরিশিষ্ট-২৪)** প্রকল্প হতে প্রস্তুত করা হয়েছে। তৎমধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ২টি মৎস্য অভয়াশ্রম; ক) শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলায় কাটাখালি ব্রিজের পশ্চিমঅংশে ও খ) কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার গুরুই অভয়াশ্রম স্থাপনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক উপরের বর্ণিত জলমহালের অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রতিটির জন্য প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ১৪৯,৯৯৬.৪১ নির্ধারণ করেছেন। যাহোক ঝিনাইগাতী উপজেলার জন্য কোটেশন আহবান করলে মোট ৩টি দরপত্র পাওয়া যায় । তন্মধ্যে শুভ এন্টারপ্রাইজ, হাজরাদিঘী, বগুড়া সদর, বগুড়া টাকা ১৪৯.৯৯৬.৩০ দর উদ্ধৃত করে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সিডিউল মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করে চূড়ান্ত বিল গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলায় মৎস্য অভয়াশ্রমের জন্য কোটেশন আহবান করলে সর্বমোট ৩টি কোটেশন পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে মের্সাস শুভ এন্টারপ্রাইজ, হাজরাদিঘী, বগুড়া সদর, বগুড়া টাকা ১৪৯.৯৯৬.৩০ দর উদ্ধৃত করে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছেন। তাকে যথারীতি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তিনি যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত করে বিল বাবদ টাকা ১৪৯,৯৯৬.৩০ গ্রহণ করেছেন। উপরের বর্ণিত ২টি

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনা নির্মাণ শেষে স্থানীয় মৎস্য অভয়াশ্রম গ্রহণকারী কমিটির নিকট হস্তান্তর করেছেন। প্রকল্পভুক্ত ১২১১ টি জলাশয় প্রকল্প এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীতিমালা অনুসরণ করে জলাশয়ে সুফলভোগী দল গঠন পূর্বক খনন/ পুনঃখনন এর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। তারপর মাটির ধরন অনুযায়ী স্কীমের ডিজাইন ও স্কীম তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তুতকৃত স্কীমসমূহ যথাবিহিত ভাবে প্রকল্প পরিচালক অনুমোদন করেছেন। মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী/ উপসহকারী প্রকৌশলীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে স্কীমের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরস্থ সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ স্কীমের কাজ পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বোপরি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নীতিমালা অনুমোদন, প্রয়োজনবোধে সংশোধন, মাঠ পর্যায়ে মনিটরিংকরণ এবং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। জলাশয়সমূহ স্থানীয় কর্মহীন শ্রমিক/ মৎস্যজীবীর মাধ্যমে নীতিমালা অনুযায়ী Landless contracting Society (LCS) পদ্ধতিতে খনন/ পুনঃখনন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। শ্রমিক মজুরি বাবদ প্রকল্পের শুরুতে প্রতি ঘনমিটার মাটি খনন/ পুনঃখনন দরহার ৬০.৭৭ টাকা এবং ডিপিপি ১ম সংশোধনের সময় ৯১.১১ বর্ধিত করা হয়েছে। মাটি খনন / পুনঃখনন দরহার নির্ধারণে এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত ২০০৯ সনের দরহার অনুসৃত হয়েছে। প্রকল্পের মূল ডিপিপি মে ২০১০ সানে প্রণীত হলেও মাটি খননের এলজিইডি এর ২০০৮ সানের দরহার অনুসরণের কোন ব্যাখ্যা নেই।

জাল বিনিময় আইটেমে জাল ক্রয়ের ২টি কোটেশন এর তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত ও পর্যালোচনা করা হল। ক্রয়যোগ্য জালের/ উপকরণের বিবরণ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্র নং	**বেড় জালের উপকরণ বিবরণঃ**		
১	জালের দৈর্ঘ্য	:	৩০০ ফুট(তৈরির পর)
২	জালের প্রস্থ	:	১৫ ফুট(তৈরির পর)
৩	মেস সাইজ	:	৩/৪” (ইঞ্চি নট টু নট) (০.৭৫ ইঞ্চি)
৪	সুতা	:	৪ নং উন্নতমানের নাইলন সুতা
৫	নাইলন রশি ও জাল সন্নিবেশন	:	জালের উপরে ও নিচের দিকে ১০ নং রশির সাথে সুবিন্যস্ত করতে হবে। উভয় দিকে ২০ ফুট অতিরিক্ত রশি সংযুক্ত করতে হবে।
৬	ফ্লোট	:	জালের উপরে ১০ নং লাইলন রশির সাথে ৩ ফুট অন্তর অন্তর প্লাস্টিক/ স্পঞ্চ ফ্লোট ব্যবহার করতে হবে।
৭	সিংকার	:	জালের নিচে রশির সাথে ৯” ইঞ্চি অন্তর অন্তর ২০ গ্রাম ওজনের (প্রতি কেজিতে ৫০ টি করে ঢালাই লোহা) তৈরি সিংক সুতা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রতিটি বেড় জালের প্রাক্কলিত মূল্য টাকা ২৫,০০০ নির্ধারণ করেছেন। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মিঠাপুকুর, রংপুর ৫টি বেড় জাল ক্রয়ের কোটেশন আহবান করলে ৫ জন দরদাতা অংশগ্রহণ গ্রহন করেন। মের্সাস লাবনী সাপ্লাইয়াস, শঠিবাড়ী বাজার, রংপুর প্রতিটি জাল টাকা ২৪,৯৮০ উদ্বৃত্ত করে মোট টাকা ১,২৪,৯০০ সর্বনিম্ন দরপত্র দাখিল করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ৫টি জাল গ্রহণ করে মুল্য বাবদ সর্বমোট টাকা ১,২৪,৯০০ পরিশোধ করেন। উক্ত জালসমূহ প্রকল্পে জাল বিনিময় কার্যক্রমে মৎস্যজীবিগণকে প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পল্লীতলা, নওগাঁ কতৃক ৫টি বেড় জাল সরবরাহের জন্য কোটেশন আহবান করা হলে ৪টি কোটেশন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মের্সাস এম এস আলম এন্ড সন্স, ৮৫৭/১ উত্তরখান মাস্টারপাড়া, উত্তরখান ঢাকা ১২৩০ টাকা ১,২৫,০০০ দর উদ্বৃত করে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ৫টি জাল যথারীতি সরবরাহ গ্রহণপূর্বক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে বিল বাবদ টাকা ১,২৫,০০০ পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত জাল প্রকল্পের সুফলভোগীদের নিকট জাল বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আরডিপিপির সংস্থান মোতাবেক ৬টি ভিডিও ফিল্ম জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটেশন এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং টাকা ১২.০০ লক্ষ বিল বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পের আওতায় অফিসে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র, ফটোকপিয়ার মেশিন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টারসহ ভিডিও ক্যামেরা, ফ্রিজ, ফ্যাক্স মেশিন এবং সম্প্রসারণ সহায়িকা যেমন পুস্তিকা, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশনা ও ছাপানো কাজের কোটেশন আহবান এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। মালামাল ক্রয় পিপিআর ২০০৮ এর বিধিমালা অনুসরন করে সম্পাদন করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। ক্রয়কৃত মালামাল যথারীতি প্রকল্পের মজুদ বহিতে উত্তোলন করা হয়েছে এবং প্রকল্প শেষে মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে যা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪.২ প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত মালামালের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে ক্রয় ও সংগৃহীত মালামালের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় খনন/ পুনঃখননকৃত জলাশয় সমূহ বর্তমানে মৎস্য চাষোপযোগী অবস্থায় রয়েছে। এই সমস্ত জলাশয়ে সুফলভোগী দল কর্তৃক মৎস্য চাষ অব্যাহত রয়েছে। জলাশয় সমূহের খনন/ পুনঃখনন এর ফলে পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহ দেশীয় প্রজাতির মাছের এবং অন্যান্য জলজ জীব যেমন- কচ্ছপ,ব্যাঙ, শামুক ও জলজ পাখির নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং মাছের নিরাপদ প্রজনন অব্যাহত রয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক অভয়াশ্রমে পরিবেশগত কারণে পানির ঘাটতি জনিত মাছের আবাসস্থল সংকুচিত ও প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত জাল সমূহের মান ভাল ছিল এবং মৎস্যজীবীগণ মাছ ধরার কাজে তা ব্যবহার করে লাভবান হয়েছেন। তবে জালসমূহের প্রস্থ কম থাকায় মাছ ধরার কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্পিলওয়ে সমূহ ভালো অবস্থায় রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে মাছের বংশবৃদ্ধিসহ উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বেড়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগীদের নিকট বিতরণের সুবিধার্থে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ যেমন গরু, ছাগল, সেলাই মেশিন, রিক্সা-ভ্যান ইত্যাদি ক্রয়ের অর্থ সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের নিকট চাহিদা ও বাজেট বরাদ্দের সংস্থান মোতাবেক প্রকল্প অফিস হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সিনিয়র/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ পিপিআর ২০০৮ এর বিধিমালা মোতাবেক মালামাল সংগ্রহ করে সুফলভোগীগণের নিকট বিতরণ করেছেন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

নিম্নে কার্য ক্রয়ের বিবরণ **(সারণি-৩)** ও মালামাল ক্রয়ের বিবরণ (সারণি-৪) প্রদান করা হলোঃ

সারণী ৩: কার্য ক্রয়ের বিবরণ (৩টি প্যাকেজ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যের নাম/ বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	পর্যবেক্ষণ ও মতামত	হ্রাস বৃদ্ধি (%)
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব			
১	জলাশয় খনন/ পুনঃখনন	৪২২৪.৪৬	৫০.০০ লক্ষ ঘন মিটার	৪২২৪.৪২	৫০.০০ লক্ষ ঘন মিটার	এলসিএস	মৎস্য চাষে যথারীতি ব্যবহৃত হচ্ছে।	-০.০৪
২	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	৫৮৬.২৭	৩৭০ টি	৫৮৬.০০	৩৭০ টি	কোটেশান পদ্ধতি	মৎস্য অভয়াশ্রম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।	-০.২৭
৩	স্পিলওয়ে নির্মান	৯৫.০০	৫ টি	৮৯.৮২	৫ টি	ওটিএম	মৎস্য উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।	-৫.১৮
	মোট	**৪,৯০৫.৭৩**		**৪,৯০০.২৪**				**-৫.৪৯**

সারণী ৪: মালামাল ক্রয়ের বিবরণ (১১টি প্যাকেজ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যের নাম/ বিবরণ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	পর্যবেক্ষণ ও মতামত	হ্রাস বৃদ্ধি (%)
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব			
১	বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ক্রয়	৯৭০.০০	১৪৩৭৫ খানা	৯৭০.০০	১৪৩৭৫ খানা	কোটেশান পদ্ধতি	সুফলভোগীগণ কতৃক ব্যবহৃত হচ্ছে	০.০০
২	পোনা মজুদ	৪৪৫.৮৯	২৪৭.২৮ মে টন	৪৪৫.৮৯	২৪৭.২৮ মে টন	কোটেশান পদ্ধতি	জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে	০.০০
৩	আসবাবপত্র	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক	কোটেশান পদ্ধতি	অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে	০.০০
৪	বিজ্ঞাপন প্রচার	৮.০০	থোক	৮.০০	থোক	কোটেশান পদ্ধতি	ব্যবহৃত হয়েছে	০.০০
৫	সম্প্রসারণ মালামাল পোষ্টার ইত্যাদি	১২.০০	থোক	১২.০০	থোক	কোটেশান পদ্ধতি	অফিসে ব্যবহৃত হয়েছে	০.০০
৬	ফটোকপিয়ার	২.৯৯	২ টি	২.৯৯	২ টি	কোটেশান পদ্ধতি	অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে	০.০০
৭	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার ল্যাপটপ	৪.০০	৪ সেট	৪.০০	৪ সেট	কোটেশান পদ্ধতি	অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে	০.০০
৮	ভিডিও ফিল্ম তৈরী	১২.০০	৬ টি	১২.০০	৬ টি	কোটেশান পদ্ধতি	ব্যবহৃত হয়েছে	০.০০
৯	ভিডিও ক্যামেরা, ফ্রিজার	৩.০০	থোক	৩.০০	থোক	কোটেশান পদ্ধতি	ব্যবহৃত হচ্ছে	০.০০
১০	জালক্রয়	১৩০০.০০	৪১৮৭ টি	১২৯৯.৯৫	৪১৮৭ টি	কোটেশান পদ্ধতি	সুফলভোগীগণ কতৃক ব্যবহৃত হচ্ছে	-০.০৫
১১	ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়	০.৩৯	১ টি	০.৩৯	১ টি	কোটেশান পদ্ধতি	অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে	০.০০
	মোট	২৭৬৩.২৭		২৭৬৩.২২				০.০৫

৪.৩ কার্য ক্রয় ও পণ্য সংগ্রহ বিষয়ে সার্বিক মতামত

প্রকল্পের অধীনে পণ্য ও কার্য ক্রয়ে নমুনা হিসেবে গৃহীত দরপত্র সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে,

১) পণ্য বা কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের পূর্বে বাজার দর যাচাই-বাছাই পূর্বক পণ্য বা কার্যের একটি প্রাক্কলন যথাযথ ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কার্যালয়ে গোপন ভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২) ক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদির একটি কারিগরী স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত ও দরপত্র সিডিউলের সাথে সংযোজন করা হয়েছে।

৩) দরপত্র সমূহ বহুল প্রচারের জন্য দুইটি দৈনিক সংবাদপত্রে (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে একাধিক দরদাতা দরপত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৪) পণ্য ও কার্যক্রয় কমিটিতে একাধিক কার্যালয়ের বাহিরের কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা যথারীতি দরপত্র মুল্যায়ন কমিটিতে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেছেন।

৫) আলোচিত দরপত্র সমুহের কার্যাদেশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদারগণ মালামাল সরবরাহ করেছেন।

৬) পিপিআর ২০০৮ এর বিধান মোতাবেক দরপত্র সমুহে ১০% অর্থ জামানত হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যা কার্যশেষে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। উপরন্ত অডিট অধিদপ্তর কতৃক প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও কার্য ক্রয়ের অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৪ নিরীক্ষা আপত্তি

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্ত বৎসর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অডিট অধিদপ্তরের কোন নিরীক্ষা আপত্তি অনিষ্পন্ন অবস্থায় নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

উদ্দেশ্য	সম্পাদিত কাজ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ
১। জলাশয় খনন/ পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য খাতে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;	প্রকল্প মেয়াদ কালে ১,২১১ টি জলাশয় খনন/ পুনঃখনন করা হয়েছে। উক্ত খনন কাজে প্রায় ৬,২৬৬টি দরিদ্র পরিবার সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন । প্রকল্প এলাকার দরিদ্র সুফলভোগীগণকে জলাশয় খনন/ পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নের জন্য ভূমিহীন চুক্তিবদ্ধ সমিতির (LCS) মাধ্যমে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে সুফলভোগীবৃন্দ ২,০০০-১২,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও মাঠ জরিপে দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খনন/ পুনঃখনন কাজের মাধ্যমে স্বল্পকালীন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।
২। প্রকল্প এলাকার জলাভূমির উন্নয়ন এবং তা নির্বাচিত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বরাদ্দের মাধ্যমে তাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ও সচ্ছল জীবন-যাপনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;	প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ১,২১১টি জলাশয় উন্নয়ন এর মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচিত ৩,৩০০ টি দরিদ্র পরিবারকে উক্ত জলাশয় সমূহ লীজ প্রদান করা হয়েছে। CBO সংগঠনের মাধ্যমে জলাশয়সমূহে মৎস্য চাষ চলমান থাকায় তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত জলাশয়সমূহে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে কারিগরী সহায়তা অব্যাহত রেখেছেন। তাছাড়া সুফলভোগীগণ মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্য চাষের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবনযাপনের সচ্ছলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রকল্পের প্রভাবে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে মৎস্য চাষের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ও সচ্ছল জীবিকায়নের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের সমন্বয়ে দলগঠন পূর্বক দলীয়ভাবে পুনঃখননকৃত জলাশয়ে মৎস্য চাষ কার্যক্রম চালু রয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ের উপযুক্ত স্থানে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় বিপন্ন বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মৎস্যজীবিরা তাদের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ও সচ্ছল জীবন-যাপনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মাঠ জরিপে দেখা গেছে যে, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে উক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ২১-৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপন্ন বা হারিয়ে যাওয়া মাছ মৎস্য অভয়াশ্রমে আবারো পাওয়া যাচ্ছে। মৎস্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের আয় প্রকল্প শুরুর পূর্বের অথ্যাৎ ২০০৯ সনের তুলনায় বেড়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার সার্বিক সহযোগীতা প্রধান অব্যহিত রেখেছেন । ফলে তাদের সার্বিক আর্থিক উন্নতি হয়েছে এবং জনসাধারণের মাঝে দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র বেকার জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের মৎস্য চাষ ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা; ও	৩৩,৭৫০ জন অদক্ষ বেকার দরিদ্র জনগণকে মৎস্য চাষ ও বিকল্প আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, যেমন- ছাগল পালন, গরু পালন, সেলাই মেশিন, নার্সারী মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে মৎস্য চাষসহ অন্যান্য কাজে অভিজ্ঞতা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ১৪,৩৭৫ জন দরিদ্র সুফলভোগীকে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে ৬,০০০-১০,০০০ টাকার মধ্যে ছাগল, গরু, সেলাই মেশিন, জাল, রিক্সা-ভ্যান, সাইকেল, পাতিল ইত্যাদি অথবা নগদ অর্থ এককালীন অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। সুফলভোগীগণ পুনঃখননকৃত জলাশয়ে মৎস্য চাষ, বিনিময়কৃত জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ, বিকল্প আয় বর্ধনমূলক উপকরণের মাধ্যমে আয়, ছোট পুকুর ও ডোবায় মৎস্য চাষ, মাছের পোনা উৎপাদন ও বিক্রয় করে একদিকে আত্মকর্মসংস্থান অন্যদিকে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণের ফলে ৯১% সুফলভোগী বিভিন্ন ধরনের একাধিক আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়েছেন। উল্লেখ্য প্রকল্প এলাকায় অত্র প্রকল্প ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার একাধিক দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকায়নমূলক প্রকল্প ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্পর্কিত কার্যক্রম (বক্স- ৪, পৃষ্টা- ৬৪) চালু থাকায় জনসাধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়ক ভুমিকা রেখেছে। সুফলভোগীগণ বিকল্প-আয় বর্ধনমূলক উপকরণ দ্বারা বৎসরে গড়ে ২৬,২২৯ টাকা আয় করেছেন। উল্লেখ্য প্রকল্প থেকে বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণের সাথে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে তারা অধিক উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।
৪। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র পীড়িত এলাকার অপুষ্টিজনিত সমস্যা হ্রাস করা।	প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে এলাকায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাছের বাজার মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এসেছে। উল্লেখ্য প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সমুহে দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ফলে এলাকার মৎস্যজীবীরা ছাড়াও অন্যান্য গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৎস্য গ্রহণের হার পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে। প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীবৃন্দ জানিয়েছেন যে, তারা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ৯৫% শ্বেতসার যুক্ত খাবার, ৯৫% মৎস্য জাতীয়, ৫৭% ডিম ও মাংস জাতীয়, ৭৭% দুগ্ধ জাতীয় আমিষ খাবার গ্রহণ করে থাকেন। ফলে, তাদের খাদ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের আধিক্যের দরুন অপুষ্টিজনিত সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৫.২ প্রকল্পের Log Frame এ উল্লেখিত উপাদান সমূহের বিশ্লেষণ ও ফলাফল/ অর্জন (Output) পর্যালোচনা

অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্পের Log Frame এ প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal), উদ্দেশ্য (Purpose), আউটপুট (Outputs) ও ইনপুট (Inputs) নির্দ্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। বিগত ২০১৫-১৬ সনের জুন মাসে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। Log Frame এ উল্লেখিত পরিবর্তনের নিদের্শক সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

ক্র নং	উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তনের নির্দেশক (OVI)	সত্য প্রতিপাদন পন্থা (Means of Verification)	বাস্তবায়ন অবস্থা
১)	<u>লক্ষ্য</u> প্রকল্প শেষে তথাকথিত মঙ্গা ২০% হ্রাস	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project& IMED, Website : fisheries.gov.bd ;মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার গরীব-দুঃস্থ ভূমিহীন, মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমূখী ও অ-খামার ভিত্তিক আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তারা প্রকল্প শুরুর পূর্বের মত এখন আর কর্মহীন নেই। ফলে তাদের পারিবারিক আয় বেড়েছে। বর্ধিত আয় দ্বারা তারা পরিবারের চাহিদা মোতাবেক খাদ্য ক্রয় এবং পারিবারিক অন্যান্য চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তাদের আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের হার পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষ তাদের সঞ্চয় থেকে স্বল্প পরিসরে ব্যবসা, কৃষি, মৎস্যচাষ ও পশুপালনে বিনিয়োগ করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন। বিনিয়োগ থেকে যে আয় হয় তা তাদের জীবনে সচ্ছলতা এনেছে। BBS কর্তৃক পরিচালিত Preliminary Report On Economic Census 2013 অনুযায়ী সরকারী লক্ষ্যভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে অ-খামার ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম বিস্তৃতির ফলে মৌসুমী কর্মহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া গেছে (বক্স-১, পৃষ্ঠা-৩২)(BBS 2013)। মঙ্গা হ্রাসে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকায়ন সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের অবদান প্রণিধানযোগ্য। (বক্স-৪, পৃষ্ঠা-৬৪)
২)	<u>উদ্দেশ্য</u> প্রকল্প শেষে মঙ্গাপীড়িত এলাকায় কমপক্ষে ৩০% জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ৫০% মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project & IMED, Website : fisheries.gov.bd; মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	পুকুর-জলাশয় খনন/ পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য চাষোপযোগী করে তথায় মৎস্য চাষ করা, পুকুর পাড়ে শাক সবজি চাষ, মৎস্য চাষে সার ও পোনা সরবরাহ, মাছ ধরা ও পরিবহন ইত্যাদি কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার ফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে দেশীয় মাছের উৎপাদন ২০%-৩১%বেড়ে গেছে। ফলে, উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক মৎস্যজীবী মাছ ধরে বিক্রয় করে জীবিকায়নের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকল্পের বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক কর্মহীন মানুষের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়াও জাল বিনিময়, স্পিলওয়ে স্থাপন এবং মৎস্য চাষ ও বিকল্প আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উল্লেখ্য যোগ্য সংখ্যক কর্মহীন মানুষকে কর্মে নিয়োজিত এবং দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৯১% সুফলভোগী জানিয়েছেন যে, তারা প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বিকল্প আয়বর্ধনমূলক উপকরণের মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে তাদের আয় বেড়েছে। মানুষের তুলনামূলক আয় ৩০.১২% বৃদ্ধির ফলে ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩)	**আউটপুট** ক) প্রকল্প মেয়াদে মোট ৫০ লক্ষ ঘন মিটার পুকুর, বরোপিট/ অন্যান্য বদ্ধ জলাশয় ইত্যাদি সমূহের খনন/পুনঃ খনন;	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project& IMED, Website : fisheries.gov.bd ;মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	প্রকল্পের ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৪,২২৪.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন/ পুনঃখনন করে ১,২১১টি পুকুর-জলাশয় মৎস্য চাষোপযোগী হিসেবে উন্নয়ন করা হয়েছে। পুনঃখননকৃত পুকুর, বরোপিট সমূহে সমাজভিত্তিক সংগঠনের (CBO) সদস্যগণ কর্তৃক মৎস্য চাষ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পুকুর পাড়ে সুযোগ থাকা সাপেক্ষে শাক-সবজি/ ফলমূলের চাষ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পুকুর খনন/ পুনঃখনন অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।
	খ) প্রকল্প মেয়াদে ৩৭০ টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন;	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project& IMED, Website : fisheries.gov.bd ;মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৩৭০টি মৎস্য অভয়াশ্রম নদী, খাল, বিলে স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত অভয়াশ্রম সমূহ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গন্যমান্য ব্যাক্তি ও মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহে দেশীয় মাছের উৎপাদন ২০-৩১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রম সমূহে বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্যজীবিদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কমপোনেন্টে অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।
	গ) প্রকল্প মেয়াদে ৫,৫৫০ জনকে মৎস্য চাষ এবং ২৬,৬৭৫ জনকে AIGA বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project& IMED, Website : fisheries.gov.bd; মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	প্রকল্প মেয়াদে ২২২ ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন × ২২২) মোট ৫,৫৫০ জনকে ২দিন ব্যাপি উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। প্রশিক্ষনার্থীগণকে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ আরডিপিপিতে বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় যথাক্রমে ৪৮.৩৯ ও ৪৮.৩৭ লক্ষ টাকা অর্জিত হয়েছে। ১০৬৭ ব্যাচে ২৬,৬৭৫ জন অতি দরিদ্র, দুঃস্থ, ভূমিহীন, মৎস্যজীবিকে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ক ২দিন ব্যাপী আত্ম-কর্মসংস্থানমুলক কার্যক্রম যেমনঃ গরু-ছাগল পালন, রিক্সা-ভ্যান, সেলাই মেশিন ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণকে যথারীতি প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণ ও বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি ১০০%।
	ঘ) প্রকল্প মেয়াদে নির্বাচিত জলাশয়ে ৫ টি স্পিলওয়ে নির্মাণ;	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project& IMED, Website : fisheries.gov.bd ;মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	বিল/ জলাশয়সমূহের পানি বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সংযুক্ত খাল দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে অসময়ে বিল/ জলাশয়সমূহের পানি শুকিয়ে মাছের আবাসস্থল সংকুচিত ও প্রজনন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিল/ জলাশয়সমূহের খালের মুখে স্পিলওয়ে নির্মাণ করে বিল থেকে অসময়ে পানি বের হওয়া বন্ধ করার জন্য ৫টি স্পিলওয়ে যথাক্রমে দিনাজপুর সদরে ২টি, রংপুর (গঙ্গাচড়া) ১টি, নাটোর (বড়াইগ্রাম) ১টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (নাচোল) ১টি সহ মোট ৫ টি স্পিলওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত স্পিলওয়ে নির্মাণ বাবদ আরডিপিপিতে ৯৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৮৯.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৫৪%। স্পিলওয়ে নির্মিত হওয়ায় উল্লেখিত জলাশয়সমূহে গ্রীষ্মকালে পানি আটকানোর ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের আবাসস্থল নিরাপদ রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে

			দেশীয় প্রজাতির মাছসমূহ প্রজনন ও বংশবিস্তারের সুযোগ পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখিত জলাশয়সমুহে দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে জলাশয়ের সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবিগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা বৎসরের অধিকাংশ সময় মৎস্য আহরণের সুযোগ পেয়েছে। অর্জিত অগ্রগতি ১০০%।
	ঙ) প্রকল্প মেয়াদে মোট ৪১৮৭ টি জাল মৎস্যজীবিদের মধ্যে বিনিময়।	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project& IME, Website : fisheries.gov.bd ;মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	দরিদ্র মৎস্যজীবিগণ মাছের জন্য ক্ষতিকর নিষিদ্ধ জাল যেমন- কারেন্ট জাল, মশারী জাল, মই জাল ইত্যাদি দ্বারা প্রায় সারা বৎসর নদী-নালা, খাল-বিল থেকে মৎস্য আহরণ করে থাকে। মৎস্যজীবীগণের মধ্যে ক্ষতিকর জালের ব্যবহার কমিয়ে আনার নিমিত্তে ৪,১৮৭টি বেড় জাল বিতরণ করা হয়েছে। এ বাবদ প্রকল্পে ১,৩০০ লক্ষ টাকার সংস্থান এবং ১,২৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ মোতাবেক ক্ষতিকর জাল যেমন- কারেন্ট জাল, মশারি জাল, মই জাল জমাদানের বিপরীতে বেড় জাল বিতরণ করা হয়েছে। অর্জিত অগ্রগতি ১০০% (প্রায়)।
৪)	**<u>ইনপুট</u>** ১৪,৩৭৫ খানাকে বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ বাবদ ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প হতে সহায়তা প্রদান। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান, ৪ সেট কম্পিউটার, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, ৩টি টেলিফোন, অফিস আসবাবপত্র, ভাল মানের প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়, ৭জন গুণগতমানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য ১২.৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান।	মৎস্য অধিদপ্তরের FRSS Report, প্রকল্প ও IMED প্রতিবেদন, PCR-Project& IMED, Website : fisheries.gov.bd ;মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি ।	১৪৩৭৫ খানাকে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ বাবদ ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প হতে সহায়তা প্রদান; প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান, ৪ সেট কম্পিউটার, ১টি ফ্যাক্স মেশিন, ৩টি টেলিফোন, অফিস আসবাবপত্র, ভাল মানের প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়, ৭ জন যথারীতি জনবল নিয়োগ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের জন্য ১২.৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

"অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"প্রকল্পের অধীনে প্রধান প্রধান অঙ্গের কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১) পুকুর জলাশয় খনন/ পুনঃখনন

সরকারি, বেসরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক হাজামজা পতিত পুকুর খনন/ পুনঃখনন করে সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করা এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের ডিপিপিতে এলসিএস পদ্ধতিতে মোট ৫০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন/ পুনঃখননের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং এ বাবদ ৪,২২৪.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এলজিইডি এর ২০০৮ রেট অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটার মাটি খনন/ পুনঃখনন বাবদ ৬০.৭৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু উক্ত রেট এ শ্রমিক মজুরী কম হওয়ায় শ্রমিকরা কাজ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এমতাবস্থায়, ১২/০১/২০১২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এলজিইডির ২০০৯ সনের মাটি খনন রেট ৯১.১১ টাকা অনুমোদিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক পুকুর পুনঃখনন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। উল্লেখ্য অত্র প্রকল্পের ডিপিপি ২০১০ সনে প্রস্তুত ও অনুমোদিত হলেও এলজিইডির ২০০৮ সনের মাটি খনন রেট অনুযায়ী খনন কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী (প্রতি ঘনমিটার ৯১.১১ টাকা) হতে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ৪,২২৪.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি খনন/ পুনঃখনন করে ১,২১১ টি পুকুর-জলাশয় মৎস্য চাষোপযোগী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুকুর খনন/ পুনঃখনন অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে। পরামর্শক ৩টি খনন/ পুনঃখননকৃত পুকুর সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। তন্মধ্যে নীলফামারী সদরে সিন্দই বড় ডাঙ্গা গ্রামের মোঃ ইয়াকুব আলীর পুকুরটিতে বর্তমানে সামাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার গালা গ্রামের মীর লুৎফর রহমানের পুকুর এবং এম, এ, রউফ ডিগ্রী কলেজের পুকুর পুনঃখনন করে উন্নয়ন করা হয়েছে। ৩ টি পুকুর সংস্কারের পর মৎস্য চাষোপযোগী অবস্থায় দেখা গেল এবং পানির গভীরতা মৎস্য চাষোপযোগী অবস্থায় দেখা গেল। প্রকল্প পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ জানিয়েছেন যে, পুকুর খনন/ পুনঃখননে তারা তেমন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হননি। তবে প্রকল্পের আওতায় কিছু এলাকায় শ্রমিকের অভাবে মাটি খনন কাজ ব্যাহত হয়েছে বলে জানা গেল। এ প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকাসমূহে এলসিএস (LCS) সিস্টেম এর পরিবর্তে এক্সকেভেটর (Excavator) এর সাহায্যে মাটি খননের কাজ সম্পাদনের সিদ্ধান্ত ডিপিপির ২য় সংশোধনীতে (মে, ২০১৪) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুকুর খনন কার্যক্রমে এলসিএস (LCS) পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় স্থানীয় সুফলভোগী মৎস্যজীবি ও শ্রমিকরা তাৎক্ষণিক কাজের ও আয়ের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি হেক্টর জলাশয়ের জন্য ১০-১২ জন সুফলভোগী সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন করে মৎস্য চাষের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেকটি জলাশয়ে মৎস্য চাষ অব্যাহত রয়েছে। উপরন্ত

> বক্সঃ ১
>
> এটা একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল যে, বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে মৌসুমী কর্মহীনতা মারাত্মক আকার ধারণ করত যাকে মঙ্গা নামে অভিহিত করা হতো। এই মঙ্গা কার্তিক মাসে প্রকট আকার ধারণ করত। এ সময় বিকল্প অ-খামার ভিত্তিক কাজের সুযোগ একেবারেই থাকত না। যাহোক সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য ভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ এবং বিশেষ ঋণদান কর্মসূচী চালু করার ফলে এ ধরনের মঙ্গা পরিস্থিতির যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছে। এভাবে সরকারি লক্ষ্যভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে অ-খামার ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম বিস্তৃতির ফলে মৌসুমী কর্মহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া গেছে।
>
> Source: Preliminary Report on Economic Census 2013, BBS 2013 Pdf.

মৎস্য চাষে আনুসাঙ্গিক উপকরণ যেমন: চুন, সার, মাছের পোনা, মাছের খাদ্য সরবরাহ, জাল টানা, মাছ ধরা ও বিক্রয় কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মজীবী/ ব্যবসায়ীর খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া পুনঃখনন/ সংস্কারকৃত জলাশয় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অবদান রেখেছে। যে সমস্ত জলাশয়ের পাড়ে শাকসবজি করার সুযোগ রয়েছে সেখানে শাক-সবজির চাষাবাদ হচ্ছে। উপরন্ত উক্ত জলাশয়ে মাছ চাষের কলাকৌশল পার্শ্ববর্তী এলাকার চাষীদের নিকট প্রদর্শিত হচ্ছে যা সার্বিকভাবে মৎস্যচাষকে প্রভাবিত করছে। এভাবে প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত জলাশয়সমূহ জাতীয়ভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। পুনঃখননকৃত জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সুফলভোগী দল গঠনের নীতিমালা প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত নীতিমালায় গঠিত দলকে সমাজসেবা বা সমবায় অধিদপ্তর এর আওতায় রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। জলাশয় ইজারা সহ দীর্ঘস্থায়ী মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা এবং দলের ক্ষুদ্র সঞ্চয়সহ অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কাজে দলের সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সমাজ ভিত্তিক সংগঠন রেজিস্ট্রেশন হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে উপজেলা পর্যায়ে এ সংগঠনকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এ মৎস্য চাষের সাথে জড়িত সদস্যদের দলীয় একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ যেতে পারে।

পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় খনন/ পুনঃখননকৃত জলাশয়সমূহ মৎস্য চাষ উপযোগী হয়েছে। এভাবে সুফলভোগীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কাজের সুযোগ ও মৎস্য চাষের মাধ্যমে আয় উপার্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে গরীব মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী, বেকার যুবক-যুবতীগণের আয়ের পথ সুগম হয়েছে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এলাকায় সামাজিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ফিরে এসেছে। এভাবে এলাকায় সার্বিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে। তাছাড়া জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানগত (Ecosystem based) সুস্থ পরিবেশ ফিরে এসেছে যা পরিবেশের জন্য ইতিবাচক।

২) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এর মূল উদ্দেশ্য হলো মাছের আবাসস্থল ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ করে নিরাপদ আশ্রয়স্থল সৃষ্টির মাধ্যমে মা মাছ ও পোনা মাছকে সংকটময় মুহূর্তে রক্ষা করা, মাছের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেওয়া এবং অবাধ প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি করে মাছের প্রাচুর্য সমৃদ্ধ ও বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা। অভয়াশ্রম মাছের জেনেটিক বৈচিত্র্য তথা সার্বিক জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি করে। অত্র প্রকল্পে ৩৭০টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য ৫৮৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালায় গাইডলাইন প্রদত্ত হয়েছে। উক্ত গাইডলাইনে অভয়াশ্রমের ন্যূনতম আয়তন ০.৫০ হেক্টর এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠনের রূপরেখা ও কার্যপরিধি বর্ণিত হয়েছে। মাছ একটি জলজ সন্তরণশীল জীব। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহের অধিকাংশের আয়তন ০.৫০ হেঃ যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দেশীয় সব প্রজাতির মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বিবেচনায় অভয়াশ্রম এর আয়তন ন্যূনতম ১ হেঃ করা সমীচীন হবে। এতে মাছের ইকোলজিক্যাল (Ecological) চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা করা যায়। মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহ স্থাপনের পরবর্তীতে কোন সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তবে জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার সারমর্ম নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী ৫(ক): মৎস্য অভয়াশ্রমের তথ্য

বিষয়	তথ্যাদি
অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ কি কি প্রজাতি অনুপস্থিত ছিল সেগুলোর নাম	ক) মাছঃ মেনি, পাবদা, আইর, রানী, চিতল,আইড়, বোয়াল, কৈ, সরপুঁটি, রয়না, চাপিলা, গজার, বেলে, গুলশা,গুচি, কাকিলা, বাতাসি ইত্যাদি খ) উদ্ভিদঃ হিজল, করচ, শাপলা-শালুক, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কলমিলতা, টোপাপানা, ঝাজি, নলখাগড়া, হিজল করস ইত্যাদি গ) অন্যান্য প্রাণীঃ শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ, পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা, বক, কালিম, ডাহুক, অতিথি পাখি, ব্যাঙ, সাপ, কাঁকড়া, গুইসাপ ইত্যাদি
অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে গুরুত্বপূর্ণ কি কি প্রজাতির পূর্ণাবিভাব হয়েছে সেগুলোর নাম	ক) মাছঃ কালিবাউস, মেনি, চেলা, কুচি, বোয়াল, বেলে, পাবদা, গুতুম, কৈ, কুচিয়া, ফলি, চিতল,আইড়, বাইম, শোল, গজার ইত্যাদি সহ নানা জাতের বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ। খ) উদ্ভিদঃ পদ্ম, শাপলা-শালুক, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কলমিলতা, বিভিন্ন প্রকার ডুবন্ত উদ্ভিদ। গ) অন্যান্য প্রাণীঃ কচ্ছপ, পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা,বক, কালিম, ব্যাঙ, সাপ, কাঁকড়া, গুইসাপ ইত্যাদি সহ নানা জাতের জলজ প্রাণী
অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার পর মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি	অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে সংশ্লিষ্ট জলাশয় সমূহে মাছের উৎপাদন ১৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে।
মৎস্য অভয়াশ্রম সংগঠনের সদস্য সংখ্যা	মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সমিতিতে পুরুষ মহিলা সদস্য সদস্যা রয়েছেন। সদস্য সদস্যা সংখ্যা ১০-২০ জন। তবে কিছু অভয়াশ্রমে অধিক সংখ্যক সদস্য সদস্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে সুফলভোগী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর অভয়াশ্রমের প্রভাব	মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সুফলভোগী জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। তাদের জীবিকায়ন পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে। তাদের খাদ্য তালিকায় মাছ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে তাদের সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ফলে জনসাধারণের মাঝে মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূত্রঃ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, জুন ২০১৫: বাংলাদেশের মৎস্য অভয়াশ্রম

চিত্র : অভয়াশ্রমের পার্শ্ববর্তী জলমহালে জনাব মান্নাফের ঠেলা জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য ও ধৃত মাছ

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত পরামর্শকগণ বিগত ২৮/০২/১৯ ইং তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় দিয়াবাড়ী মৎস্য অভয়াশ্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অভয়াশ্রমটির আয়তন ০.৫০ হেঃ। অভয়াশ্রম পরিচালনার জন্য ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সক্রিয় রয়েছে। অভয়াশ্রমে লাল পতাকাসহ বাশেঁর খুটি ও সাইনবোর্ড রয়েছে। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রয়াসঃ অত্র অভয়াশ্রমন পরিদর্শন করেন বলে জানা গেল। পরিদর্শনকালে অভয়াশ্রমের পার্শ্ববর্তী জলমহালে জনাব মান্নাফ প্রামাণিককে ঠেলা জাল দিয়ে মাছ ধরতে দেখেন। তার সাথে আলাপচারিতায় জানা গেল যে, তিনি ঐ দিন সকাল ৮ টা হতে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ৩ কেজি (প্রায়) বিভিন্ন প্রজাতির দেশী মাছ ধরেছেন। উক্ত মাছের স্থানীয় বাজার মূল্য প্রায় ৮০০ টাকা। তিনি জানান যে, তিনি আগের দিন এ জলমহালে মাছ ধরে স্থানীয় বাজারে ৫০০ টাকায় বিক্রয় করেছেন। তিনি আরো জানান

যে, এই মৌসুমে মাছ ধরে তার সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে। অভয়াশ্রমের পার্শ্ববর্তী দিয়াবাড়ী গ্রামের মৎস্যজীবীরা জানান যে, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের উৎপাদন বেড়ে গেছে। ফলে তারা ঠেলা জাল দিয়েও ছোট প্রজাতির মাছ ধরতে ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তারা আরো জানান যে, অভয়াশ্রম পার্শ্ববর্তী জলমহালে তারা পূর্বের তুলনায় বেশি মাছ পাচ্ছেন এবং তাদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে। তারা প্রকল্প হতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে পূর্বের তুলনায় অনেক সচ্ছল ভাবে পরিবার-পরিজনসহ জীবিকা নির্বাহ করছেন। তারা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হরিরামপুর এর সাথে অভয়াশ্রমে অবৈধভাবে মাছ ধরা বন্ধ করা, ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে এবং মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। কিছুদিন পূর্বে বাউত (কয়েক গ্রামের মানুষ একত্রে পোলো দিয়ে মাছ ধরা) দিয়ে অভয়াশ্রমে মাছ ধরা সম্মিলিতভাবে তারা বন্ধ করেছেন বলে অলোচনায় জানা গেল।

পর্যবেক্ষণঃ

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে নিম্নোক্ত ইতিবাচক ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছেঃ

- ❖ মাছের বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি;
- ❖ সংকটময় মুহূর্তে প্রাকৃতিক উৎসে ব্রুড মাছ ও পোনার সুরক্ষা;
- ❖ নিরাপদ আশ্রয়স্থল সৃষ্টির মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় বা বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ; ও
- ❖ অবাধ প্রজননের সুযোগ সৃষ্টি, কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন ও মৎস্য জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি।

মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার সুফল ইতিমধ্যে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এর কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন যাতে দেশীয় প্রজাতির মাছ হারিয়ে না যায় এবং উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় যে, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের কোন বিকল্প নেই এবং আরও অধিক সংখ্যক মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা উচিত। মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া আইনগত সহায়তার লক্ষ্যে স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অত্র প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৩৭০টি অভয়াশ্রমের মধ্যে কত সংখ্যক সচল রয়েছে তা জানার জন্য প্রকল্পভুক্ত ৮টি জেলা হতে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সারণী ৫ (খ) : ৮টি জেলার মৎস্য অভয়াশ্রমের তথ্যের বিবরণ

ক্র. নং	জেলার নাম	মোট অভয়াশ্রম (সংখ্যা)	সচল (সংখ্যা)	অচল (সংখ্যা)	মন্তব্য
১)	পাবনা	১২	৮	৪	জলাশয়ে পলি পড়ে ভরাট হওয়া, পানি শুকিয়ে যাওয়া, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজানে পানি স্বল্পতা, কম বৃষ্টিপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও জলাশয় ভরাট, বাঁধ নির্মাণ, সেচ কার্যে পানি ব্যবহার ইত্যাদি মানুষ সৃষ্ট কারণে অভয়াশ্রম সমূহ অচল হয়ে পড়েছে।
২)	রংপুর	৯	৬	৯	
৩)	কুড়িগ্রাম	৬	৩	৩	
৪)	রাজবাড়ী	৬	০	৬	
৫)	মাগুরা	৬	০	৬	
৬)	হবিগঞ্জ	৭	০	৭	
৭)	মানিকগঞ্জ	৩	৩	০	
৮)	নীলফামারী	১	১	০	
	মোট	৫০	২১	২৯	

উপরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ৫০টির মধ্যে ২১ (৪২%)টি মৎস্য অভয়াশ্রম সচল এবং ২৯ (৫৮%)টি অচল অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য অভয়াশ্রমসমূহ ৩ হতে ৮ বৎসর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। সমগ্র বাংলাদেশ নদী-নালা, খাল-বিল ক্রমশ শুকিয়ে সংকুচিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ও মানুষ সৃষ্ট নানাবিধ কারণে। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহ এর বাহিরে নয়। উপরে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৭০টি মৎস্য অভয়াশ্রমের মধ্যে ১৫৫টি সচল এবং ২১৫টি অচল অবস্থায় রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় অচল অভয়াশ্রম সমূহ পুনঃখনন করে মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩) ক্ষুদ্র মৎস্য চাষি প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপিতে ৫,৫৫০ জন ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীকে ২দিন ব্যাপী মাছ চাষের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ৪৮.৩৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং তন্মধ্যে প্রকল্প এলাকার ৩৪টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ৫,৫৫০ জনকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগীদের মাঝে মাছ চাষে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তাছাড়াও পতিত জলাশয়সমূহ মাছ চাষের আওতায় এসেছে এবং সঠিকভাবে মাছ চাষের ফলে মাছের উৎপাদন বেড়েছে। মাছের বাড়তি উৎপাদনের কারণে ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের আয় বেড়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সঠিক ভাবে মাছ চাষ করায় লভ্যাংশ বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে সুফলভোগীদের সচ্ছলতা বেড়েছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে সক্ষম হয়েছেন। মাছ চাষের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীরা নিজেরাই পুকুর লীজ নিয়ে মাছ চাষ করছে। ফলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ও পারিবারিক আয় বেড়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাষীদের সাথে মৎস্য বিভাগের অফিসারদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মৎস্যচাষে দক্ষতা ও সচেতনতা বেড়েছে। এ কার্যক্রমে মহিলারাও সম্পৃক্ত হয়ে উপকৃত হয়েছেন। ক্ষুদ্র মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ সর্বিকভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৪) এআইজিএ প্রশিক্ষণ

বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে (এআইজিএ) উপকরণ সামগ্রী বিতরণের পূর্বে ২৬,৬৭৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ২৩০.৯০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল এবং যথারীতি ২৬,৬৭৫ জনকে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ছাগল ও গরু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই, মাছ চাষ, নার্সারি, পোনা পরিবহন ও বিক্রয়, ছোট ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা ছাড়াও বাহিরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিকল্প আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

৫) পোনা মজুদঃ

রুই জাতীয় পোনামাছ মুক্ত জলাশয়ে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়। এ প্রেক্ষিতে রুইজাতীয় পোনা মাছ মজুদ করা হলে সুফলভোগী মৎস্যজীবিগণ অনায়াসে মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। মজুদযোগ্য জলাশয় নির্বাচন, পোনা মজুদ, পোনা মাছ বড় হওয়ার সুযোগ প্রদান, মাছ আহরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য জলাশয়ের সংশ্লিষ্ট ২০ সদস্য বিশিষ্ট সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠনের বিধান রয়েছে। সংগঠন পরিচালনা, পরবর্তীতে সংগঠনের উদ্যোগে পোনা মজুদ, সদস্যদের সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালায় গাইড লাইন প্রদান করা হয়েছে। পোনা মজুদ গাইডলাইন মোতাবেক সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ২২০টি জলামহলে মোট ২৪৭.২৪ মেট্রিক টন রুই জাতীয় পোনা মাছ মজুদ করা হয়েছে এবং পোনার মূল্য বাবদ ৪৪৫.৮৯ লক্ষ টাকা পরিশোধিত হয়েছে। যাহোক, মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ কার্যক্রম চলমান থাকায় অত্র প্রকল্প হতে পোনা মজুদ কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ফলে পরবর্তীতে আর কোন পোনা মজুদ করা হয়নি। তবে পোনা মজুদ কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পর সিবিও কার্যক্রমকে সক্রিয় রাখা সম্ভব হয়ে উঠেনি কারণ প্রকল্প থেকে তাদের কোন উপকরণ বা সহযোগিতা প্রদানের সংস্থান রাখা হয়নি। তবে জলাশয় সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীগণ জানিয়েছেন যে, তারা মজুদকৃত মাছ হতে বাজারজাত উপযোগী বড় মাছ সহ দেশীয় প্রজাতির মাছ বেশি পরিমাণে পেয়েছেন এবং লাভবান হয়েছেন। এ

বক্সঃ ২

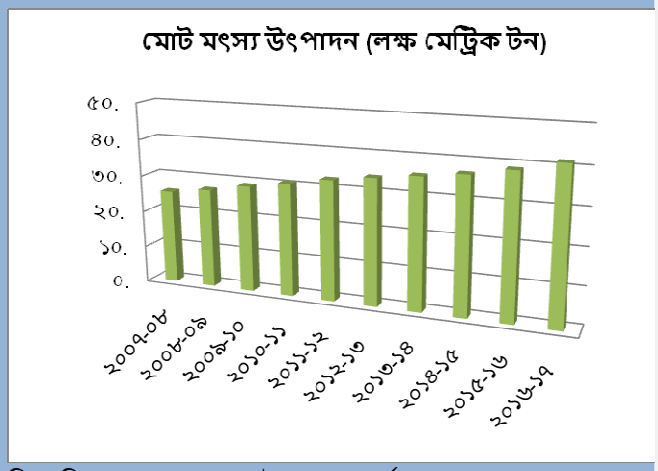

চিত্রঃ বিগত ১০ বছরে মৎস্য উৎপাদনের কর্মধারা (২০০৭ -২০০৮ হতে ২০১৬-১৭)। উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ২০১৮।

উল্লেখ্য ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশে ৪১,৩৪,৪৩৪ মে টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে যা মোট মাছের চাহিদা ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কে ছাড়িয়ে গেছে।ইতিমধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

সময় তাদের আয় দ্বিগুনেরও বেশি অর্জিত হয়েছে। তবে মজুদকৃত মাছ মৎস্যজীবী, অমৎস্যজীবী সকলেই আহরণ করছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

পর্যবেক্ষণ ও মতামত

প্রকল্প হতে মজুদকৃত পোনা মাছ হতে উৎপাদিত মাছকে মূলধন করে পরবর্তীতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা থাকলেও তা আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। মৎস্য বিভাগ হতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে মজুদকৃত পোনার পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে এবং মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৬) বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ সহায়তা

মৎস্যজীবি ও দরিদ্র জনগণের বিকল্প আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্তে প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মাছের প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ধরা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মে-জুলাই পর্যন্ত জেলেদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিকল্প আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম হিসেবে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ভূমিহীন, দরিদ্র জেলে ও ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীদের বিকল্প আয়ের জন্য প্রকল্প থেকে সেলাই মেশিন, রিক্সা-ভ্যান, গর, ছাগল ও বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১৪,৩৭৫ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ আরডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ডিসেম্বর/ ১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচির আওতায় ২৯ টি জেলার ১৬৯ টি উপজেলায় ১৪,৩৭৫ টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ৯৭০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গরু-ছাগল, সেলাই মেশিন, রিক্সা-ভ্যান, সাইকেল, হাড়ি-পাতিল ও নগদ অর্থ সহায়তা দেয়ার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। সুফলভোগীগণের সিংহভাগ বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ কাজে লাগিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। উল্লেখ্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম ফলোআপ ও উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য একজন দলনেতার নেতৃত্বে ১০-১২ জন সদস্য সমন্বয়ে দল গঠন করা যেতে পারে।

চিত্র ৯ : প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ

৭। জাল বিনিময়

কারেন্ট জাল, মশারি জাল, মই জাল ইত্যাদি জাল দেশীয় প্রজাতির মাছের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তা মৎস্য সংরক্ষণ আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের জালের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করণের জন্য নিষিদ্ধ জাল জমাদানের বিনিময়ে প্রকল্প হতে বেড় জাল বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্প হতে মোট ৪,১৮৭ টি জাল বিতরণ করা হয়। এ বাবদ আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ১,২৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগীদের মধ্যে জাল বিনিময়ের ফলে মাছ ধরার পরিমাণ অনেক বেড়েছে এবং মাছ ধরা হতে আয়ও বেড়েছে। ফলে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন যাত্রার মান অনেকাংশে উন্নত হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় অবৈধ জালের ব্যবহার কমেছে।

চিত্র ১০ : প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বিনিময়কত জাল

৮) স্পিলওয়ে নির্মাণ

প্রকল্প এলাকার বিলসমূহের পানি বর্ষা মৌসুমে শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সংযুক্ত খাল দিয়ে বেয়িয়ে যায়। ফলে অসময়ে বিল শুকিয়ে মাছের আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যায়। খালের মুখে স্পিলওয়ে নির্মাণ করে বিল থেকে অসময়ে পানি বের হওয়া রোধ করা যায়। প্রকল্পভুক্ত জেলাগুলোর মধ্যে দিনাজপুর সদরে ২টি, রংপুর (গঙ্গাচড়া) ১টি, নাটোর (বড়াইগ্রাম) ১টি ও চাপাই নবাবাগঞ্জ (নাচোল)-১টি সহ মোট ৫টি স্পিলওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এসব স্পিলওয়ে নির্মাণ বাবদ আরডিপিপিতে ৯৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৮৯.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। স্পিলওয়ে নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিল ও জলাশয়ে গ্রীষ্মকালে পানির পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের আবাসস্থল সংরক্ষিত হয়েছে এবং মাছ প্রজননের সুযোগ পেয়েছে। ফলে বিলে মাছের উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণ অধিক হারে মাছ পাওয়ায় লাভবান হয়েছেন।

৯) মৎস্য আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান

মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য সংরক্ষণ তথা মৎস্য উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং লজিষ্টিক সহায়তার অভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করতে পারেন না। ফলে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ কাংখিত পর্যায়ে করা সম্ভব হয় না। প্রকল্পে মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগে সহায়তার জন্য টা ১২.৪৭ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা মোবাইল কোর্ট/ অভিযান পরিচালনার সংস্থান রাখা হয়েছে। মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রয়োগের অগ্রগতি নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণী ৬ : মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্র নং	অর্থ বছর	এডিপিতে বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক (লক্ষ টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (সংখ্যা)	
১	২০১০-২০১১	১.৩২	২০	১.৩২	২০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও অভিযান পরিচালনাকরে অবৈধ জাল ও পোনা মাছ জব্দ এবং ধ্বংস করা হয়েছে।
২	২০১১-২০১২	৮.৯১	১৩৫	৮.৯১	১৩৫	
৩	২০১২-২০১৩	২.২৪	৩৪	২.২৪	৩৪	
মোট		১২.৪৭	১৮৯	১২.৪৭	১৮৯	

পর্যবেক্ষণ ও মতামত

বিভাগীয় লোকবলের স্বল্পতা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের অপ্রতুলতা কাংখিত পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। যাহোক, মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনার ফলে অবৈধ জালের ব্যবহার অনেকাংশে কমেছে এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

১১) সমাজভিত্তিক সংগঠনের (CBO) সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

এ সফরের মাধ্যমে CBO সদস্যগণ দেশের অন্য এলাকায় মাছ চাষ বা মৎস্য উন্নয়ন বিষয়াদি পরিদর্শন এবং মৎস্য চাষ ও মৎস্য উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের ধারণা অন্যদের সাথে শেয়ার করার সুযোগ পেয়েছেন। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে সংগঠনের সদস্যদের মাছ চাষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বেড়েছে। মাছ চাষের নতুন ও আধুনিক চাষাবাদের তথ্যাদি জানতে পেরেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালিন সময়ে সদস্যগণ উন্নত পদ্ধতিতে পোনা ও মাছ চাষ, দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ নিজ চোখে দেখার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে উপকৃত হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের মৎস্য চাষে কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সুফলভোগীরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এ বাবদ প্রকল্পে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ব্যয় হয়েছে।

১২) সুফলভোগীদের ডাটাবেইজ

প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রাক্কালে ২২/০১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের সুফলভোগীদের নাম-ঠিকানা সম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরীর সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এ বাবদ প্রকল্পে জনবল এবং বাজেটে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় তা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

SWOT বিশ্লেষণ

৬.১ SWOT বিশ্লেষণ

সবলদিক (Strengths)	দুর্বলদিক (Weaknesses)
১) প্রকল্পের আওতায় ১,২১১ টি পতিত জলাশয় খনন/ পুনঃ খননের মাধ্যমে মৎস্য চাষোপযোগী হিসেবে উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের মৎস্য চষের মাধ্যমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে; ২) পতিত জলাশয় সমূহ যা পরিবেশকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে তুলছিল তা সংস্কারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে উন্নত করা হয়েছে যা জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য সহায়ক হয়েছে; ৩) মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশ বিস্তারের মাধ্যমে প্রাচুর্যতা ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে ; ৪) সুফলভোগীদের মধ্যে মাছ চাষের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে,ফলে তারা আত্মকর্মসংস্থানে তৎপর হয়েছে; ৫) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সুফলভোগীদের আয় বেড়েছে, যা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক হয়েছে; ৬) ব্যক্তিগত পুকুর ও পতিত জলাশয় খননের মাধ্যমে মাছের সার্বিক উৎপাদন বেড়েছে; ৭) এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক মৎস্যচাষী ও মৎসজীবী জনগোষ্ঠির সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ইতিবাচক যোগসুত্র স্থাপিত হয়েছে; ৮) বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গরীব ও প্রান্তিক মৎস্যজীবী, বিশেষভাবে মহিলাদের সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে; ৯) উপকারভোগীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং উন্নয়নমুলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম; ও ১০) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবা প্রদানের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।	১) প্রকল্প শুরুর সময় Baseline করা হয়নি; ২) প্রকল্পের কোন Feasibility study করা হয়নি এবং প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীগণের কোন ডাটাবেজ তৈরি করা হয়নি; ৩) খনন/পুনঃখনন কৃত জলাশয় সমূহে ০৫ বছরের জন্য মাছ চাষের মাধ্যমে প্রাপ্ত লাভের ৩০% পুকুর মালিক এবং ৭০% সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে সমভাবে বন্টনের বিধান থাকলেও তা করা হচ্ছে না; ৪) মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন সম্বলিত নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা প্রস্তুত করা হয়নি; ৫) পোনা মজুদ সংশ্লিষ্ট সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (CBO) কার্যকরভাবে সক্রিয় না থাকায় পোনা মজুদ কার্যক্রমে ঈপ্সিত ফলাফল পাওয়া যায়নি; ৬) সমাজভিত্তিক সংগঠনসমূহের (CBOs) নিবন্ধন এবং কোন ধরণের দাপ্তরিক ঠিকানা নেই; ৭) প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের আইডি কার্ড প্রদানের বিধান থাকলেও বাস্তবায়ন করা হয়নি; ৮) প্রকল্পের ডিপিপিতে Exit plan প্রদান করা হয়নি; ৯) অবৈধ জাল বন্ধের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা যথেষ্ঠ ছিল না; ও ১০) প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর Sustainability Strategy সুস্পষ্ট ভাবে DPPতে উল্লেখ করা হয়নি।

সুযোগসমূহ (Opportunities)	ঝুঁকিসমূহ (Threats)
১) পতিত সরকারী পুকুর / জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে উন্নয়নের আরো সুযোগ ছিল; ২) প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম গুলোর গেজেট আকারে প্রকাশের সুযোগ ছিল; ৩) বাস্তবে বিপন্ন দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগকে কাজে লাগানো দরকার; ৪) উন্মুক্ত জলাশয় যেমনঃ নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, প্লাবনভূমি ইত্যাদিতে সমাজভিত্তিক মাৎস্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের সুযোগ ছিল; ৫) প্রকল্পের আওতায় আরো অধিক সংখ্যক মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের সুযোগ বিদ্যমান ছিল; ও ৬) উন্মুক্ত জলাশয়ে বিশেষ করে বিল সমূহে মৎস্য শূন্য হওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য আরও স্পিলওয়ে নির্মাণের সুযোগ ছিল।	১) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অনেক নদী-নালা-খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে, মাছের আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পভুক্ত কিছু মৎস্য অভয়াশ্রম হুমকির মুখে পড়েছে এবং অভয়াশ্রম এর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে ; ২) অবৈধভাবে অভয়াশ্রম হতে মাছ চুরি যাওয়া একটি বড় সমস্যা বলে চিহ্নিত হয়েছে; ৩) জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে জটিলতার উদ্ভব হয়েছে এবং সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ কার্যক্রমকে আংশিক বাধাগ্রস্ত করেছে; ৪) সমাজের প্রভাবশালী ও স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক অভয়াশ্রমের মাছ জোরপূর্বক আহরণের ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল; ৫) বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে ছাগল ক্রয়ের পর পর রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ফলে দরিদ্র সুফলভোগীগণ মূলধন হারিয়ে ফেলেছে; ৬) স্থানীয় প্রভাবশালীদের দৌরাত্মে প্রকৃত গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষভাবে মৎস্যজীবীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন; ও ৭) প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীগণকে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ক্রয় বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থ পারিবারিক কাজে ব্যয় করা হয়েছে ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৭.১ পরিমাণগত বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত

প্রকল্পের আওতায় গরীব মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী, কর্মহীন, দুঃস্থ, বেকার যুবক-যুবতীদের নিকট হতে তথ্য উপাত্ত প্রশ্ন জরিপ এর মাধ্যমে ১৬ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে ১৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের সুফলভোগী এবং প্রকল্প বহির্ভূত পরোক্ষ সুফলভোগীদের প্রদত্ত তথ্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৭.১.১ বয়স

তথ্য প্রদানকারী সুফলভোগীগনের বয়স নিম্নে ২০ ও সর্বোচ্চ ৬৫+ বৎসর। বয়সভিত্তিক সুফলভোগীদের শতকরা হার নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো:

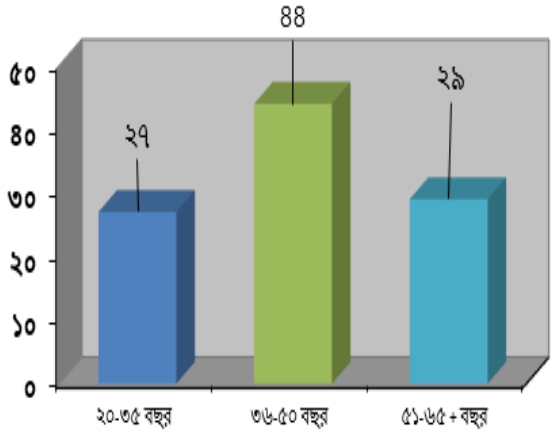

চিত্র ১১: সুফলভোগীদের বয়স

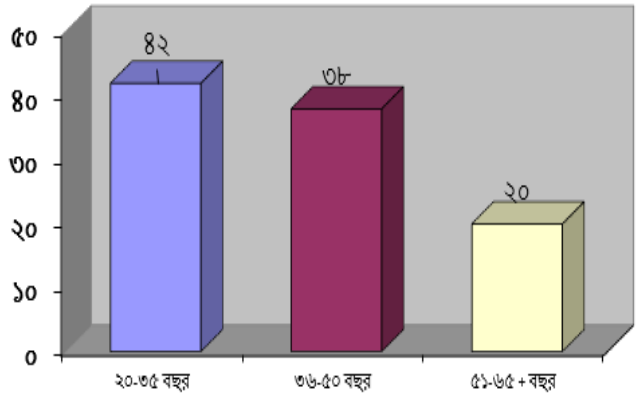

চিত্র ১২: পরোক্ষ সুফলভোগীদের বয়স

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে , প্রকল্পের সুফলভোগীদের বয়স সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪৪% (৩৬-৫০বৎসর) ও পরোক্ষ সুফলভোগীদের ৪২% (২০-৩৫বৎসর)। সুফলভোগীগণের মাধ্যে সব বয়সের মানুষ এ ধরনের কাজে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

৭.১.২ শিক্ষাগত যোগ্যতা

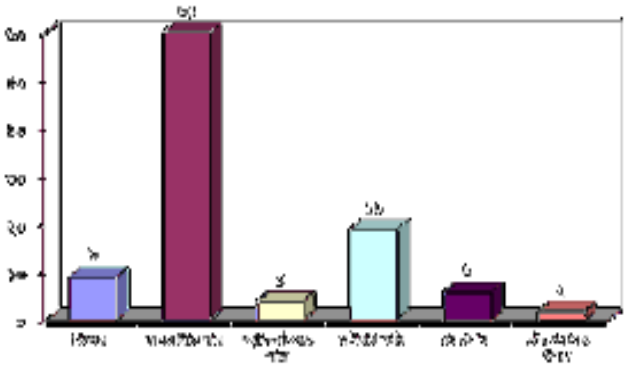

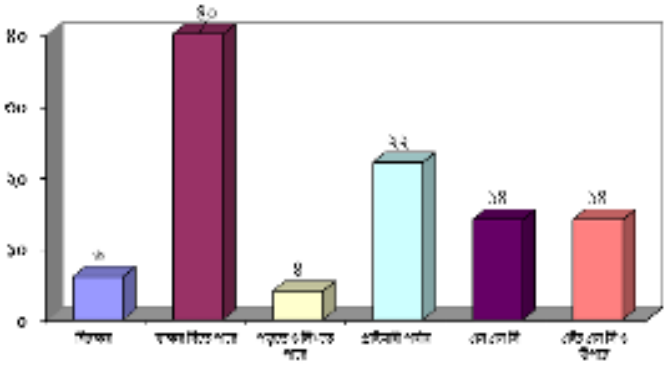

চিত্র ১৩: সুফলভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

চিত্র ১৪: পরোক্ষ সুফলভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সুফলভোগী ও পরোক্ষ সুফলভোগী (পড়তে ও লিখতে পারে হতে এইচএসসি ও উপরে) জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত লোকের হার যথাক্রমে ৩১% ও ৫৪%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর HIES 2016 অনুযায়ী গ্রামীণ শিক্ষিতের হার ৬৩.৩%। উল্লেখ্য সুফলভোগী ও পরোক্ষ সুফলভোগী সমাজের নিম্নস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী জনগোষ্ঠী বিধায় শিক্ষিতের হারের তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে যা গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। (BBS 2017)

৭.১.৩ মুখ্য পেশা

পেশা	সুফলভোগী গড় (%)	পরোক্ষ সুফলভোগী গড় (%)
১. কৃষিকাজ/ শ্রমিক	০৪	২৪
২. সাধারণ শ্রমিক	০১	০১
৩. রিক্সা/ভ্যান চালক	০১	০১
৪. হস্ত শিল্প	০৮	০৬
৫. মাছের শুটকি	০	০
৬. ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৮	৩৫
৭. মাছ চাষ	১৪	০৩
৮. মাছ ধরা	৪৭	২৭
৯. অন্যান্য (পোনা বেচাকেনা, ফেরি করা, বাসা বাড়ীতে কাজ করা, কাথা সেলাই, ফসল তোলা ইত্যাদি)	০৭	০৩

সারণী ৭: সুফলভোগী ও পরোক্ষ সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর পেশা

সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর মুখ্য পেশা মাছ ধরা (৪৭%), দ্বিতীয় স্থানে ক্ষুদ্র ব্যবসা (১৮%) ও তৃতীয় স্থানে মাছ চাষ (১৪%)। অন্যদিকে পরোক্ষ সুফলভোগীদের মুখ্য পেশা যথাক্রমে ক্ষুদ্র ব্যবসা (৩৫%), মাছ ধরা (২৭%) ও কৃষিকাজ/ শ্রমিক (২৪%)। এখানে লক্ষনীয় সুফলভোগী ও পরোক্ষ সুফলভোগী উভয় দলে পেশার ভিন্নতা বেড়েছে।

৭.১.৪ ক) জমির মালিকানা

সুফলভোগী গড়ে ১৯ শতক ও পরোক্ষ সুফলভোগী গড়ে ৮০ শতক জমির মালিক। ফলে পরোক্ষ সুফলভোগীবৃন্দ জমি থেকে কিছু আয় করতে পারেন।

খ) ভিটেমাটি মালিকানা

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে করে দেখা যায় যে, সুফলভোগী ও পরোক্ষ সুফলভোগী (৯০% ও ৯৩%) উভয় জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ নিজ জমিতে বসবাস করেন।

সারণী ৮: ভিটেমাটির মালিকানা

বিবরণ	সুফলভোগীর গড় (%)	পরোক্ষ সুফলভোগীর গড় (%)
১.নিজ জমি	৯০	৯৩
২. লীজ/ সরকার থেকে প্রাপ্ত	০২	০২
৩. অন্যের জমি	০৫	০৩
৪. খাস জমি	০২	০১
৫. সরকারি বাঁধ/ বনভূমি/ চর	০	০
৬. প্রতিষ্ঠান চত্বর	০	০
৭. অন্যান্য.....	০১	০১

৭.১.৫ পানীয় জলের উৎস

সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের চিত্রে উপস্থাপন করা হলোঃ

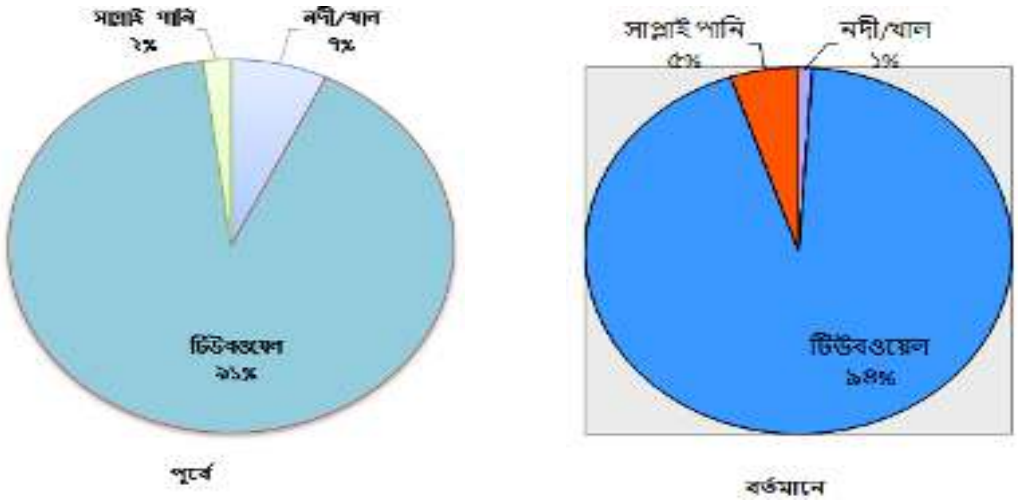

চিত্র ১৫: সুফলভোগীবৃন্দের প্রকল্প শুরুর পূর্বে (২০০৯) ও বর্তমানে (২০১৯) পানীয় জলের উৎস

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীবৃন্দ প্রকল্প শুরুর পূর্বের ৯১% তুলনায় বর্তমানে ৯৪% টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করছেন। তবে নদী/ খালের পানির ব্যবহার ১% এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey 2016 অনুযায়ী গ্রামীণ পানীয় জলের উৎসের তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী ৯: খাবার পানির উৎস এবং বাসস্থান মোতাবেক খানা বিভাজনের শতকরা হার HIES 2016 এবং HIES 2010 (BBS, 2017)

বাসস্থান এবং পানীয় জলের উৎস	২০১৬	২০১০
গ্রামীণ	১০০.০০	১০০.০০
সাপ্লাই পানি	২.১৪	১.৪৭
টিউবওয়েল	৯৪.৯৩	৯৪.৯৭
পুকুর/ নদী/ খাল	১.৪৬	১.২৭
কুয়া/ ইন্দারা	০.৫৩	১.২৯
ঝর্ণা পানি	০.১৪	০.১১
অন্যান্য	০.৮০	০.৮৯

উপরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার অত্র সমীক্ষায় প্রকল্প শুরুর পূর্বে ৯১% এবং HIES 2010 ৯৪.৯৭% এবং সাপ্লাই পানি যথাক্রমে ২% এবং ১.৪৭%। পুকুর/ নদী/ খালের পানি ব্যবহার সমীক্ষা ও HIES 2010 অনুযায়ী যথাক্রমে ৭% এবং ১.২৭%। অপরপক্ষে সমীক্ষা ও HIES 2016 তথ্য অনুযায়ী টিউবওয়েল, সাপ্লাই পানি এবং পুকুর/ খাল/ নদীর পানি ব্যবহারকারী যথাক্রমে ৯৪%, ৫% ও ১% এবং ৯৪.৯৩%, ২.১৪% ও ১.৪৬%। উল্লেখ্য যে, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সুফলভোগীবৃন্দ ভূমিহীন, দুঃস্থ, শ্রমিক, মৎস্যজীবী, প্রান্তিক মৎস্যজীবী এবং সমাজের নিম্নস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী জনগোষ্ঠী। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমীক্ষার তথ্যের সাথে HIES 2010 ও HIES 2016 তথ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য।

৭.১.৬ পারিবারিক ল্যাট্রিনের ধরন

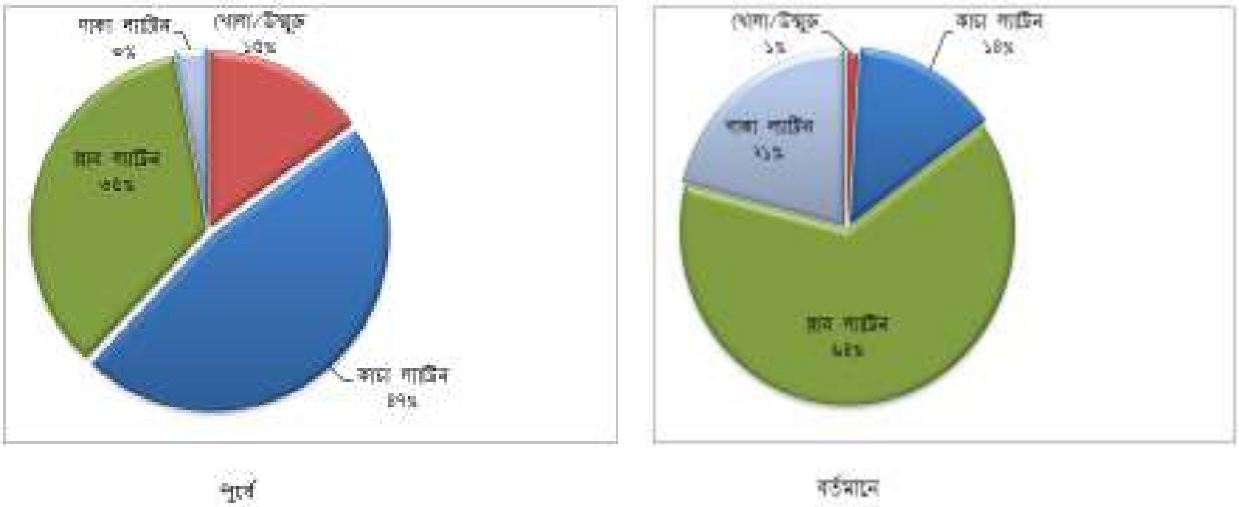

চিত্র ১৬: প্রকল্প শুরুর পূর্বে (২০০৯) ও বর্তমানে (২০১৯) সুফলভোগীগণের ল্যাট্রিনের ধরন

বর্তমানে সুফলভোগী জনসাধারণ (৬৪%) স্লাব ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন। খোলা উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রকল্প শুরুর পূর্বের তুলনায় (৩৫%) সুফলভোগী দলের স্লাব ল্যাট্রিন ব্যবহারের হার বেড়ে গেছে। উল্লেখ্য খোলা/ উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস এখনো (১%) চালু রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এ ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে ১৯৯০ সনে ৩৪% হতে ২০১৫ সনে ১% হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। যাহোক উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা বর্তমানে ৬১% যা ১.১% হারে প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনের সাথে বর্তমান সমীক্ষার ফলাফল সঙ্গতিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। (World Bank 2016)

৭.১.৭ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি

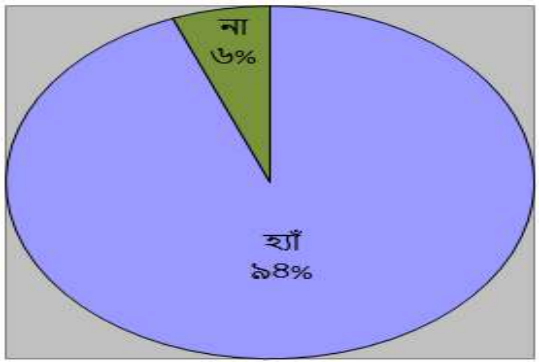

চিত্র ১৭: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি বিবরণ

সুফলভোগীদের মধ্যে ৯৪% জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু মাত্র ৬% না সূচক উত্তর দিয়েছেন এবং সম্ভবত তারাই প্রশিক্ষণ অনুসরণ করতে পারেননি। সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানকে প্রভাবিত করছে।

৭.১.৮ বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

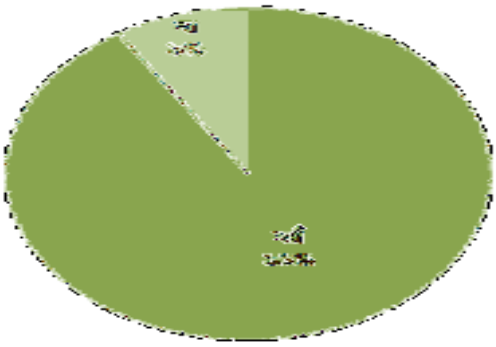

চিত্র ১৮: বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিবরণ

বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৯১% সুফলভোগী জানিয়েছেন যে, বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণের মাধ্যমে তাদের বিকল্প আয়ের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ ব্যবহারে ব্যর্থতা (৯%) ফলোআপ করা দরকার ।

৭.১.৯ বিকল্প কর্মসংস্থান এর বর্তমান অবস্থা

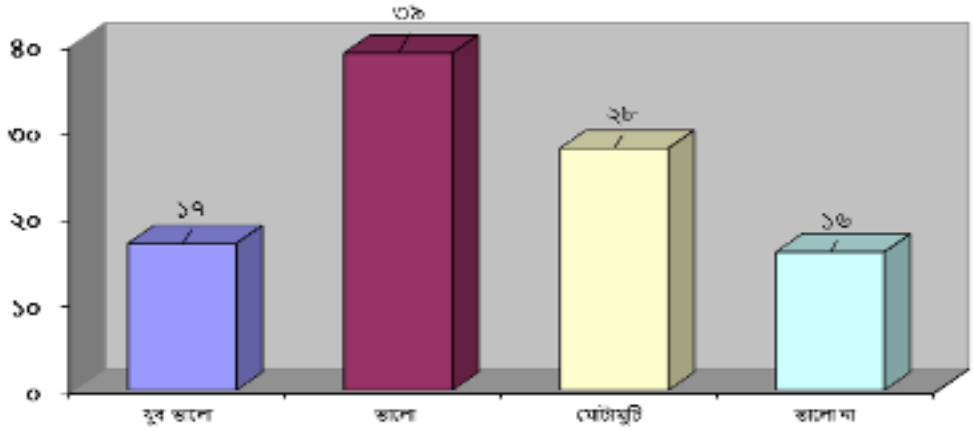

চিত্র ১৯: বিকল্প কর্মসংস্থান এর বর্তমান অবস্থার বিবরণ

প্রকল্পের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সুফলভোগীদের মধ্যে ৩৯% জানিয়েছেন যে বিকল্প কর্মসংস্থান ভালো, ১৭% বলেছেন খুব ভালো, ২৮% এর মতে মোটামুটি এবং ১৬% ভালো নয় হিসেবে মতামত দিয়েছেন। সুতরাং বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে আরো বিশদ তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে উপকরণ এর পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত হবে।

৭.১.১০ বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হতে লাভের পরিমাণ

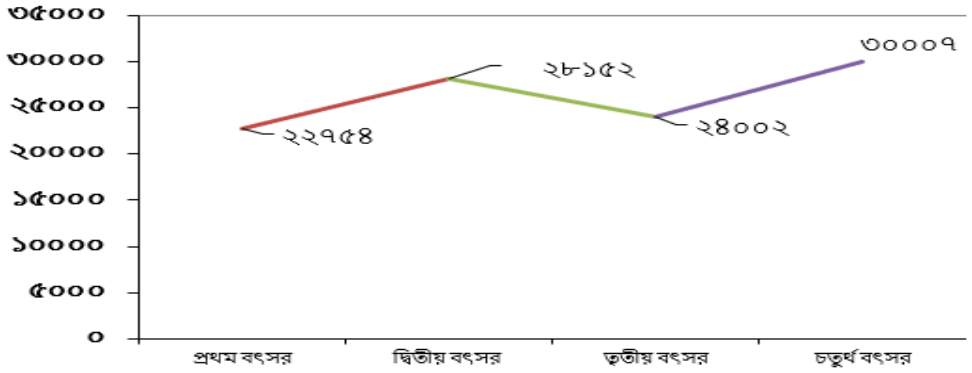

চিত্র **২০: বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হতে** বাৎসরিক **লাভের পরিমাণ**

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সুফলভোগীগণের বাৎসরিক লাভের পরিমাণ (০৪ বৎসরে সর্বোচ্চ ৩০,০০৭ টাকা) ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সুফলভোগীগণের কাজের দক্ষতা ও তাদের নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগর ফলে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধিতে (৩১.৮৭%) সহায়ক হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.১.১১ মৎস্য অভয়াশ্রম এলাকায় মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা

জরিপে অংশগ্রহণকারী সুফলভোগীর ৬৭% এবং পরোক্ষ সুফলভোগীর ৪৩% জানিয়েছেন যে, মৎস্য অভয়াশ্রমে মাছ ধরা বন্ধ থাকা সম্পর্কে তারা অবহিত নন। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন বিষয়ে বিভাগীয় প্রচারণা সন্তোষজনক নহে বলে জরিপে অংশগ্রহণকারী লোকজন এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন । মৎস্য বিভাগ হতে এ ব্যাপারে প্রচারণা জোরদার করা দরকার।

৭.১.১২ মৎস্য অভয়াশ্রম পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে মাছের উৎপাদন

সুফলভোগী ২৯% এবং পরোক্ষ সুফলভোগী ৫৪% অবহিত করেছেন যে মৎস্য অভয়াশ্রম এর পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বেড়েছে। এক্ষেত্রে মাছ উৎপাদন সম্পর্কে সুফলভোগী ও পরোক্ষ সুফলভোগীর মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মাঠ জরিপে মৎস্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ২১-৩০% বৃদ্ধি হয়েছে মর্মে জানা গেছে।

৭.১.১৩ মৎস্য অভয়াশ্রম এ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করায় আয়ের উপর প্রভাব

জরিপে অংশগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী (সুফলভোগী ৯৬.৫% ও পরোক্ষ সুফলভোগী ৪৮%) জানিয়েছেন যে, মৎস্য অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করায় তাদের আয় কমেনি।

৭.১.১৪ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে পারিবারিক মাছ খাওয়ার উপর প্রভাব

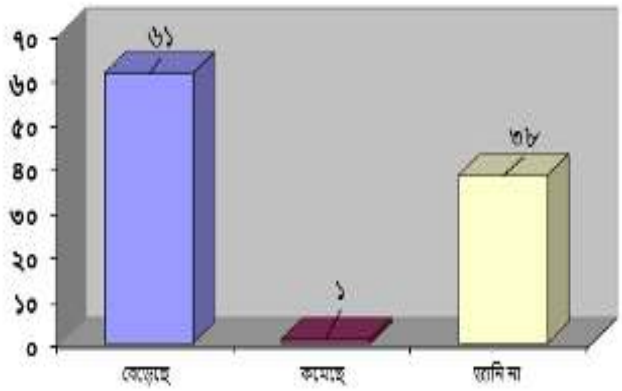

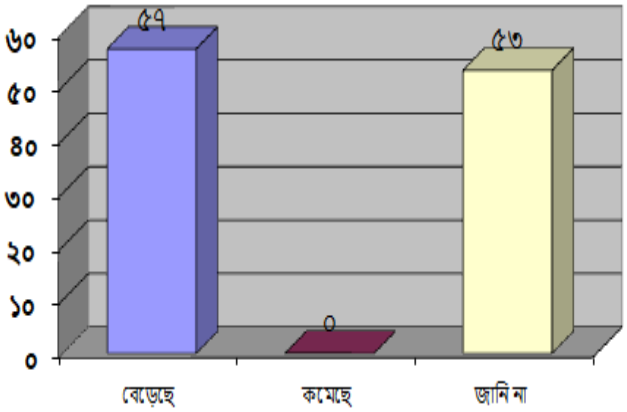

চিত্র ২১: সুফলভোগীদের পারিবারিক মাছ খাওয়ার উপর প্রভাব **চিত্র ২২: পরোক্ষ সুফলভোগীদের পারিবারিক মাছ খাওয়ার উপর প্রভাব**

সুফলভোগী ৬১% এর তুলনায় পরোক্ষ সুফলভোগী ৫৭% ওপর মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছ খাওয়ার উপর সুপ্রভাব পড়েছে বলে জানিয়েছেন। তবে উভয় দলে মাছ খাওয়া কমে যাওয়ার ব্যাপারে না সুচক তথ্য প্রদান করেছেন। সুতরাং মৎস্য অভয়াশ্রম পারিবারিক মাছ খাওয়ার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টির জন্য একান্ত কাংখিত।

৭.১.১৫ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা

মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন যে মৎস্য অভয়াশ্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনা মোটামুটি সন্তোষজনক। মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় তদারকি ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। ফলে মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম টেকসই হবে বলে আশা করা যায়।

৭.১.১৬ পুকুর-জলাশয় খনন /পুনঃখনন

পুকুর-জলাশয় খনন/ পুনঃখননের কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীগণ মাসিক ২০০০-১২০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেছেন। উল্লেখ্য যারা পুকুর খনন/ পুনঃখননের শারীরিক যোগ্যতা রাখে শুধুমাত্র তারাই এ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। জলাশয় খনন /পুনঃ খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ পারিবারিক আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

৭.১.১৭ প্রকল্পের আওতায় খনন/ পুনঃখননকৃত জলাশয়ে মাছ চাষ কার্যক্রম

জরিপের ফলাফলে জানা গেছে যে, ৯৮% সুফলভোগী মৎস্যজীবি, মৎস্যচাষী, ভূমিহীন দুঃস্থ, বেকার যুবক-যুবতী পূনঃখননকৃত জলাশয়ে মৎস্য চাষ কার্যক্রম এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। মৎস্য চাষ একটি লাভজনক পেশা। উক্ত জলাশয় সমূহে মৎস্য চাষে দক্ষতার বৃদ্ধির সাথে মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে ফলে তাদের লভ্যাংশ ক্রমান্বয়ে বাড়বে।

৭.১.১৮ সুফলভোগীগণের মৎস্য ভক্ষণ

প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীরা জানিয়েছেন যে তারা জলাশয়ে উৎপাদিত মাছ ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করে খাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে তাদের খাদ্য সরবরাহে আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বেড়েছে।

৭.১.১৯ মৎস্য বান্ধব জাল বিনিময়

মৎস্য বান্ধব বেড় জল বিনিময়ে ক্ষতিকর জালের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং মৎস্যজীবীদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষতিকর জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ এখনো চলমান রয়েছে। ক্ষতিকর জাল বন্ধের জন্য আইনের প্রয়োগ, ক্ষতিকর জাল ক্রয়-বিক্রয় এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য বিভাগকে আরো উদ্যোগ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭.১.২০ জাল বিনিময়ের ফলে আয়ের পরিবর্তন

জরিপে অংশগ্রহণকারী ২৯% সুফলভোগী জানিয়েছেন যে, জাল বিনিময়ের ফলে তাদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত বেড় জাল নির্দিষ্ট আকারের মাছ ধরার জন্য উপযুক্ত বিধায় মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৭.১.২১ পোনা মজুদকৃত জলাশয়ের বর্তমান অবস্থা

প্রকল্প হতে যে বৎসর পোনা মজুদ করা হয়েছিল সে বৎসর মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মৎস্যজীবীরা সহ সংশ্লিষ্ট সকলে লাভবান হয়েছিলেন। পরবর্তীতে গড়ে ৫০% জলাশয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) পোনা মজুদ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের এ উদ্যোগকে টেকসইকরনের জন্য মৎস্য বিভাগীয় প্রত্যক্ষ সহযোগীতা দরকার বলে মনে হয়। তবে পোনা মজুদের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ের উৎপাদনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৭.১.২২ পরিবারিক মাসিক আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় (সুফলভোগী)

সুফলভোগীগণের পারিবারিক মাসিক গড় আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় নিচের চিত্রে প্রদত্ত হলোঃ

[redacted]

চিত্র ২৩ ঃ সুফলভোগীগণের পারিবারিক মাসিক গড় আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

উপরের চিত্রে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্তমানে (২০১৯) সুফলভোগীগণের মাসিক গড় আয় ১১,২৫৬ টাকা যা প্রকল্প শুরুর পূর্বে অর্থাৎ ২০১০ সনে ছিল ৭,৮৬৫ টাকা। এক্ষেত্রে ২০১০ এর তুলনায় ২০১৯ সনে মাসিক গড় আয় বৃদ্ধি ৩০.১২%। অপরদিকে ২০১০ ও

২০১৯ সনে মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬,৯৩০ টাকা ও ৮,২৪৭ টাকা। পারিবারিক মাসিক ব্যয় বৃদ্ধি ১৫.৯৬%। ২০১০ সনে সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর মাসিক আয় কম থাকায় তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণও কম ছিল কিন্তু বর্তমানে (২০১৯) তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ (১৭৬৫ টাকা) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক সঞ্চিত অর্থ তারা উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করতে সচেষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া বর্তমানে তারা বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (NGOs) সাথে উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়ে (বৃদ্ধি ৫০.৫২%) বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য অত্র প্রকল্প ছাড়াও প্রকল্প এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিভিন্ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিভাগের একাধিক প্রকল্প এবং NGO দের কার্যক্রম সুফলভোগীদের মাসিক আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.১.২৩ HIES 2016 খানা জরিপে আয় ব্যয় এর বিবরণ

মুখ্য ফলাফল	HIES ২০১৬			HIES ২০১০		
আয় (মাসিক টাকা)	মোট	গ্রামীণ	শহরে	মোট	গ্রামীণ	শহরে
খানা প্রতি আয়	১৫৯৪৫	১৩৩৫৩	২২৫৬৫	১১৪৮৯	৯৬৪৮	১৬৪৭৫
মাথা পিছু আয়	৩৯৩৬	৩২৫৬	৫৭৪৮	২৫৫৩	২১৩০	৩৭৪১
ব্যয় (মাসিক টাকা)						
মোট খানা প্রতি ব্যয়	১৫৭১৫	১৪১৫৬	১৯৬৯৭	১১২০০	৯৬১২	১৫৫৩১
ভোগ ব্যয়	১৫৪২০	১৩৮৬৮	১৯৩৮৩	১১০০৩	৯৪৩৬	১৫২৭৬
Source: BBS 2017.pdf						

উপরের সারণিতে প্রদত্ত তথ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, গ্রামীণ খানার গড় মাসিক আয় ২০১৬ - ২০১০ সনে যথাক্রমে টাকা ১৩,৩৫৩ ও ৯,৬৪৮। অত্র প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালিত জরিপ মোতাবেক সুফলভোগী জনগোষ্ঠী মাসিক গড় আয় ২০১৯ ও ২০১০ সনে (অনুচ্ছেদ নং ৭.১.২২) যথাক্রমে টাকা ১১,২৫৬ ও ৭,৮৬৫ মাত্র। উল্লেখ্য বর্তমান জরিপে অংশগ্রহণকারী সুফলভোগীগন ভূমিহীন, মৌসুমী আয় ভিত্তিক এবং তাদের আয় শ্রমের উপর নির্ভরশীল । সুতরাং আলোচ্য সমীক্ষার আয়ের তথ্য HIES ২০১৬ এর তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে HIES ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী খানাপ্রতি গড় মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ২০১৬ ও ২০১০ সনে যথাক্রমে ১৪,১৫৬ ও ৯,৬১২ টাকা। অত্র সমীক্ষায় ২০১৯ ও ২০১০ সনের খানাপ্রতি মাসিক গড়ে ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৭,৮৬৫ ও ৬,৯৩০ টাকা মাত্র। মৎস্যজীবীগন সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । এ প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত মাসিক গড় ব্যয়ের তথ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য।

৭.১.২৪ প্রকল্প শুরুর পর ব্যক্তিগত পর্যায়ে কি কি লাভ বা পরিবর্তন

(একাধিক উত্তর বিবেচিত)

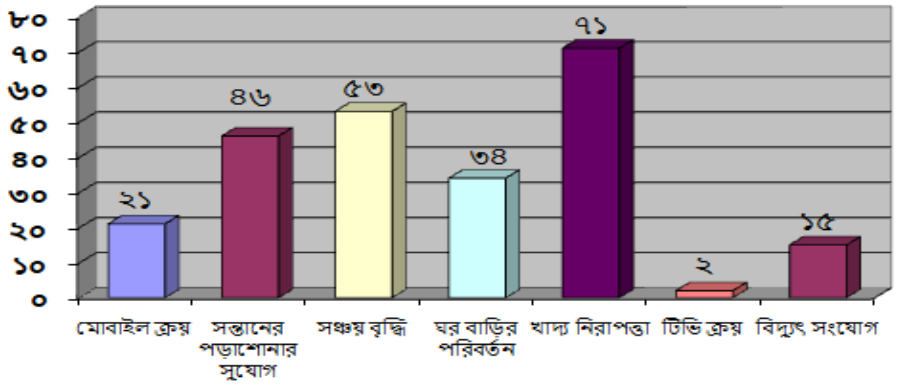

চিত্র ২৪ : প্রকল্প শুরুর পর ব্যক্তিগত পরিবর্তন

উপরের চিত্রে দেখা যায় যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফলভোগী পরিবার গুলোর মধ্যে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ৭১% পরিবার এখন প্রতিবেলা ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করতে সক্ষম অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়াও পারিবারিক ভাবে ৫৩% সঞ্চয় বৃদ্ধি, ৪৬% সন্তানের পড়াশোনার সুযোগ, ৩৪% ঘরবাড়ির পরিবর্তন, ২১% মোবাইল ক্রয়, ১৫% বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর পারিবারিক আর্থিক উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। কারণ তাদের কর্মদক্ষতা এবং নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।

৭.১.২৫ তিন বেলা খাওয়ার অবস্থা

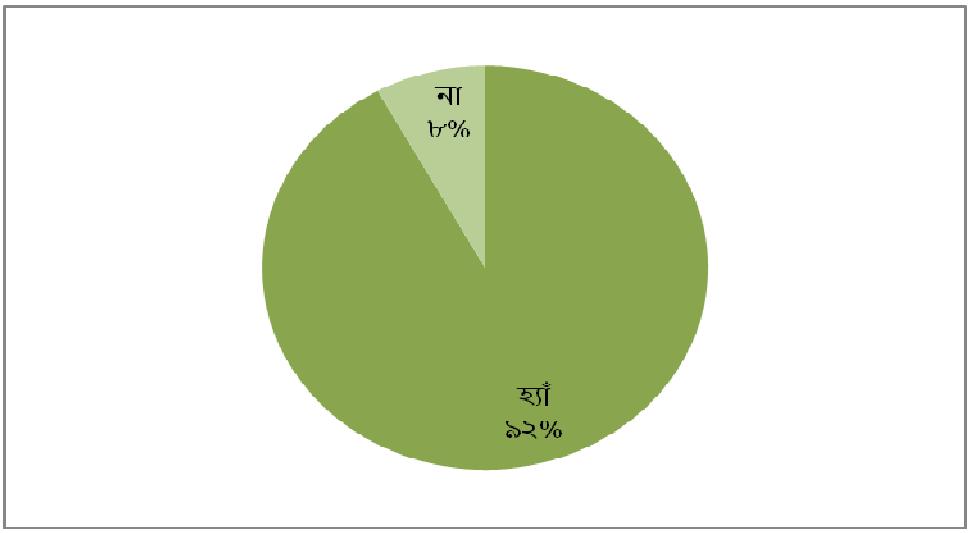

চিত্র ২৫ : তিন বেলা খাওয়ার অবস্থা

চিত্রে দেখা যায় যে, বেশীরভাগ পরিবার অর্থাৎ ৯২% পূর্বের তুলনায় এখন তিন বেলা পেট পুরে খেতে সক্ষম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বেশিরভাগ মৎস্যজীবী এখন দৈনন্দিন চাহিদা মোতাবেক খাদ্য সরবরাহে সক্ষমতা অর্জন করেছে। তবে সুফলভোগীদের মধ্যে ৮% এখনো খাদ্য ঘাটতির মধ্যে রয়েছেন।

৭.১.২৬ গত বার মাসে মৎস্যজীবী পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে না পারার প্রধান কারণ

উল্লেখযোগ্য খাদ্য ঘাটতির প্রধান কারণ ছিল কাজের নিরাপত্তার অভাব (৭১%); বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় (৪২%), উচ্চ খাদ্য মূল্য (৩১%), নিয়মিত নগদ আয়ের অভাব (০৮%) ইত্যাদি। সুতরাং বছরব্যাপী কাজে নিরাপত্তার অভাব এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৭.১.২৭ সাপ্তাহিক শ্বেতসারযুক্ত খাবার গ্রহণের অবস্থা

বেশিরভাগ সুফলভোগী অর্থাৎ ৯৫% শ্বেতসার যুক্ত প্রধান খাদ্য (যেমনঃ চাউল, আটা, মুড়ি, আলু ও মিষ্টি আলু, ভুট্টা) খেতে সক্ষম হয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, পরিবারগুলোর অনাহার অবস্থা বর্তমানে প্রায় কেটে গেছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা প্রায় অর্জিত হতে চলেছে।

৭.১.২৮ সাপ্তাহিক মাছ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ

৯৫% সুফলভোগী পরিবার এখন মাছ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে যা প্রমাণ করে যে, তারা প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

বক্সঃ ৩

বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে সমন্বিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করায় ক্রমান্বয়ে মৎস্য উৎপাদন বেড়ে চলেছে। বিগত ২০১৮ সালে জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা এবং জনপ্রতি মাছ গ্রহণের পরিমাণ ২১.৯০ কেজি অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে বাংলাদেশে মোট মাছের চাহিদা ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ৪১.৩৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাণীজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান ৬০%। (মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ২০১৮)

৭.১.২৯ সাপ্তাহিক প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ

বর্তমানে ৫৭% পরিবার প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমনঃ ডিম ও মাংস খেতে সক্ষম। অপরপক্ষে ৪৩% এখনো মাছ ব্যতীত অন্য প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে না।

৭.১.৩০ সাপ্তাহিক দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ

দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য যেমনঃ দুধ, পনির, দই ইত্যাদি ৭৭% পরিবার এখন গ্রহণে সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং ২৩% এখনো এর বাইরে রয়েছে।

৭.১.৩১ এ ধরনের প্রকল্পের উপকারিতা

এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৩% মাছের উৎপাদন, ৫৬% বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ, ৪৩% জাল বিনিময়, ২৮% প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সুফলভোগীগণ উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সুফলভোগীগণের জীবিকায়নে মাছের উৎপাদন, বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ এর প্রভাব ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

৭.১.৩২ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা

৯৩% সুফলভোগী পরিবার মনে করে এ ধরনের প্রকল্পের প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। সুতরাং এ ধরনের প্রকল্প পুনরায় চালু করা দরকার।

৭.১.৩৩ মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ

জরিপে প্রাপ্ত মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে সুফলভোগীদের যোগাযোগের তথ্য নিম্নের চিত্রে প্রদত্ত হলোঃ

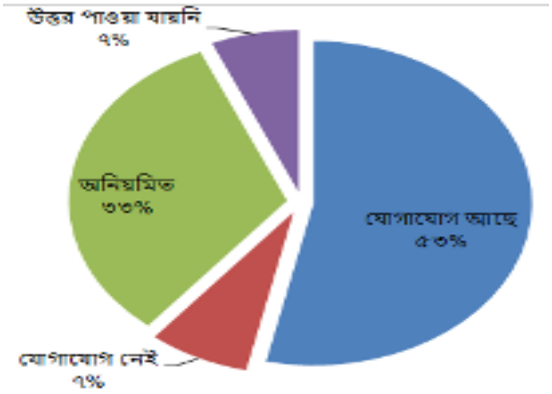

চিত্র ২৬ : মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের বিবরণ

উপরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৫৩% সুফলভোগীর সাথে মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যোগাযোগ বিদ্যমান রয়েছে। ৩৩% অনিয়মিত ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং তারা উক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন না কোন ভাবে উপকৃত হচ্ছেন এবং ক্রমান্বয়ে তাদের মৎস্য চাষ বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা মানব সম্পদ উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.১.৩৪ সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার সদস্য

জরিপের আওতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৪% সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সদস্য। অবশিষ্ট ৪৬% এখনো কোন সংস্থার সদস্য নন। সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সদস্যবৃন্দ তাদের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় তারা উন্নয়নের মহাসড়কে সংযুক্ত হতে পেরেছেন এবং তাদের পারিবারিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ পেয়েছেন।

চিত্র ২৭ : প্রশ্নমালার মাধ্যমে সুফলভোগীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ

৭.২ গুণগত বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত (KII, FGD, Workshop)

৭.২.১ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত মতামত (Key informant interviews-KIIs)

❖ **জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের মতামত**

প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ দিকনির্দেশনা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। অত্র প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের উপর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে যা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় বর্ণিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মৎস্যচাষী/ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধপূর্বক স্থানীয় প্রশাসন ও সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততায় মৎস্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। জেলা কমিটিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত

চিত্র ২৮ : জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবন্দের সঙ্গে

তথ্য উপাত্ত ও মতামত নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক) অত্র প্রকল্পের অধিকাংশ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

খ) প্রকল্পের আওতায় জলাশয় খনন/ পুনঃখনন কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গরীব, কর্মহীন শ্রমিক, মৎস্যজীবী খন্ডকালীন কাজের সুযোগ পেয়েছেন এবং মজুরী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ পারিবারিক কাজে ব্যয় করেছেন। তবে মাটি খননের দর হার কম থাকায় অনেক শ্রমিক আপত্তি জানিয়েছেন। (প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত মাটি খনন প্রতি ঘনমিটার দর প্রথমে ৬০.৭৭ টাকা এবং প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে ৯১.১১ টাকা)। খনন/ পুনঃখননকৃত জলাশয়ে সুফলভোগী মৎস্যচাষীরা যথারীতি মাছ চাষ করে লাভবান হচ্ছেন। মৎস্য চাষে জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এভাবে সুফলভোগী জনগোষ্ঠী মৎস্য চাষে খন্ডকালীন কাজের সুযোগ পেয়েছেন।

গ) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনকে তারা সবচেয়ে সফল কার্যক্রম বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষিত হয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় মাছ ও অন্যান্য মাছের প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য জলজ জীব যেমন শামুক, কচ্ছপ, ব্যাঙ ইত্যাদি নিরাপদ আশ্রয়স্থল পেয়েছে। তাছাড়া পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা সহ অন্যান্য পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহে গড়ে ২১-৩০% পর্যন্ত মাছের প্রাচুর্য্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অভয়াশ্রম পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বেড়েছে এবং মৎস্যজীবীদের আয় আগের তুলনায় বেড়ে গেছে।

ঘ) প্রকল্পের অধীনে জাল বিনিময়ের ফলে ক্ষতিকর জালের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে কমেছে। ফলে খাল-বিলে মাছ শূন্য অবস্থা বর্তমানে বিরাজ করছে না। এমতাবস্থায়, জেলেদের আয় পূর্বের তুলনায় বেড়েছে বলে তারা জানান। মৎস্য অভয়াশ্রম এলাকায় বর্তমানে মৎস্যজীবী ও স্থানীয়দের মধ্যে মৎস্য সংরক্ষণে সচেতনতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ জানিয়েছেন যে বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ যেমন গরু, ছাগল, রিক্সা-ভ্যান, সেলাই মেশিন, জাল, বাইসাইকেল ও পোনা পরিবহনের জন্য পাতিল ইত্যাদি প্রদানের ফলে সুফলভোগীগণ গড়ে প্রতিদিন ২৫০ টাকা আয় করেছেন। সুতরাং, তাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধির ফলে তারা কেউ এখন আর অভুক্ত থাকেন না তবে এই কার্যক্রমে সফলতার হার ৩০% এর অধিক নহে। এক্ষেত্রে কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য ফলোআপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

চ) মুক্ত জলাশয় প্রকল্প হতে পোনা মজুদের ফলে মৎস্যজীবীরা অধিক হারে মাছ পেয়েছেন এবং তাদের আয় বেড়েছে। কিছু জলাশয়ে সুফলভোগী মৎস্যজীবীরা নিজেরাই পোনা মজুদ অব্যাহত রেখেছেন এবং লাভবান হচ্ছেন। তবে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে পোনা মজুদ করা হলে তা আরো লাভজনক হবে বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ছ) ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে তাদের মধ্যে মৎস্য চাষে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য অফিসের সাথে তাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা মৎস্য চাষে পূর্বের তুলনায় বেশি লাভবান হচ্ছেন।

জ) মৎস্যচাষী/ মৎস্যজীবীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের ফলে তাদের কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মৎস্য চাষ বিষয়ক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ নিম্নবর্ণিত সুপারিশ প্রদান করেছেনঃ

১) জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি পতিত জলাশয় খনন/ পুনঃখনন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন;

২) পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আরো অধিক সংখ্যক মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা দরকার। মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণে বাজেট বৃদ্ধি এবং দেশীয় বিপন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ করা প্রয়োজন;

৩) গরীব, দুঃস্থ, কর্মহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা যেতে পারে;

৪) জলাশয়ের উৎপাদনশীলতার সদ্ব্যবহার, কর্মসংস্থান ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির জন্য মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা দরকার।

❖ **উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের মতামত**

চিত্র ২৯: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

অত্র প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালায় গঠিত উপজেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপন কমিটিতে তিনি সদস্য সচিবের দায়িত্ব প্রাপ্ত। পতিত হাজা-মজা জলাশয় চিহ্নিত করে বিভাগীয় প্রকৌশলীর দ্বারা স্কীম প্রস্তুত পূর্বক খনন/ পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করে সুফলভোগীদের দ্বারা মৎস্য চাষ কাজে তিনি কারিগরী সহায়তা প্রদান করে

থাকেন। খননকৃত জলাশয়সমুহে মৎস্য চাষ করার জন্য সুফলভোগী সদস্যগণের মৎস্য চাষ বিষয়ে কারিগরী জ্ঞানের জন্য আরো প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার বলে তারা মতামত প্রদান করেছেন। স্পিলওয়ে নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিলে মাছের উৎপাদন বেড়ে গেছে। ফলে সুফলভোগীদের মাছ ধরা থেকে আয়ও বেড়ে গেছে। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ নিরাপদ আশ্রয়স্থল পাওয়ায় মাছের প্রজনন, বংশ বিস্তার ও প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একই সঙ্গে অন্যান্য ডিমওয়ালা মাছ নিরাপদ আশ্রয়স্থল পাওয়াতে তাদের উৎপাদন বেড়ে গেছে। সর্বোপরি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে জলজ পরিবেশে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি অভয়াশ্রমে ২০-৩০ প্রজাতির মাছের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণের মাধ্যমে সুফলভোগীগণ গড়ে প্রতিদিন ২০০ টাকার বেশি আয় করতে সমর্থ হয়েছেন। বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ প্রাপ্তির ফলে একদিকে তাদের আয়ের উৎস তৈরি হয়েছে অন্যদিকে পরিবার থেকে কর্মহীনতা দূরীভূত হয়েছে। এতে উপকরণ গ্রহীতা পরিবারসমূহের তিন বেলা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। তবে সেলাই মেশিন গ্রহীতাগণকে কমপক্ষে দুই মাস সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা আরও দক্ষতার সাথে সেলাই কাজ করতে পারতেন। মুক্ত জলাশয়ে সুফলভোগীগণ অন্তত ৫০%জলাশয়ে এখনো নিজ উদ্যোগে ও ব্যয়ে পোনা মজুদ কার্যক্রম চালু রেখেছেন বলে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ অবহিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের সংগঠন ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। প্রকল্প হতে মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পুকুর লীজ নিয়ে মৎস্য চাষ করছেন। এভাবে আত্ম-কর্মসংস্থান, মাছ উৎপাদন ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে , তাছাড়া ও পরিবারের সদস্যদের মাছ চাষের দক্ষতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন, গরীব মৎস্যজীবী, দুঃস্থ, বেকার, যুবক-যুবতীদের অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের (CBO) মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন। এভাবে সমাজের অতি দরিদ্র ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

<u>সুপারিশঃ</u>

১) বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণের পরিমাণ এবং খানা প্রতি অর্থ বাড়ানো প্রয়োজন;

২) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যা ইকোসিস্টেমকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করছে;

৩) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে নদী- নালা- বিল- পুকুর পানির অভাবে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জুরুরী ভিত্তিতে তা খনন/ পুনঃখনন করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়;

৪) এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

- **উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দের মতামত**

অত্র প্রকল্প চলাকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দের অধিকাংশ অন্য উপজেলায় বদলি হয়ে গেছেন। যারা বর্তমানে কর্মরত আছেন তাঁদের অধিকাংশ অত্র প্রকল্প সম্পর্কে অবগত নন। (উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজানগর, পাবন, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ ও পরগাছা, রংপুর)। এমতাবস্তায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া এবং ফুলবাড়ী, দিনাজপুর এর নিকট হতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত (KII) সংগ্রহীত হয়েছে।

অত্র প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধি ও জীবিকা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ জানিয়েছেন যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ৭৫% থেকে ৮০% অর্জিত হয়েছে। জলাশয় খনন/ পুনঃখনন কাজ সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে তারা অবহিত করেছেন। বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ প্রকল্প হতে প্রদান করায় মানুষের আয় বেড়েছে। মুক্ত

জলাশয়ে পোনা মজুদ ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন এর ফলে দেশীয় মাছের প্রাপ্যতা বেড়েছে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে মাছ এর মূল্য নেমে এসেছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দ নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করেছেনঃ

১) মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ।

২) সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রমে বিভাগীয় তদারকি জোরদার করা দরকার ।

৩) সরকারি জলাশয় সমুহ খনন/ পুনঃখনন এর মাধ্যমে মৎস্য চাষের আওতায় আনা হলে পরিবেশের উন্নতিসহ মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৪) প্রকল্পের কারিগরি প্রশিক্ষণ এর ওপর আরো গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

৫) সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও সচেতনতার ফলে সামাজিক সৌহার্দ্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

❖ জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বৃন্দের মতামত

মৎস্যজীবী, গরীব, দুঃস্থ, ভূমিহীন, বেকার যুবক-যুবতীদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিধায় এ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে তাদের প্রদত্ত তথ্য উপাত্ত ও মতামত সাক্ষাতকারের(KII) মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। তাঁদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

চিত্র ৩০ : (ক) : গণ্যমান্য ব্যাক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

চিত্র ৩০ (খ) : জনপ্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার

১) উত্তরদাতা ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ জানান যে তারা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত।

২) প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় বিভিন্ন কমিটিতে তারা সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩) বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ বিতরণের ফলে গরীব দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের আয়ের পথ সুগম হয়েছে। তারা এভাবে আয়ের অর্থ দ্বারা অন্ততঃপক্ষে খাদ্যের সংস্থান করতে পেরেছেন। সেলাই মেশিন এ ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। ভ্যান-রিকশা ও উপকারে এসেছে। অনেকেই প্রকল্পের পুঁজি কাজে লাগিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪) প্রকল্প থেকে বেড় জাল বিতরণের ফলে ক্ষতিকর জালের ব্যবহার কমে এসেছে।

৫) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও প্রজননের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক হারিয়ে যাওয়া মাছ আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে।

৬) প্রকল্পের আওতায় জলাশয় খননের ফলে পতিত জলাশয় উৎপাদনশীল জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

৭) এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গরীব দুঃস্থ জনসাধারণের অভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। এ ধরনের প্রকল্পের কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সুপারিশঃ

১) মাছ চাষের জন্য প্রকল্প হতে অথবা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে কিছু পুঁজির ব্যবস্থা করা দরকার।

২) মৎস্য চাষ সহ উপার্জনমূলক অন্যান্য বিষয় যেমনঃ সেলাই, গাছের চারা উৎপাদন, মাছের পোনা উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে আরো দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

৩) মৎস্য অভয়াশ্রমের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এতে দেশীয় মাছ রক্ষা পাবে। মাছের উৎপাদন বাড়বে এবং মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি পাবে। গরীব দুঃস্থ মানুষ কম মূল্যে মাছ ক্রয় করে খেতে পারবে।

৭.২.২ দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামত (Focused Group discussions-FGDs)

- **মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সুফলভোগীদের সাথে দলীয় আলোচনার (FGD) বিবরণী**

মৎস্যজীবীদের সাথে ৩টি দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও কামারখন্দ উপজেলায় ও ১টি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলীয় আলোচনায় উপস্থিত ও সুফলভোগীদের তালিকা **(পরিশিষ্ট)** প্রদত্ত হলো। দলীয় আলোচনা চেকলিস্ট অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। দলীয় আলোচনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে আলোচনা হয়েছেঃ

চিত্র ৩১ : দিয়ার বিল মৎস্য অভয়াশ্রম মনিরামপর মানিকগঞ্জ

চিত্র ৩২ : ঠেলা জাল দিয়ে মাছ ধরার দৃশ্য

চিত্র ৩৩ : পরামর্শকবৃন্দ কর্তৃক অভয়াশ্রম পরিদর্শন ও এফজিডি পরিচালনা

১। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল সৃষ্টি হয়েছে। এখানে ডিমওয়ালা মাছ নিরাপদে প্রজনন করতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম ইতিবাচক পরিবেশ এর প্রভাবে সারা বছর বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যাচ্ছে। মৎস্য আভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণে অভয়াশ্রম ও ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটে বলে জানা গেল।

২। অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফলে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূর হয়েছে। উপকারভোগীরা নিজ উদ্যোগে অভয়াশ্রম তৈরির চেষ্টা করছে।

৩। উপকারভোগীগণ জানান যে, সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগে অভয়াশ্রমকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিভাগীয় আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি, মৎস্য অফিসার কর্তৃক তদারকি ও মৎস্যজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা জরুরী। তাছাড়া সুফলভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

৪। সুফলভোগীরা এ প্রকল্পটিকে মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সহজে বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ পাওয়া গেছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ পাওয়া গেছে। মাছ চাষের ফলে বর্ধিত মাছের মাধ্যমে পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। মৎস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দরিদ্রতা দূর হয়েছে এবং জীবনমান উন্নত হয়েছে।

৫। সুফলভোগীদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ, স্যানিটেশন সুবিধা, মৎস্যজীবীদের মধ্যে একতা এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে বলে সভায় জানানো হয়।

৬। প্রকল্পের মাধ্যমে পতিত পুকুর ও জলাশয়গুলোকে পূর্ণঃখননের মাধ্যমে মৎস্য চাষ যোগ্য করে তোলা, বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও জলজ পরিবেশের ভারসাম্য উন্নত করা সম্ভবপর হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১। অভয়াশ্রমগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনবোধ পুনরায় সংস্কার ও পূনঃখনন করা প্রয়োজন।

২। প্রকল্প সমাপ্তির পরেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক ফলোআপ করা দরকার।

৩। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত যেখানে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে।

৪। মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে উপকারভোগী এলাকায় জনগণের সাথে মত বিনিময় সমন্বয় সভা এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও পরিচালনা করা প্রয়োজন।

৫। মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি রেজিস্ট্রেশন ও মৎস্য বিভাগ হতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

- **সমাজভিত্তিক সংগঠন (CBO) সুফলভোগীদের সাথে দলীয় আলোচনার (FGD) বিবরণী:**

CBO সদস্যদের সাথে ২টি দলীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি পাবনা জেলার সদর উপজেলায় এবং অপরটি মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায়।

১। প্রকল্পের সাথে প্রকল্প পূর্ব এবং প্রকল্প পরবর্তী CBO সংগঠনগুলো যুক্ত হয়েছিল কিন্তু CBO সংগঠন সমূহে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলীয় মানুষ (Stake holder) নির্ধারিত এ সকল সংগঠনের সদস্য। CBO সংগঠনগুলোকে নির্বাচন ও জোটগতভাবে পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

২। CBO গঠনের উদ্দেশ্য ছিলো। যথাক্রমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দারিদ্র্য বিমোচন, বেকার দুঃস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী করা, মাছের উৎপাদন বাড়ানো এবং আত্মকর্মসংস্থানে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩। CBO গঠনের মাধ্যমে সদস্যরা মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান এবং স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। এছাড়াও নানাবিধ সামাজিক বিষয়াবলী যেমনঃ শিশু শিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ, মাদক বিরোধী সচেতনতা, সামাজিক বনায়ন, প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হওয়া সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে দলগতভাবে কাজ করার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। CBO সংগঠনের সহযোগিতার মাধ্যমে গরু ছাগল, হাঁস মুরগি পালন, মোটরসাইকেল চালানো, রিকশা-ভ্যান, সেলাই মেশিন, ইত্যাদির মাধ্যমে সদস্যগণ অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়েছে। তাছাড়া দলের কোন সদস্য পারিবারিক, সামাজিক বা আর্থিক ভাবে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে দলগতভাবে তারা সহযোগিতা করেছে যেমনঃ কারো অসুস্থতায় সাহায্য করা, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সহায়তা করা বা কারো ছেলে মেয়ে বিয়েতে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

৫। CBO সংগঠনের সদস্যগণ একে অপরের সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন করেছেন। এই সংগঠনকে আরো কার্যকর করতে হলে সদস্যদের পাশাপাশি সরকারি সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

৬। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করা সম্ভব হয়েছে। পারিবারিকভাবে খাদ্য হিসেবে অধিক মাছ গ্রহণ (Fish Intake), মহিলাদের বিকল্প কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে উপকারভোগীদের অতিদরিদ্র্যতা হ্রাস করে জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

সুপারিশঃ

১) সরকারের এ ধরণের কার্যক্রম অতি দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য চালু রাখা প্রয়োজন।

৭.২.৩ স্থানীয় কর্মশালা (Local workshops)

"অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নীলফামারী জেলার সদর উপজেলায় ২৮/০২/২০১৯ তারিখে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক) এর সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক (উপসচিব) জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক, নীলফামারী জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নীলফামারী সদর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, সুফলভোগী মৎস্যজীবি, মৎস্য চাষি/খামারী, গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার শুরুতে পরামর্শক প্রভাব মূল্যায়নের গুরুত্ব ও এ সম্পর্কিত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তারপর প্রকল্প পরিচালক জনাব সিরাজুল রহমান প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান অত্র জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্য ও অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর গঠনমূলক খোলামেলা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় সুফলভোগীবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন। কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ও সুফলভোগীগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেনঃ

১) প্রকল্পের আওতায় পুকুর জলাশয় খনন/ পুনঃখনন কাজে প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত দরহার চলতি বাজারদরের তুলনায় কম থাকায় কাজ করতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। মাটি খননের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২) প্রকল্প কতৃক বিনিময়কৃত জাল দ্বারা মাছ ধরতে অসুবিধা হচ্ছে। কারণ উক্ত জালের প্রস্থ কম। তাই টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় না করে জাল তৈরির উপকরণ যেমন সুতা, রসি, সিংক, ইত্যাদি বরাদ্দের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে মৎস্যজীবিরা তাদের প্রয়োজন মাফিক জাল তৈরি করে নিতে পারে।

৩) সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর জলাশয়ের পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর খনন/ পুনঃখননের জন্য গ্রহণের বিধান প্রকল্পে রাখা উচিত। অধিকাংশক্ষেত্রে ব্যাক্তি মালিকানাধীন পুকুরসমূহ সংস্কার করা হয়ে উঠে না।

৪) বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ হিসেবে পোনা পরিবহনের জন্য সাইকেল ও এলুমিনিয়াম পাতিল অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এতে একদিকে যেমন সুফলভোগী লাভবান হবেন অন্যদিকে পুকুরের মালিক মাছের পোনা অনায়াসে পেতে পারেন এবং মৎস্য চাষ করে লাভবান হওয়া ছাড়াও সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৫) গরিব, মৎস্যজীবী, দুঃস্থ, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দরিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম চালু রাখা দরকার। এ কার্যক্রমের ওপর উপস্থিত সুফলভোগীবৃন্দ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

৬) বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ ক্রয় বাবদ অর্থের পরিমাণ ৬,০০০ হতে ১৫,০০০ টাকা করা দরকার কারণ দ্রব্যমূল্য ইতোমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে।

৭) কৃষিজাত ফসলের ন্যায় মৎস্য চাষের জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ চালু করা দরকার। সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৮) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে দেশীয় প্রজাতির মাছ হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।তাই উন্মুক্ত জলাশয় যেখানে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে এমন জায়গায় আরো বেশি অভয়াশ্রম স্থাপন করা উচিত।

৯) বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য (Ecosystem balance) রক্ষায় সরকারি হাজা-মজা পুকুর জলাশয় মরা নদী, খাল,বিল ইত্যাদি পুনঃখনন করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হলে একদিকে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে। এতে ভূমিহীন জনগোষ্ঠী মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১০) বিকল্প আয় বর্ধক উপকরন হিসেবে প্রকল্পের অধীনে ছাগল ক্রয় করার পর কিছু ক্ষেত্রে ছাগল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছু ক্ষেত্রে মারাও যায়। তাই ছাগল ক্রয়ের সময়ে প্রানী সম্পদ বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতা গ্রহণ করা দরকার বলে সভায় জানানো হয়।

১১) অত্র এলাকায় অতি দরিদ্র পরিবারের সংখ্য হ্রাস পেলেও দরিদ্র পরিবার এখনো বিদ্যমান। তারা ভূমিহীন ও অসহায় স্বাবলম্বনহীন। তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে চালু রাখা দরকার। সুফলভোগীবৃন্দ সভায় জানান যে তারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন এবং তাদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে।

১২) আইএমইডির প্রতিনিধি সভায় জানান যে, প্রকল্পের সুফলভোগীদের সফলতার অর্থ হলো সরকারের সফলতা। তাদের নিজের পরিবারের উন্নতি হচ্ছে। পুষ্টিহীনতা থেকে মানুষের উত্তরণ হচ্ছে এ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে আগামীতে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সরকার তার সব ক্ষমতা অনুযায়ী সুফলভোগীদের সহায়তা করার উদ্যোগ নেয় কিন্তু সরকারের সীমাবদ্ধতার কারণে তা সব সময় হয়ে উঠে না।

চিত্র ৩৪ : উপ-পরিচালক (উপসচিব) জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী ও প্রকল্প পরিচালকের উপস্থিতিতে নিলফামারী জেলার সদর উপজেলায় স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন

৭.২.৪ জাতীয় কর্মশালা

অত্র প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আইএমডির সম্মেলন কক্ষে বিগত ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা এতদসঙ্গে সংযোজিত হল। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আইএমইডির মাননীয় সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। কর্মশালার শুরুতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরামর্শবৃন্দ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ওপর প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে ডঃ মোঃ শাহজাহান আলী খন্দকার প্রণীত খসড়া প্রতিবেদনের ওপর তার পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেন। তারপর কর্মশালায় মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যাহোক কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করেনঃ

চিত্র ৩৫ : আইএমইডির মাননীয় সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি এর সভাপতিত্বে এবং প্রধান অতিথি জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, মাননীয় সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালা ।

১) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিগত ২০১০ সন হতে ২০১৮ সন পর্যন্ত মৎস্য উৎপাদনের তথ্য সংযোজন করতে হবে।

২) অত্র প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার তথাকথিত মঞ্জা নিরসনে অবদান তুলে ধরতে হবে।

৩) প্রভাব মূল্যায়নের নির্দেশকসমূহ (Indicators) যথাযথভাবে অর্জনের বিষয়ে মতামতসহ উপস্থাপন করতে হবে।

৪) সুফলভোগী জন গোষ্ঠী পেশার ভিন্নতা আরো বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫) বাংলাদেশে দরিদ্র হ্রাসের একটি তুলনামূলক বিবরণী প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

৬) জনগণের দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের গৃহীত প্রকল্প ও কার্যক্রমের বিবরণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

৭) মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহের একটি তালিকা প্রতিবেদনে সংযোজন করা দরকার।

৮) অত্র প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার তথ্যের সাথে জাতীয় পুষ্টি জরিপ। এ প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করা যেতে পারে।

৯) প্রকল্প শুরুর পূর্বে এবং প্রকল্প শেষে অঞ্চল ভিত্তিক দরিদ্র ম্যাপ প্রতিবেদনে সংযোজন করা যেতে পারে।

১০) প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্রতাকে প্রভাবিত করার বিষয়ে তথ্য প্রদান করা দরকার।

১১) মৎস্য উৎপাদন কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ সংরক্ষণে জলাশয় খনন/ পুনঃখননের দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।

৭.২.৫ কেস স্টাডি

"অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প"থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ পেয়েছিলেন যা রক্ষণাবেক্ষণ বা সেই উপকরণ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করার পেছনে সংশ্লিষ্ট পরিবারের মহিলাদের যথেষ্ট অবদান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। সে ক্ষেত্রে বলা যায় উক্ত প্রকল্পের সুফল ভোগী হিসেবে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও যথেষ্ট অবদান লক্ষ্যনীয় এবং তাদের সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে । বিভিন্ন কেস স্টাডি থেকে সেই সকল বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। সেগুলো পর্যায়ক্রমিক ভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১) নীলফামারীর মোঃ ওবায়দুল হকের জীবনগাঁথা

চিত্র ৩৬ : জনাব মোঃ ওবায়দুল হক ও তার পরিবার

নীলফামারী সদর উপজেলাধীন ইটাখোলা ইউনিয়ন এর অন্তর্গত সিন্দই বড়ই ডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা জনাব মোঃ ওবায়দুল হক । বয়স আনুমানিক ৪৮ বৎসর। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন (স্বামী, স্ত্রী ও চার ছেলে) । নিজে লেখাপড়া না জানলেও চার ছেলের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের ভিটেমাটিতে ১৫ শতাংশ জায়গার উপর ঘর তুলে বসবাস করছেন। মাত্র ৮-১০ বছর বয়স হতে মাছ ধরা শুরু করেন এবং এখনো তা চালিয়ে যাচ্ছেন। বড় ছেলে অনার্সে পড়ে এবং পাশাপাশি সৈয়দপুর ইপিজেড এ চাকরি করে। মেজো ছেলে এসএসসি পরীক্ষার্থী। তৃতীয় ছেলে ৮ম শ্রেণীতে ও ছোট ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। বিগত ২০১০ সালে তিনি প্রকল্প থেকে বিকল্প কর্মস্থানের উপকরণ হিসেবে বেড় জাল ও ৬,০০০ টাকা নগদ পেয়েছেন যা দিয়ে তিনি বছরে ছয় মাস মাছ আহরণ করেন ও তা স্থানীয় বাজারের মাছের আড়তে বিক্রি করে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১৫,০০০ টাকা আয় করেন। এছাড়া তিনি ৬০০০ টাকার সাথে নিজের কিছু সঞ্চয় যোগ করে একটি রিক্সা ভ্যান কিনেছেন যা ভাড়া দিয়ে সেখান থেকে তিনি প্রতি মাসে ৭০০ টাকা করে পান। সে টাকা থেকে তিনি তার ছেলেদের পড়াশুনায় ব্যয় করেন । বর্তমানে তার টিনের ঘর চারটি, খাট /চৌকি ৪টি, মোবাইল ফোন ২টি ও চেয়ার দুইটি । এর পূর্বে তার একটি খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর ছিল,এবং দারিদ্রতার কষাঘাতে ছিলেন এবং মাঝে মধ্যে উপোস করতেন। বর্তমানে তিনি তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারছেন। আগে তাদের প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি থাকতো, তিন বেলা পেট ভরে খেতে পারতেন না।তিনি প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন । প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সহায়তা ছাড়াও তিনি ২০১২ সনে নগদ কিছু টাকা ধার নিয়ে তিনি হলুদ ও মরিচের ব্যবসা চালু করেছেন। তিনি ২০১৫ সাল থেকে নিজ বাড়িতেই শাড়ির দোকান চালাচ্ছেন। জনাব মোঃ ওবায়দুল হকের স্ত্রীর নাম জনাবা রশিদা বেগম। তিনি তার স্বামীর ব্যবসায় সহযোগিতা করেন। স্বামীর সাথে সহযোগিতা করতে পেরে তিনি যথেষ্ট আনন্দিত এবং তার পরিবারে তার সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি হলুদ মরিচের ব্যবসা থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা আয় করেন। বর্তমানে পরিবারটি আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খেতে পারেন। চার ছেলে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে তারা সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছেন। ওবায়দুল হক ও তার স্ত্রী রাশিদা বেগম জেলেদের আর্থিক উন্নতির জন্য এ ধরনের প্রকল্পের কার্যক্রম পুনরায় চালু রাখার আহ্বান জানান।

২) সঞ্জীবন দাসের জীবনমানের সমৃদ্ধি

নীলফামারী সদর উপজেলায় পলাশবাড়ী ইউনিয়নের আরেকজন সুফল ভোগী জনাব সঞ্জীবন দাস । সঞ্জীবন দাস বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে ৬,০০০ টাকা এবং বেড় জাল পেয়েছিলেন। তার মা সুরবালা দাসের সাথে কথা বলে জানা যায় সঞ্জীবন দাসের ৬,০০০ টাকা দিয়ে তিনি ০২টি ছাগল কিনেছিলেন। সেই ছাগল ০৬ মাস পরে বাচ্চা দেয় এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত মূলধন ও মাছ ধরা থেকে প্রাপ্ত মূলধন মিলিয়ে ০১ টি গরু কেনেন । বর্তমানে তাদের ছাগলের সংখ্যা ৩০টি ও গরু ০২ টি। সঞ্জীবন দাস যে কোন ব্যবসায়িক বিষয়ে তার মা ও স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করেন, যার থেকে বোঝা যায় তাদের পরিবারে নারীদের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। । তারা এখন প্রতিদিন আমিষ জাতীয় খাবারসহ সুষম খাবার খেতে পারেন, যা ১০-১২ বছর আগে তাদের কাছে স্বপ্নের মতো ছিল ।

চিত্র ৩৭ : জনাব সঞ্জীবন দাস ও তার পরিবার

৩) হরিরামপুরের রাজবংশীর পারিবারিক উন্নতির কথা

মানিকগঞ্জ জেলার অধীনে হরিরামপুর উপজেলার অন্তর্গত রাজোরা ইউনিয়নের ছালা গ্রামের সুবল রাজবংশী। ২০১২-২০১৩ সনে বাংলাদেশ সরকারের "অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প" থেকে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরন হিসেবে ৬,০০০ টাকা পান এবং সেই টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন কেনেন । এই সেলাই মেশিন দিয়ে তিনি ও তার ছেলে সজল রাজবংশী এই গ্রামে মৎস্যজীবীদের জাল সেলাই করে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫০০ টাকা আয় করেন । এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গ্রামে প্রায় ২০ জন মৎসজীবি পরিবার বসবাস করেন । এই মৎস্যজীবী পরিবারগুলি গ্রামের পুকুর ও পার্শ্ববর্তী বাটচালা জলাশয়ে মৎস্য আহরণ করে সারা বছর জীবিকা নির্বাহ করেন । এছাড়া সুবল মাছের পোনার ব্যবসা ও মাছ বিক্রয় করে । সুবল রাজবংশীর পরিবারে ০৫ জন সদস্য আছে । তার স্ত্রীর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শরীরের এক অংশ অবশ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে পরিবারের সার্বিক খরচ ও ঔষধ কেনা বাবদ যে টাকা খরচ হয় তার সম্পূর্ণটাই তার সেলাই মেশিন হতে অর্জিত আয় ও বিলের মাছ ধরা হতে প্রাপ্ত আয় দিয়ে চলে যায় । সুবলের বাড়িতে বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ রয়েছে। এভাবে প্রাপ্ত আয় দিয়ে বর্তমানে খুব সুন্দর ভাবে তিনি তার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হচ্ছেন । সুবল রাজবংশী প্রকল্পের কার্যক্রম আরো অন্যান্য মৎস্যজীবীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

৪) সিন্দই বড়ই ভাঙ্গা গ্রামের মোসলেমার স্বাবলম্বী হওয়ার একটি সফল কাহিনী

নীলফামারী সদর উপজেলাধীন ইটাখোলা ইউনিয়ন অন্তর্গত সিন্দই বড়ই ডাঙ্গা গ্রামের আরেকজন সফল নারী জনাবা মোসলেমা। বয়স ৪৫ বছর । পরিবারে সদস্য সংখ্যা ১০ জন । প্রকল্প থেকে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে তার পরিবার ৬,০০০ টাকা পেয়েছিলেন । তিনি সেই টাকার সাথে তার কিছু নিজস্ব সঞ্চয় যুক্ত করে একটি গাভী ক্রয় করেন এবং সেই গাভীর দুধ ও বাছুর বিক্রি করে যে মূলধন হয়েছিল তা দিয়ে তিনি তার ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্যয় করেছেন এবং কিছু হাঁস কিনেছিলেন । পরবর্তীতে তিনি তার গরু ও হাঁস পালন থেকে প্রাপ্ত মূলধন ও বিদেশ থেকে ছেলের পাঠানো টাকা দিয়ে ৪ শতাংশ জমি কিনেছেন এবং ঘরবাড়ি মেরামতে ব্যয় করেছেন । বর্তমানে তার তিনটি গরু ও ২১ টি হাঁস আছে । তিনি গরুর দুধ, হাঁস এবং হাঁসের ডিম নিজেরা খান ও বিক্রি করে প্রতি মাসে প্রায় ১০,০০০ টাকা করে উপার্জন করেন । তিনি বলেন, প্রকল্পের আগে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ঠিক মতো খেতে পারতেন না; এমনকি ১০ দিনেও মাছ বা আমিষ জাতীয় খাবার খাওয়ার সুযোগ হতো না ।

ছেলেকে কষ্ট করে মানুষ করছিলেন । বর্তমানে তারা ঠিক মতো খেতে পারেন ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন । তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার যদি এমন প্রকল্প পুনরায় চালু করেন তাহলে তাদের মতো অভাবী মানুষদের খুব উপকার হবে এবং সেই সাথে মহিলাদের জন্য প্রকল্প থেকে সুযোগ সুবিধা রাখার আহবান জানান।

৫) মানিকগঞ্জের পরান রাজবংশীর পারিবারিক উন্নতির একটি সফল গল্প

মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার চালা ইউনিয়ন এর দিয়াবাড়ী গ্রামের আরেকজন মৎস্যজীবী হলেন পরান চন্দ্র রাজবংশী। তার পরিবারের মোট সদস্যসংখ্যা ০৪ জন। তিনি এই প্রকল্প থেকে ২০১১-২০১২ সনে বিকল্প আয়বর্ধক উপকরন হিসেবে ৬,০০০ নগদ টাকা পান। তিনি এই টাকার সঙ্গে তার নিজের ৫০০০ টাকা যোগ করে মোট ১১,০০০ টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন। তিনি কিছুদিন পর ৩২,০০০ টাকা দামে উক্ত গরু বিক্রি করেন। তার লভ্যাংশের ২১,০০০ টাকা দিয়ে তিনি আবারো আরেকটি গরু কেনেন যার বর্তমান মূল্য প্রায় ৫০,০০০ টাকা। এছাড়াও পরান রাজবংশী এক জন মৎসজীবি। সে বিলে মাছ আহরণ ও গরু পালনের মাধ্যমে বর্তমানে ভালভাবে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বর্তমানে তিনি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। সামাজিকভাবে পরান রাজবংশীর পরিবারটি এখন সবার কাছে একটি আদর্শ পরিবার।

চিত্র ৩৮ : পরান চন্দ্র রাজবংশী ও তার পরিবার

বক্স-৪

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Nets)

স্বাধীনতার পরপর গরীব অসহায় দুঃস্থ ভূমিহীন ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীর সহয়তার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Nets) চালু করা হয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকাল বন্যা ইত্যাদি লেগেই থাকে। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ফসল ও বাড়ি ঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় । দুঃস্থ সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কার্যক্রমকে উন্নয়নমুখী করার প্রচেষ্টা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। জীবিকার ন্যূনতম চাহিদা মেটানো ছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ,খাদ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। উপরে বর্ণিত মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকায় দুর্যোগ মোকাবেলায় ইপ্সিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চালু রয়েছেঃ

১) Vulnerable Group Development (VGD) Program
২) Food for Work (FFW)
৩) Rural Maintenance Program (RMP)
৪) Vulnerable Group Feeding (VGF)
৫) Gratuitous Relief (GR)
৬) Rural Infrastructure Maintenance Program (RIMP) ও
৭) প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে মেয়েদেরকে সহায়তার জন্য PESP এবং FSSAP কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। (WB 2006)

তাছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) যেমন: ব্রাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, উদ্দীপন, ইএসডি, ইত্যাদি ক্ষুদ্রঋণ ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা অব্যাহত রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র প্রকল্পের কার্যক্রম চলাকালীন উপরে বর্ণিত কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ইপ্সিত জনগোষ্ঠীকে পুষ্টি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা যেমন- USAID WFP, UNICEF, IFAD ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষভাবে মহিলা ও শিশুদেরকে সেবা প্রদান করে থাকে। ফলে সুষম খাদ্য গ্রহণে পরিবার সমূহের অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উপরের উল্লেখিত কর্মসূচি ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকায়ন সম্পর্কিত প্রকল্পের অবদান প্রণিধানযোগ্য।

অষ্টম অধ্যায়

সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ

৮.১ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ

৮.১.১ পর্যবেক্ষণ

i. প্রকল্পের আওতায় হাজা- মজা, পতিত জলাশয় খনন/ পুনঃখনন এবং মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে ইকোসিস্টেমের ভারসাম্যতা ফিরে এসেছে এবং সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী ও জনসাধারণের খন্ডকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বেড়ে গেছে । এ প্রেক্ষিতে গ্রামীণ সমাজ জীবনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ফিরে এসেছে;

ii. সুফলভোগীগণ প্রকল্পের উপকরণ ক্রয় বাবদ অর্থের সাথে নিজের মূলধন যোগ করে অধিক মূল্যের বিকল্প আয় বর্ধক উপকরণ ক্রয় করেছেন এবং আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন;

iii. প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীগণ জীবিকা নির্বাহের জন্য একাধিক পেশাকে বেছে নিয়েছেন এবং তাদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ভিতকে শক্ত করে তুলছেন;

iv. প্রকল্পভুক্ত সুফলভোগীগণের মাসিক গড় আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রকল্প শুরুর পূর্বের তুলনায় যথাক্রমে ৩০.১২%, ১৫.৯৬%, এবং ৫০.৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে;

v. প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে ফলে প্রকল্প কার্যক্রমের স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে;

vi. প্রকল্পের ডিপিপি/ আরডিপিপি দক্ষতার সাথে প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্তে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় প্রকল্পটি পরপর দুই বার সংশোধন করতে হয়েছে। ফলে প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন আইটেমের কাজের পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে;

vii. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং বেজলাইন জরিপের আবশ্যকতা থাকলেও তা করা হয়নি;

viii. প্রকল্পটি ২০১০ সালে প্রণীত ও অনুমোদিত হলেও জলাশয় খনন/ পুনঃখননের দরহার এলজিইডির ২০০৮ সনের নীতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করায় মাটি খনন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণ এলজিইডির ২০০৯ সনের বর্ধিত হারে মজুরি প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়েছেন;

ix. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সমূহের আয়তন ০.৫০ হেক্টর অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং অভয়াশ্রমের সীমানা উল্লেখ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়নি;

x. একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকল্প থেকে সুবিধা ভোগের দ্বৈততা পরিহারের জন্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নাম-ঠিকানা সম্বলিত একটি ডাটাবেজ তৈরীর সিদ্ধান্ত থাকলেও তা করা হয়নি; ও

xi. বিকল্প আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে ছাগল ক্রয়ের পর পর ছাগল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে অথবা মালিক বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

৮.১.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন জনিত সমস্যা

i. অবৈধ জাল যেমন কারেন্ট জাল, মশারি জাল, মইজাল ইত্যাদি ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় একই সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতি প্রয়োজন মাফিক নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না;

ii. ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল;

iii. অত্র প্রকল্প প্রণয়ন কালে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ২(দুই) বার সংশোধন ও কজের আইটেম হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; ও

iv. প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে বেইজলাইন জরিপ সম্পাদন করার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা করা হয়নি।

৮.১.৩ সুপারিশ

i. জলজ পরিবেশ উন্নয়ন, মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর- জলাশয় খনন /পুনঃখননের দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন; (অনুঃ- ৮.১.১, i)

ii. মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভবিষ্যতে রাজস্ব বাজেট হতে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ ও দেশীয় বিপন্ন প্রজাতির মাছ মজুদ করা প্রয়োজন; (অনুঃ ৭.২.১)

iii. মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন নুন্যতম ১ হেক্টর করা সমীচীন হবে। সেই সাথে মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহ প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে; (অনুঃ ৮.১.১, ix)

iv. মৎস্য অভয়াশ্রম বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট চেকলিস্ট এর ভিত্তিতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হওয়া উচিত;

v. প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (CBO) সমূহকে মৎস্য সম্প্রসারণসহ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে মৎস্য অধিদপ্তর এর আওতায় এনে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যেতে পারে; (অনুঃ৬.১, দুর্বলদিক-৯)

vi. এ ধরনের প্রকল্পে এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan) অবশ্যই থাকা প্রয়োজন; (অনুঃ ৬.১, দুর্বল দিক-১২)

vii. প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ এবং সুফলভোগীদের ডাটাবেজ তৈরী করা আবশ্যক; (অনুঃ৬.১ দুর্বলদিক-১ ও অনুঃ ৮.১.১-vii ও x)

viii. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রয়োগের নিমিত্তে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করতে হবে; (অনুঃ ৮.১.২-i)

ix. মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশীয় ছোট মাছের জন্য ক্ষতিকর জালের ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে (অনুঃ ৮.১.২-i)

x. অবৈধ জাল ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ভবিষ্যতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল ও আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো দরকার; (অনুঃ- ৮.১.১, ii) ও

xi. প্রান্তিক মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এ ধরনের প্রকল্প পুনরায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.২ উপসংহার

প্রকল্পটির মাধ্যমে গরীব ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে প্রকল্পের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো অধিকতর ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে এখনো অনেক অব্যবহৃত মৎস্য সম্পদ রয়েছে যা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়ন, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে বিপন্ন প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য্যতা বেড়েছে। ফলে ঈপ্সিত জনগোষ্ঠী সারাবছরই এখন মাছ আহরণ করতে পারেন। এভাবে তারা স্থানীয় খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান, পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও জীবিকার মান উন্নয়নে সক্ষম হয়েছেন। তাদের সমাজভিত্তিক সংগঠন সৃষ্টি হওয়ায় সামাজিকভাবে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে জলাশয় ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছেন। প্রকল্পটি সরকারের উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি যেমনঃ MDG, SDG, 7th Five Year Plan এবং Vision 2021 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এ সকল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে । প্রকল্পটির মাধ্যমে মৎস্য উন্নয়নের যে সূত্রপাত হয়েছে তা যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

রেফারেন্স (Reference)

1. BBS 2013: Preliminary Report on Economic Census 2013

2. BBS 2017: Preliminary Report on Household Income and Expenditure Survey 2016

3. DoF Bangladesh 2017: Year book of Fisheries Statistics of Bangladesh 2016 - 17

4. DPP/ RDDP 2010: Poverty Reduction and Livelihood Security for the people of Economically Depressed Areas.

5. প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১৪

6. Project Completion Report 2016

7. Word Bank 2006: Social Safety Nets in Bangladesh An assessment. Bangladesh Development Series Paper no-9 www.worldbank.org.bd

8. Word Bank 2016: The World Bank Bangladesh: Improving Water Supply & Sanitation 2016

9. মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ২০১০: অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দরিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীতিমালা

10. মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ২০১৫: বাংলাদেশের মৎস্য অভয়াশ্রম

11. মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ ২০১৮: সংকলন জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৮

DOBEY International (Pvt.) Ltd

Registered Office:	Project Office 1	Project Office 2	International Liaison Office
Flat # F-5, House # 25/1, Shah-Alibag, Mirpur-1,Dhaka-1216, Bangladesh Tel: +880 29031628, +8801768667766 info@dobeyinternational.com; www.dobeyinternational.com	1st Floor , House – 326 Ahmed Nagar(Opposite of Chinese Bus Stand and Amira Medical Centre), Mirpur-1 Dhaka, Bangladesh	Sheikh Hasina Software Technology Park Jashore	India (Kolkata) & Indonesia (Jakarta)